ত্রিপুরার প্রথম দৈনিক

জাগরণ

গৌরবের ৬৬ তম বছর

THE FIRST DAILY OF TRIPURA

অনলাইন সংস্করণ ঃ www.jagarandaily.com

JAGARAN ■ 31 January, 2020 ■ আগরতলা, ৩১ জানুয়ারী , ২০২০ ইং ■ ১৬ মাঘ ১৪২৬ বঙ্গাব্দ, শুক্রবার ■ RNI Regn. No. RN 731/57 ■ Founder : J.C.Paul ■ মূল্য ৩.৫০ টাকা ■ আট পাতা

মালয়েশিয়ায় মৃত্যু রাজ্যের যুবকের আশঙ্কা করোনা ভাইরাসে আক্রান্তের

নিজস্ব প্রতিনিধি, চড়িলাম, ৩০ জানুয়ারি।। পেটের তাগিদে মালয়েশিয়া গিয়েছিলেন, কিন্তু বাড়ি ফেরা হল না ত্রিপুরার এক যুবকের। সিপাহিজলা জেলার মধুপুর থানাধীন পুরাথল রাজনগর গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকার বাসিন্দা মণির হুসেন (২৩) মালয়েশিয়ায় করোনা ভাইরাসে আক্রান্ত হয়ে মারা গেছেন বলে খবর ছড়িয়েছে। বুধবার সকালে তাঁর মৃত্যুর খবর বাড়িতে পৌঁছলে পরিবারের সদস্যরা কান্নায় ভেঙে পড়েন। যুবকটি মালেয়শিয়ায় একটি হোস্টেলে কুক হিসেবে কর্মরত ছিলেন। তবে, দিন যতই যাচ্ছে মণির হুসেনের মৃত্যুর কারণ নিয়ে চলছে নানা কথা। পরিবারের লোকজনও সঠিক ভাবে কিছু বলতে পারছে না। এও খবর রটেছে এনকেফেলাইটিসে নাকি ওই যুবকের মৃত্যু হয়েছে।

মণির হুসেনের দাদু সাহিদ মিয়াঁ জানিয়েছেন, ২০১৮ সালে মালয়েশিয়ায় কাজের সন্ধানে গিয়েছিলেন তাঁর নাতি। সেখানে চাকরিও হয়েছিল তাঁর। কিন্তু, করোনা ভাইরাসে আক্রান্ত হয়ে তাঁর মৃত্যু হবে তা এখনও বিশ্বাস করতে পারছেন না। দাদু সাহিদ বলেন, ২০১৬ সালে মণির বিয়ে করেছিলেন। কিন্তু অধিক রোজগারের জন্য সদূর মালয়েশিয়ায় পাড়ি দেন। তিনি জানান, ত্রিপুরা সরকারের সাথে যোগাযোগ করে তাঁর মৃতদেহ বাড়িতে আনার চেষ্টা হচ্ছে। কিন্তু, কবে নাগাদ তাঁর মৃতদেহ বাড়িতে ফিরবে তা বলতে পারছেন না তিনি।

মণিরের বাবা শাহজাহান মিয়াঁ পুত্রশোকে দিশেহারা হয়ে পড়েছেন। তিনি বলেন, মণির-সহ তাঁর চার ছেলে এবং এক কন্যা রয়েছে। মণির পরিবারের মূল অর্থ উপার্জনকারী ছিলেন। মণিরের মৃত্যুতে পুত্রবধূ এবং পরিবারের অন্যান্য সদস্যদের জীবিকা নির্বাহ নিয়ে তিনি ভীষণ চিন্তায় পড়েছেন।

পরিবার সূত্রে জানা গিয়েছে, বিদেশে চাকুরী করলেও নিয়মিত বাড়ীর সাথে যোগাযোগ রক্ষা করতো। প্রায় ছয়দিন আগে ইমো সিস্টেমে ভিডিও কলিং এর মাধ্যমে মোবাইলে পরিবারের লোকজনের সাথে কথা বলেছিল। কিন্তু, গত চারদিন যাবৎ মণির হোসেনকে ফোনে পাওয়া যাচ্ছে না। বাধ্য হয়ে পরিবারের লোকজন চেতক নামের ওই হোটেলের কর্তৃপক্ষের সাথে যোগাযোগ করে। কর্তৃপক্ষ নাকি জানায় মণির হুসেন শারীরিক দিক দিয়ে আসুস্থ। মালয়েশিয়ার একটি ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

বাঙালী ভাইয়ের শ্রাদ্ধ করলেন জনজতি ভাই

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৩০ জানুয়ারি।। শ্রাদ্ধানুষ্ঠানেও সম্প্রীতির বার্তা আমবাসায়। বাঙ্গালী ভাইয়ের শ্রাদ্ধ করলো জনজতি ভাই। গত ২৩ শে জানুয়ারী আমবাসার যুব মোর্চার একনিষ্ঠ কর্মি রাজেশ ঘোষ হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে মৃত্যু হয়। তাঁর মা বড় ভাই কিছুদিন আগে মারা যায়। বাবা অসুস্থ্য শয্যাশায়ী। বৃহস্পতিবার তার শ্রাদ্ধানুষ্ঠানে এগিয়ে এল এলাকাবাসীরা। এলাকার ক্লাব সংহতি সামাজিক সংস্থা ও এলাকাবাসীর সহযোগিতায় শ্রাদ্ধানুষ্ঠান সম্পন্ন হয়। শ্রাদ্ধানুষ্ঠানে খোজঁখবর নিতে তার বাড়িতে ছুটে যায় বিজেপি যুব মোর্চার ধলাই জেলার সভাপতি আশীষ ভট্টাচার্য্য সহ যুব মোর্চার কর্মিরা। মানুষ মানুষের জন্য, এটা আজ প্রমানিত।

দেবরের হাতে আক্রান্ত বৌদি

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৩০ জানুয়ারি।। পারিবারিক বিবাদকে কেন্দ্র করে দেওরের হাতে আক্রান্ত বৌদি। একই সঙ্গে আক্রান্ত ভাইঝি। ঘটনা বৃহস্পতিবার বনকুমারী কুমাড়পারায়। বর্তমানে জিবিতে চিকিৎসাধীন বৌদি অনিতা রুদ্রপাল ও তাঁর মেয়ে দীপশিখা রুদ্রপাল। এই ঘটনায় আইনের দারস্থ পরিবারটি।

জানা যায় পারিবারিক বিবাদকে কেন্দ্র করে এদিন বচসায় লিপ্ত হয় দেওর ও বৌদি। অভিযোগ এর পরেই বৌদি ও ভাইঝির উপর আক্রমণ করে দেওয়র শিবু রুদ্রপাল। তাঁর আক্রমণে মাথা ফেটে যায় অনিতা রুদ্রপালের। আহত ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

কদমতলা দ্বাদশ স্কুলে আগুনে পুড়ল পূজার প্যান্ডেল

নিজস্ব প্রতিনিধি, চুড়াইবাড়ি, ৩০ জানুয়ারি।। শিক্ষক ও ছাত্র ছাত্রীদের মধ্যে দ্বিচারিতার কারণে বাগদেবীর পুজো পন্ড। সরস্বতী পূজার অঞ্জলির পূর্বেই আগুনে পুড়ে ছাই পেন্ডেল সহ মা সরস্বতীর মূর্তি। ঘটনাটি সংঘটিত হয়েছে উত্তরের কদমতলা উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে। ঘটনার বিবরণে প্রকাশ,যেহেতু সরস্বতী পূজার সরকারি বন্ধ ৩০ তারিখে তাই উত্তর জেলার কদমতলা ব্লকাধীন কদমতলা উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষক শিক্ষিকাদের কথা ছিল ৩০ তারিখ সরস্বতী পূজা হওয়ার। ঠিক তখনই প্রতিবাদ জানায় স্কুলের ছাত্রছাত্রীরা।

ছাত্র-ছাত্রীরা দাবি জানায় অধিকাংশ স্কুল ও বাড়িতেই ২৯ তারিখ অর্থাৎ বুধবার মা সরস্বতী পুজো হচ্ছে। তাই কদমতলা উচ্চতার মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের দুপুর বিভাগের ছাত্রছাত্রীরা ২৯ তারিখ সরস্বতী পুজো করার দাবি জানায়। কিন্তু স্কুলের শিক্ষক শিক্ষিকারা ছাত্রদের দাবি নাকচ করে ৩০ তারিখ অর্থাৎ বৃহস্পতিবার পুজো করার চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। কিন্তু ছাত্রছাত্রীরা তাদের নিজ উদ্যোগে এবং ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

উদয়পুরে এক ব্যক্তির মৃতদেহ, উদ্ধার পেঁচারথল ও বিশালগড়ে দূর্ঘটনায় হত দুই

নিজস্ব প্রতিনিধি, উদয়পুর, পেঁচারথল, বিশালগড়, ৩০ জানুয়ারি।। গোমতী জেলার মহারানীর ওয়ারেংবাড়ি থেকে এক ব্যক্তির মৃতদেহ উদ্ধার করা হয়েছে। মৃতের নাম রতন কর্মকার। বাড়ি অমরপুরে। পেশায় বাইসাইকেল মেকার। জানা যায় বৃহস্পতিবার দুপুর নাগাদ উদয়পুর অগ্নিনির্বাপক দপ্তরে খবর আসে মহারানীর ওয়ারেংবাড়ির রাস্তার পাশে এক ব্যক্তির দেহ পড়ে রয়েছে। খবর পেয়ে অগ্নিনির্বাপক দপ্তরের কর্মীরা দ্রুত ছুটে যায়। সেখান থেকে মধ্যবয়স্কা ওই ব্যক্তির দেহ উদ্ধার করে তারা গোমতী জেলা হাসপাতালে নিয়ে আসেন। জেলা হাসপাতালে নিয়ে আসা হলে কর্তব্যরত চিকিৎসক তাকে মৃত বলে ঘোষণা করেন। কিভাবে তার মৃত্যু হয়েছে সে ব্যাপারে বিস্তারিত তথ্য জানা যায়নি। রাধা কিশোরপুর থানার পুলিশ এ ব্যাপারে একটি মামলা গ্রহণ করেছে। ঘটনার তদন্ত শুরু হয়েছে। মৃতদেহটি ময়না তদন্তের জন্য গোমতী জেলা হাসপাতালের মর্গে রাখা হয়েছে।

এদিকে, সরস্বতী পুজোর দিনে আসাম-আগরতলা জাতীয় সড়কে ভয়াবহ যান দুর্ঘটনায় মৃত্যু হলো একজনের। ঘটনা পেঁচারথলে। ঘটনার বিবরণে জানা যায় কুমারঘাট, পানিসাগর ও পেঁচারথলে জাতীয় সড়কে কাজ করছে আরকেএস নামক একটি নির্মাণ সংস্থা। এই সংস্থাটির বহির্রাজ্য এর জেএইচ ০১সিএন- ৭১১১ নম্বরের একটি ঢালাই মশলা তৈরির মিলার মিকচার লরি বুধবার সকালে পানিসাগর থেকে পেঁচারথলের দিকে রওয়ানা হয়। পেঁচারথলের লক্ষণ ছলাতে গিয়ে লরিটি রাস্তার বাক নিতে গিয়ে নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে রাস্তায় পার্শ্ববর্তী গভীর খাদে পতিত হয়। ঘটনাস্থলেই মৃত্যু হয় লরির সহ চালক শ্যাম কুমারের। গুরুতর আহত হন চালক জিতেন্দ্র কুমার। এমনটাই জানিয়েছেন প্রত্যক্ষদর্শীরা। ঘটনার খবর পেয়ে অকুস্থলে ছুটে আসে নির্মাণ সংস্থার আধিকারিকরা। তারা্য ঘটনার সত্যতা স্বীকার করেন।

অন্যদিকে, রেল ইঞ্জিনের ধাক্কায় মৃত্যু হল ইসু মিঞা (৭০) নামের এক বৃদ্ধের। ঘটনা বুধবার ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

জৈব চাষাবাদে সিকিমের পর দ্বিতীয় রাজ্য হতে চলেছে ত্রিপুরা ঃ শিক্ষামন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৩০ জানুয়ারি।। সিকিমের পর ত্রিপুরা জৈব চাষের ক্ষেত্রে দ্বিতীয় রাজ্য হওয়ার দাবি করে শিক্ষামন্ত্রী রতনলাল নাথ বলেন যে রাজ্য সরকার কেন্দ্রীয় সরকারকে ১০ লক্ষ মেট্রিক টন উৎপাদনের প্রস্তাব পাঠিয়েছে। যেখানে ব্যয় ধরা হয়েছে ৭৮৮ লক্ষ টাকা কোটি। প্রস্তাবটি সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়ে বিবেচনাধীন বলে শিক্ষামন্ত্রী জানিয়েছে।

শিক্ষামন্ত্রী মহাকরণে সাংবাদিকদের সাথে কথা বলতে গিয়ে জানান, গত দুই অর্থবছরে রাজ্য সরকার রাজ্য জুড়ে ২৪ টি আরডি ব্লকের ৬০টি গ্রাম পঞ্চায়েতের অধীনে ২০০০ হেক্টর জমিতে ধান, আদা, হলুদ, ভুট্টা এবং সরিষার মতো বিভিন্ন ফসলের চাষাবাদ করেছে।। এই ফসলের প্রথম পর্যায়ে ব্যয় করা হয়েছে ১৯.৪৩ কোটি টাকা।

দ্বিতীয় ধাপে, রাজ্য সরকার তিন অর্থবছরের মেয়াদে ১ লাখ মে.টন উৎপাদন করে ৪০০০ হেক্টর জমিতে জৈব চাষ পদ্ধতিতে ফসল চাষের লক্ষ্য নিয়েছিল। রাজ্য জুড়ে ৩৫ টি আরডি ব্লকের ১৩০ টি গ্রাম পঞ্চায়েতের অধীন এই চাষাবাদ হবে। ফসলের মধ্যে রয়েছে- ধান, হলুদ, মরিচ এবং আনারস।

কৃষি ও কৃষক ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

রাজশ্মশান পরিদর্শনে মন্ত্রী ও বিধায়ক

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৩০ জানুয়ারি।। রাজধানী আগরতলা শহরের প্রাণকেন্দ্র বটতলায় রাজশ্মশানটি অনাদর, অবহেলা ও ব্যাবিচারে নরকুণ্ডে পরিণত হয়েছে। এটি ক্রমেই ঐতিহ্য হারাতে শুরু করেছে। রাজ্যের উপজাতি কল্যাণ মন্ত্রী মেবার কুমার জমাতিয়া ও বিধায়ক ডা. দিলীপ দাস বৃহস্পতিবার রাজশ্মশানটি পরিদর্শন করে চরম অব্যবস্থায় তীব্র ক্ষোভ ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

ভাসুর ও শাশুড়ির অত্যাচের বিধবা গৃহবধূ আত্মঘাতী

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৩০ জানুয়ারি।। ভাসুর এবং শাশুড়ির অত্যাচারে গায়ে দিয়ে আত্মহত্যা করল এক গৃহবধূ। ঘটনাটি ঘটেছে চুড়াইবাড়ি থানার অধীন গোবিন্দ পুর এলাকায়। এই বিষয়ে ভাসুর সবীর নাথ ও শাশুড়ি সুপ্রীতি নাথের বিরুদ্ধে মামলা রুজু করেছে মৃত গৃহবধূ পাপিয়া নাথের ভাই শান্তনু নাথ। পুলিশ তদন্ত শুরু করেছে বলে খবরে জানা গেছে।

পৃথক স্থানে বিস্তর পরিমাণে নেশা সামগ্রী উদ্ধার, গ্রেপ্তার তিন

নিজস্ব প্রতিনিধি, চুড়াইবাড়ি, তেলিয়ামুড়া, চড়িলাম, ৩০ জানুয়ারি।। লক্ষাধিক টাকার ব্রাউন সুগার সহ পাথারকান্দি পুলিশের জালে আটক শ্যালক ও জামাইবাবু।এবার লক্ষাধিক টাকার ব্রাউন সুগার সহ দুই পান্ডা ধরা পড়ল পার্শবর্তী রাজ্য আসামের পাথারকান্দি পুলিশের হাতে।জানা গেছে গোপন সুত্রের ভিত্তিত্বে মঙ্গলবার রাত অনুমানিক নয়টা নাগাদ পার্শবর্তী রাজ্য আসামের করিমগঞ্জ জেলার পাথারকান্দি পুলিশ স্থানীয় আছিমগঞ্জ সুমো ষ্ট্যান্ড সংলগ্ন স্থানের এক গোপন ডেরায় হানা দিলে এ সাফল্য আসে।উক্ত পুলিশি অভিযানে হাতেনাতে সর্বনাশা ড্রাগস সহ ধরা পড়ে দুই পান্ডা।তাদের একজন হল বাহার উদ্দিন(২৫)পিতার নাম ফয়জুর রহমান।বাড়ি মানিকপাড়ায়।ধৃত অন্যজনের নাম সইদুল আলম(১৯)পিতার নাম ময়ূর উদ্দিন।বাড়ি ষোলঘরি গ্রামে।ওরা সম্পর্কে শ্যালক ও

জামাইবাবু।ধৃতদের কাছ থেকে মোট ২৪ গ্রাম বার্মিজ ব্রাউন সুগার উদ্ধার করা হয়।যার বাজার মূল্য অনুমানিক লক্ষাধিক টাকার মত হবে বলে পুলিশ সুত্রে প্রকাশ।এ মর্মে পাথারকান্দি থানার ইন্সপেক্টর ওসি ঘনকান্ত ভূঁইয়া জানান যে ধৃতদের আজ আদালতে সোপর্দ করা ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

এয়ারপোর্টে চাকুরী দেওয়ার নামে লক্ষ লক্ষ হাপিজ ভুঁইফোর সংস্থার দুই প্রতারককে ধরল পুলিশ

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৩০ জানুয়ারি।। বাম আমলের মতো রাম আমলেও ভূঁইফোর সংস্থাগুলি তাদের প্রতারণার বিষ দাঁত বহাল রেখেছে। যেখানে এই সরকারী দুর্নীতি ও প্রতারণার বিরুদ্ধে সোচ্চার হচ্ছে সেখানেই আগরতলা সহ রাজ্যের বিভিন্ন স্থানে প্রতারণার জাল পেতে রেখেছে কিছু সংস্থা। শহরের ভগৎ সিং যুব আবাসে চাকুরী প্রতারণাকে কেন্দ্র করে ধুন্ধুমার কান্ড ঘটে গেল। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনতে শেষ পর্যন্ত এনসিসি থানার পুলিশকে সেখানে পৌঁছতে হয়।

এয়ারপোর্টে চাকুরী দেওয়ার নাম করে সিএএসআই নামে একটি সংস্থা কয়েক লক্ষ টাকা হাতিয়ে নিয়েছে রাজ্যের বেকার যুবক যুবতীদের কাছ থেকে। আজ ছিল নিয়োগ প্রক্রিয়া। ভগৎ সিং যুব আবাসে সিএএসআই এর দুই কর্মী সকালে নিয়োগ প্রক্রিয়া শুরু করে। ফর্ম জমা রাখার নামে বেকার যুবক যুবতীদের কাছ থেকে ১৫ হাজার টাকা থেকে শুরু করে ৪৫ হাজার টাকা পর্যন্ত জমা রাখতে শুরু করে। নিয়োগকে কেন্দ্র করে ভগৎ সিং যুব আবাসে প্রচুর সংখ্যক বেকার যুবক যুবনতীর সমাগম হয়। ফর্ম জমা রাখতে গিয়ে এক সময় চরম বিশৃঙ্খলার সৃষ্টি হয়। আবেদনকারীদের মধ্যে হৈচৈ পড়ে যায়। এরই মধ্যে জনাকয়েক বেকার যুবক যুবতী সিএএসআই নামে ওই সংস্থার নিয়োগ প্রক্রিয়া নিয়ে নানা ধরনের সন্দেহ প্রকাশ করে। তারা একজোট ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

প্রতারিত বেকার যুবক যুবতীরা এনসিসি থানার দ্বারস্থ হয়েছে। ছবি নিজস্ব।

রাজ্যের পরবর্তী ডিজিপি হচ্ছেন অমিতাভ রঞ্জন

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৩০ জানুয়ারি।। রাজ্য পুলিশের পরবর্তী ডিজি হচ্ছেন অমিতাভ রঞ্জন। তিনি ১৯৮৮ বেচের আইপিএস অফিসার। তিনি স্বরাষ্ট্র মন্ত্রকের ইন্টিলিজেন্স ব্যুরোর এডিশন্যাল ডিরেক্টর হিসেবে কর্মরত। তিনি এ কে শুক্লার স্থলাভিষিক্ত হচ্ছে। শ্রীশুক্লা ৩১ জানুয়ারী অবসরে যাচ্ছেন বলে জানা গিয়েছে।

বিদ্যার দেবী সরস্বতীর দু'দিনের আরাধনায় পরিলক্ষিত হল ব্যাপক উৎসাহ উদ্দীপনা

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৩০ জানুয়ারি।। বুধবার ও বৃহস্পতিবার সরস্বতী পুজো বা বসন্ত পঞ্চমী ঘিরে শিক্ষার্থীদের মধ্যে বিপুল উৎসাহ উদ্দীপনা পরিলক্ষিত হয়। এবছর নির্ঘণ্ট অনুযায়ী সরস্বতী পুজো হয় ২৯ ও ৩০ জানুয়ারি, বুধ ও বৃহস্পতিবার। সরস্বতী পুজো বা বসন্ত পঞ্চমী মানেই হলুদ শাড়ি আর হলুদ পাঞ্জাবি পরার দিন। সরস্বতী পুজো মানেই, সকাল সকাল স্নান সেরে সেজে-গুজে মায়ের চরণে অঞ্জলি দেওয়ার ধুম, সারাটা দিন বন্ধু ও পরিবারের সঙ্গে আনন্দে কাটানো। আর, ইতিমধ্যেই শুরু হয়ে গেছে স্কুল, কলেজ, প্যান্ডেলে মায়ের চরণে পুষ্পাঞ্জলি দেওয়া, ছোটদের হাতে খড়ি। সরস্বতী পুজোর দিন ছেলে মেয়ে নির্বিশেষে হলুদ পোশাক পরে বিদ্যা ও সংগীতের দেবী সরস্বতীর পূজা করে। সরস্বতী পুজোর দিনটিকে বসন্ত পঞ্চমীও বলা হয়।

ধরা হয়, এই দিন থেকে শীত শেষ হয়ে বসন্ত কালের সূচনা হল। ঋড়ঋতুর শেষ ঋতু হল বসন্ত। ঋতুরাজ বসন্তকে অন্যতম ভাগ্যবান মরশুম হিসেবে বিবেচনা করা হয় এবং এই কালকে প্রতীকায়িত করে বাসন্তী রং। আর, বাসন্তী ও হলুদ রং একে অপরের পরিপূরক। এই সময় উজ্জ্বল সূর্যের আলোয় প্রকৃতি ঝলমল করে উঠে। বসন্ত কাল ঝলকানো তাপ, কঠোর শীত এবং ভারী বৃষ্টির মধ্যে ভারসাম্যতা বজায় রাখে। এই ঋতুতে গাছে গাছে নতুন পাতা গজায়, তাজা ফল এবং ফুট ফুটে। জ্ঞানের বা বিদ্যার আরাধ্যা দেবী বাগদেবী সরস্বতী। মাঘ মাসের শুক্লা পঞ্চমী তিথিতে বাগদেবীর বন্দনায় মেতে উঠেন পড়ুয়া সহ ধর্মপ্রাণ মানুষজন।

এবছর শুক্লা পঞ্চমী তিথি দু'দিনে পড়ায় বাগদেবীর আরাধনায় বাড়তি উৎসাহ উদ্দীপনা পরিলক্ষিত হচ্ছে সর্বত্র। কোথাও প্রথমদিন অর্থাৎ বুধবারে আবার কোথাও দ্বিতীয় দিন অর্থাৎ বৃহস্পতিবারে বাগদেবীর আরাধনার প্রস্তুতি নেওয়া হয়েছে। স্কুল, কলেজ সহ অন্যান্য শিক্ষাঙ্গন এমনকি বাড়িঘরেও বাগদেবীর আরাধনায় মেতে উঠেছেন শিক্ষার্থী সহ ধর্মপ্রাণ মানুষজনেরা। সাতসকালে ঘুম থেকে উঠেই স্নান করে শুচিবস্ত্রে পুজার জন্য প্রস্তুত হন ছাত্রছাত্রীরা। এদিন প্রত্যেকের মধ্যেই ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

আগরতলায় একটি স্কুলে বাগ্‌দেবীর আরাধনায় ছাত্রছাত্রী, শিক্ষক শিক্ষকা ও অভিবাবকরা। ছবি নিজস্ব।

জাগরণ আগরতলা ▫ বর্ষ-৬৬ ▫ সংখ্যা ১১২ ▫ ৩১ জানুয়ারি ২০২০ইং ▫ ১৬ মাঘ ▫ শুক্রবার ▫ ১৪২৬ বঙ্গাব্দ

সংঘাত ও সংহতি

ইহাকেই কি বলে কাঁটা দিয়া কাঁটা তোলা, স্বাস্থ্যমন্ত্রী হইতে সুদীপ রায় বর্মনকে অপসারনেই রাজনীতির চাকা নতুন ভাবে ঘোরপাক খাইয়াছে এমন বলিবার সুযোগ নাই। তরুন এই বিধায়কই অনেক কসরৎ করিয়া তৃণমূল বিধায়ক টিম নিয়া বিজেপিতে যোগ দিয়াছিলেন। আর গত নির্বাচনে ব্যাপক জয় পাইয়াছিল গেরুয়া দল। কিন্তু, হঠাৎই স্বাস্থ্যমন্ত্রীত্ব হইতে হঠাইয়া দেওয়ায় সুদীপ রায় বর্মন কিংকর্তব্যবিমূঢ় হইয়া পড়িয়াছিলেন হয়ত। তিনি কার্য্যত ঘরবৈঠা হইয়া পড়েন। তাঁহার বেশীরভাগ অনুগামী বিধায়কও তাঁহার সংস্পর্শ হইতে দূরে সরিয়া গিয়াছেন। সম্প্রতি তিনি আগরতলায় একটি অরাজনৈতিক র্যালী ও সমাবেশ করিয়া নিজের শক্তির পরীক্ষা দিয়াছেন। সেই পরীক্ষায় তিনি সাফল্যের সঙ্গে উত্তীর্ণ হইয়াছেন। অনেকেই প্রথম প্রথম ধরিয়া নিয়াছিল যে, সুদীপ রায় বর্মনকে রাজনৈতিক সন্ন্যাস নেওয়া ছাড়া গতি নাই। কারণ, বিজেপির বিরোধী কংগ্রেসের বর্তমান হালচাল দেখিলে তো হতাশাই গ্রাস করে। ত্রিপুরায় তো এই দলের অবস্থা খুবই শোচনীয়। এই অবস্থায় বিধায়ক সুদীপ রায় সম্পর্কে রাজনৈতিক মহলে কৌতুহল বাড়াইয়াছে তখনও দেখা গিয়াছে মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব দেবের বিরুদ্ধে বিধানসভায় তর্কযুদ্ধে অবতীর্ণ হইতে। বিরোধী সিপিএম বিধায়করা যে দুঃসাহস দেখাইতে পারে নাই অথচ ক্ষমতাসীন দলের বিধায়ক হইয়া মুখ্যমন্ত্রীকে প্রশ্নবানে জর্জরিত করার ঘটনা সংসদীয় রাজনীতির ইতিহাসে বিরল। সুদীপ গত দুই দিবসীয় বিধানসভা অধিবেশনে সেই বিরল দৃষ্টান্তই স্থাপন করিলেন।

সেই সুদীপ বর্মন্ই রাতারাতি বিজেপির পাদপ্রদীপের আলোতে আসিয়া পড়িয়াছেন কিভাবে? সংবাদে প্রকাশ পাইয়াছে দিল্লী বিধানসভা নির্বাচনে তারকা প্রচারের তালিকায় ত্রিপুরার তিন নক্ষত্রকে অন্তর্ভুক্ত করা হইয়াছে। তাঁহারা হইলেন ত্রিপুরার মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব, বিজেপির রাজ্য সভাপতি ডা. মানিক সাহা বিজেপির 'বিদ্রোহী' বিধায়ক ভোট প্রচারের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তি হইবার পিছনে আসলে কি লক্ষ্য কাজ করিয়াছে তাহা নিয়া জন মনে প্রবল প্রশ্ন উকি মারিতেছে। জানা গিয়াছে, এক্ষেত্রে ভোট প্রচারের নক্ষত্র চয়নে গুরত্বপূর্ণ ভূমিকা নিয়াছেন সুনীল দেওধর। তিনি এখন বহির্রাজ্যে কর্মব্যস্ত থাকিতেছেন। ত্রিপুরায় খুব বেশী যাতায়াত নাই। সুদীপ বর্মনকে বিজেপির প্রচারে নিয়া যাওয়ার পিছনে কি কাঁটা দিয়া কাঁটা তোলার রাজনীতি। বিজেপি বিরোধী হিসাবে চিহ্নিত হইয়া আছেন সুদীপ রায় বর্মন। অন্তত রাজ্যে বিজেপির কোনও কর্মযজ্ঞে তাহার যোগসূত্র আছে এমন বলিবার জো নাই। সুদীপ বুঝাইয়া দিয়াছেন রাজ্যের আগামী নির্বাচনে তিনি রীতিমতো ফ্যাক্টর। তাঁহার বিদ্রোহ বিজেপির পক্ষে ক্ষতির কারণ হইতে পারে। সুনীল দেওধর প্রাজ্ঞ রাজনীতিবিদ। তিনি হয়তো বুঝিতে পারিয়াছেন সুদীপকে কাজে লাগাইয়া দলকে ফায়দা নেওয়া উচিত। এই অবস্থায় বিজেপির রাজনীতির অংক কিভাবে উঠিয়া আসিবে তাহা হয়ত ক্রমশ প্রকাশ হইতে পারে।

ত্রিপুরা বিজেপি সাংসগঠনিক শক্তি কতখানি বৃদ্ধি পাইয়াছে এবং আসন্ন এডিসি নির্বাচনই সেই অগ্নি পরীক্ষার মাত্র। বিজেপির ছোট শরিক আইপিএফটি তো সংঘাতের রাজনীতিতেই বিশ্বাস করে। পৃথক রাজ্যের দাবী যে নস্যাৎ হইয়া বইবে তাহা বড়োল্যান্ড চুক্তি স্বাক্ষরের ঘটনাতেই প্রমাণিত। বড়োল্যান্ডের পৃথক রাজ্যের দাবী নস্যাৎ করিয়া দেড় হাজার কোটি টাকার প্যাকেজ ঘোষণা করিয়াছে। ত্রিপুরায় এডিসি নির্বাচনে বিজেপি হয়তো একক ভাবে লড়াই করিবে। সেখানে বিজেপিকে পূর্ণ শক্তি নিয়া ঝাপাইয়া পড়িতে হইবে। বিজেপি এডিসি দখল করিতে এখনই নানা কৌশল ইত্যাদি তৈরী করিতে হইতেছে। এই সব নির্বাচনের কথা মাথায় রাখিয়া সুনীল দেওধর হয়ত চাহিতেছেন দলের ক্ষোভ বিক্ষোভ ইতি ঘটাইতে চাহিতেছেন হয়ত। দিল্লী বিধানসভার ভোট প্রচারে সুদীপ রায় বর্মনের আমন্ত্রণ হয়তো রাজ্যের রাজনীতিতে কিছুটা পরিবর্তনের ঢেউ তুলিবে? আবার কি সুদীপ বর্মন রাজ্যে বড় দায়িত্ব পাইতে চলিয়াছেন? রাজ্য রাজনীতির ইতিহাসে সুদীপ বর্মন যে জয়গা তৈরী করিয়াছেন তাহাই বিজেপির শীর্ষ নেতৃত্বের নজর কাড়িয়াছে কিনা বলা মুশকিল।

দেশের স্বরূপ সন্ধানে নতুন প্রশ্ন

অচিন রায়

সাত দশক আগে, এমনই একদিনে আমরা ভারতের জনগণ অঙ্গীকার করেছি, ভারতে একটি সার্বভৌম গণতান্ত্রিক লোকতন্ত্র প্রতিষ্ঠার। সেই অঙ্গীকারের বাস্তব রূপায়ণে আমাদের গণ পরিষদে বিশিষ্ট চিন্তাবিদ, বিশেষজ্ঞ ও বিচক্ষণ বিদ্বজনদের দীর্ঘ আলোচনার পর আমাদের রাষ্ট্র পরিচালনার ভিত্তিস্বরূপ একটি সংবিধান রচিত হয়। সকলের সম্মানিত সেটি গৃহীত হয়ে ঘোষিত হয়। ১৯৫০ সালের ২৬ জানুয়ারি সেটি বাস্তবায়িত হয়ে ভারত একটি সার্বভৌম গণতান্ত্রিক লোকতন্ত্রে পরিণত হয়। সত্তর বছর আগের সেই মূল সংভিদান কিন্তু আজ আর তার আদি অকৃত্রিম অবস্থায় নেই। দীর্ঘ কালের প্রবাহে তার ওপর অনেক পরিবর্তনের স্রোত বয়ে গেছে। এমনকি সংবিধানের যে মূল ভিত্তি যাকে প্রিয়েমবেল বলে যে মন্ত্রগুলির রূপায়ণে সংবিধানের বিস্তার, অতিবুদ্ধির প্রভাবে ও স্বৈরতান্ত্রিক জরুরি অবস্থার কূটকৌশলে সেটিও অক্ষত থাকেনি। যেটি অক্ষত রাখার প্রতিশ্রুতি দিয়ে আমাদের নতুন রাষ্ট্রের যাত্রারম্ভ, বাস্তব অবস্থায় দেখা যাচ্ছে তার কোনও অপরিবর্তনীয় নয়। তাই আনায়াসেই সেই মূল ভিত্তি হল প্রিয়েমবেলে অযথা সেকুলার ও সোশ্যালিস্ট শব্দ দুটি যোগ করা হয়।

কেননা দেশভাগের ফলে ইসলামিক স্টেট পাকিস্তান হলেও, ভারতকে হিন্দুস্তান করার জন্য কোনও ক্ষীণতম দাবিও উঠেনি। আর সংভিধানের চারটি মূল স্তম্ভ --- জাস্টিস, লিবার্টিএ, ইক্যুয়ালিটি, এবং ফ্র্যাটারিনিটির মধ্যে বিশদভাবে নাগরিক অধিকার বিশেষিত হয়। বরং নতুন রাষ্ট্রে হিন্দু মহাসভা বিলুপ্ত করে শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় রাজনীতির মূল ধারায় জনসংঘ দলের সৃষ্টি করেন। আর সোশ্যালিস্ট কথাটি যোগ করারও প্রয়োজন ছিলন া। কেননা ইতিমধ্যেই সংভিধানে সোশ্যালিসল্ট প্যাটার্ন অফ সোসাইটি গঠনের প্রতিশ্রুতি গৃহীত হয়েছে। সুতরাং সোশ্যালিসল্ট কথাটিও বোঝার ওপর সাখের আঁটি। তবে সংবিধানে এই পরিবর্তনকে সংবিধান বিশেষজ্ঞরা সংযোজন না বলে অভিহিত করেছেন রিভিশন বলে। এই সূত্রে অবশ্যই স্মর্তব্য যে একদিন ক্ষমতার প্রভাবে যে সংযোজন করা যায়। আবার দেশে প্রথম ধর্মের ভিত্তিতে আইনের স্রষ্টা এই মহানেতা নেহরু, যখন তিনি কারো কথায় কর্ণপাত না করে স্বেচ্ছাতন্ত্রের প্রতোপে হিন্দু কোড বিল বিধিবদ্ধ করেন। যদিও সংভিদানে ইউনিফর্ম সিভিল কোড করার নির্দেশ আছে। সেদিন অতিবুদ্ধির প্রভাবে নেহেরুযে হিন্দুমুসলমান বিভাজনের বীজ রোপণ করেছিলেন তাখন কিন্তু কারওর মনেই এই ধর্মীয় সাম্প্রদায়িক বিচ্যুত সম্বন্ধে কিছু রেখাপাত করেনি। তার পরে নেহেরু তনয়া ইন্দিরা গান্ধী তো জরুরি অবস্থার সুযোগে নিয়ে সংবিদানের আমূল পরিবর্তন ঘটান। অতঃপর মহামতি নেহেরুর দৌহিত্র রাজীব গান্ধী ডাইন্যাস্টিক ডেমোক্রেসির মহিমায় ভারতের প্রধানমন্ত্রী হয়ে অকারণে স ংভিধান সংশোধন করলেন। নিরুপায় নিঃসহায় মুসলিম রমনী শাহবানোর খোরপোষ মামলায় বিচারপতি কৃষ্ণ আইয়ার যখন নো ল ইজ অ্যাবোভ হিউম্যান ল বলে শাহবানোর পক্ষে রায়দিলেন, তখন সেই মানবিক নির্দেশকে অগ্রাহ্য করতে মোল্লাতন্ত্রের তোণে রাজীব গান্ধী সমস্ত ন্যায়নীতি বিসর্জন দিয়ে গান্ধি সমস্ত ন্যায়নীতি বিসর্জন দিয়ে সংবিধান সংশোধন করলেন। তখনও এই নির্লজ্জ সংবিধান লঙ্ঘন নিয়ে কারর কোনও মাথা ব্যথা দেখা গেল না। কেবল যখন মুসলিম দেশে বহু আগে নিষিদ্ধ তিন তালাককে ভারতে আইনত দন্ডনীয় করা হলো, তখনই বামপন্থী বুজরুকি ও কংগ্রেসি সেকুলার সতীত্ব একযোগে স রব হয়ে উঠল। সম্প্রতি অসহায় স্টেটলেস শরণার্থীদের মাটিতে পা রাখার আইন স্বীকৃতি দেয়ার জন্য সম্পূর্ণ মানবিক উদ্দেশ্যে একটি সংবিধান সংশোধনী আইন বিধিবদ্ধ হয়। তার ফলে এক শ্রেণী অতিবুদ্ধিমানদের মধ্যে সেকুলার সাধুগিরির কলবর মুখরিত হয়ে উঠেছে। কারণ এটি নাকি আডিয়া অফ ইন্ডিয়া কে আঘাত করছে এবং থোস অপ দ্য কনস্টিটিউশন এর হানিকর। আসলে এই আইনে যে ভারতীয় নাগরিক সম্বন্ধে পরিবর্তনের কোনও উল্লেখই নেইষ সে কথা চাপা দিয়ে অভিসন্ধি পারায়ণ একদল রাজনীতিক, লোক খেপিয়ে ঘোলাজলে মাছ ধরার নেশায় মত্ত। মূল ধারার রাজনীতিতে নিজেদের অক্ষমতাবশত, এই মহামাতববরা বিতর্কের কেন্দ্রবিন্দুতে এই দুটি অপব্যখা দ্বারা, কাজ হাসিল করার চেষ্টা সক্রিয়। আর কাজ নেই তো ান্দোলনের খই ভাজ, লেখাপড়ায় চুলোয় যাক, এই প্রণোদনায় প্রথমে ছাত্র সমাজ ও পরে অস্তিত্বের সংকটে ভীত সন্তস্তর নাগরিককে পথে টেনে নামিয়েছে। শরণার্থী সমস্যার সঙ্গে জাতিধর্ম, বর্ণ নির্বিশেষে ভারতীয় নাগরিকদের যে কোন সম্পর্ক নেই, সেকথা ইচ্ছাকৃতভাবে চেপে রেখে, মিডিয়াতে মানবিকতার ঢোলবাদ্য মুখর হয়ে উঠেছে।

নাগরিক অধিকার রক্ষার নামে সংবিধান হাতে, জাতীয় পতাকা কাঁধে, জাতীয় সঙ্গীত মুখে তরুণদের যে আন্দোলন প্রথমে শুরু হয়েছিল, উৎসাহের আতিশয্যে কিন্তু সেটা শেষে আজাদির দাবিতে পরিণত। কবে এখন শুধু আজাদিতে সীমাবদ্ধ থাকেনি, ক্রমপরিবর্তনে তার নবরূপ ঘটেছে, জিন্নাওয়ালি আজাদি, মোগলাই আজাদি কিংবা কমিউনিস্ট আজাদি প্রভৃতিতে। এর শেষ কোথায় তা এখনও অজানা। তবে মজার ব্যাপার হলো, কায়েদে আজম জিন্নাহ কোনওদিন কোনও আজাদির আন্দোলন করেননি, এবং এখনও জনতার কাতারে নেতৃত্ব দেওয়ার জন্যে জেলেও যাননি। সব সময় মঞ্চের ওপর থেকে দাবি করেছেন পাকিস্তান এবং পরে নিজেই বলেন। কিন্তু পাকিস্তান সৃষ্টিতে পুবে গঙ্গা, যমুনা ও পশ্চিমে পঞ্চনদীতে যে রক্তের স্রোত বয়ে যায়, সেটা জিন্নাওয়ালি আজাদি ঘটাতে গেলে স্মরণ রাখা কর্তব্য।

তা ছাড়া জিন্নহ্ব দ্বিজাতিতত্ত্বের মূল কথাই ছিল হিন্দু সংখ্যাগরিষ্ঠের অধীনে ভারতীয় মুসলমানদের অস্তিত্ব বিপন্ন। সেই জন্যই ভারতের পুবে ও পশ্চিমে দু'টি মুসলমান দেশের সৃষ্টি হয় কেবলমাত্র মুসলমানদের জন্য। সেখানে ইসলাম রাষ্ট্রীয় ধর্ম এবং অন্য ধর্মের লোকেরা কার্যত জিম্মি। তারই ফলে পাশ্বাবর্তী দুই দেশে অমুসলমান সম্প্রদায় ক্রমক্ষীয়মান হয়ে একাদশীর চাঁদে পরিণত।

সেই যে পাকিস্তানে ক্ষীয়মান বিপুল জনতা কিন্তু কেউ ভারত মহাসাগরে ভেসে যায়নি, সকলেই অগোচরে এই ভারতের মহামানবের সাগরতীরে মিলে যেতে বাধ্য হয়েছে। আজ আমাদের সত্তর বছরের লোকতন্ত্রে সেই সব মানহারা মানব মানবীদের মানসিক সম্মান দেওয়ার জন্যই এই উদ্যোগ। কমিউনিস্ট পার্টির যে মহাবুদ্ধিমান ডা. গঙ্গাধর অধিকারীর থিসিসে ধর্মের ভিত্তিতে যে পাকিস্তান সৃষ্টির প্রস্তাব এবং মুসলিম লিগের ডাইরেক্ট অ্যাকশনের গ্রেট ক্যালকাটা কিলিং দিয়ে তার ভিত্তিস্থাপন। সেটি বাস্তবায়িত হয় রক্তগঙ্গার পথে অহিংস গান্ধিজির সম্মতিতে, ক্ষমতালোভী কংগ্রেসের আগ্রহে হয় দেশভাগ।

সেই দেশবাগের রক্ত আজ দেখি তার প্রায়শ্চিত্তের সক্রিয় প্রচেষ্টা। ভারতীয় হয়েও যারা ভারতে ঘরহারা তাদেরই ঘর খুঁজে দেওয়ার জন্যই এই নতুন আইন। তার ফলে কিন্তু যারা ভারতীয় তাদের সঙ্গে এই আইনের কোনও সম্পর্ক নেই। 'আইডিয়া অফ পাকিস্তান' নিয়ে যারা একদিন উন্মত্ত হয়েছিল, আজ 'আইডিয়া অফ ইন্ডিয়ার' অন্যায় অজুহাতে কিন্তু কিছুতেই সরকারি এই নবউদ্যোগ কিছুতেই রোধ করা যাবে না। এখন কেবল সময়ের অপেক্ষা। এমনকি সুপ্রিম কোর্টে গিয়ে হল্লা করলেও কোনও ফল হবে না।

কেননা এই সিএএ নিয়ে যতই রাস্তার রাজনীতি করা হোক, আইনত যে এর ভিত্তি সুদৃঢ় সেকথা বলেছেন প্রাক্তন অ্যাটর্নি জেনারেল হরিশ সালভে এবং অন্যান্য বিশিষ্ট আইনজ্ঞরা। সেই জন্যেই স্থিতধী সুপ্রিম কোর্টের প্রধান বিচারপতি বোবদে আইনের বিচারে না গিয়ে বলেছেন, ভালো করে তার সপক্ষে প্রচারে নামতে। কেননা জনভিত্তিহীন বাম, কংগ্রেসের গোয়েবলসিয় অপপ্রচারে নির্বোধের দল যদি খেপে ওঠে তাহলে কে ঠিক আরকে ভুল, তা নিয়ে কিন্তু বিপর্যয় এড়ানো যাবে না। এবং প্রধান বিচারপতি বোবদে ইতিমধ্যেই তাঁর এক ইঙ্গিতপূর্ণ ভাষণে বলেছেন, বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্রদের লেখাপড়ায় মনোনিবেশ করাই কর্তব্য।

আমাদের দেশে যখন তালগাছের অধিকার নিয়ে বাদী, বিবাদী সালিশির জন্যে যায় তখন বলে সালিশি মানছি কিন্তু তালগাছটা আমার। একইভাবে রাজনৈতিক দল আদালতে যায় বিচারের জন্য কিন্তু বিচারের রায় বিচারের জন্য কিন্তু বিচারের রায় পক্ষে না গেলেই নিরপেক্ষতায় সন্দেহ। যেমন বাবরি মসজিদ নিয়ে মামলা। প্রত্নতাত্তিক সন্ধানে পাওয়া গেছে, একটি নির্মাণ কাঠামো বারবির নীচে ছিল এবং তার ওপরই এই মসজিদের নির্মাণ। সেই কাঠামোরঅস্তিত্ব যদি সত্য হয়, তাহলে সেটি যে রামমন্দির ছিল, সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। কেননা বাবরের জন্মের হাজার বছরের আগে থেকেই অযোধ্যা যে রামের রাজধানী তা রামায়ণে বর্ণিত। তা ছাড়া বারাণসীর মতো এখানে বৌদ্ধ বা জৈন প্রভাবেরও কোনও উল্লেখ পাওয়া যায় না।

(সৌজন্যে-দৈ :স্টেটসম্যান)

এবার যত্রতত্র নোংরা ফেলে পরিবেশ দূষিত করলে ফাইন গুণতে হবে কর্তৃপক্ষকে !

বোলপুর, ৩০ জানুয়ারি (হি.স.) : গ্রামপঞ্চায়েত এলাকা, পৌরসভা, কর্পোরেশন সবকে সলিড সলিড ওয়েস্ট ম্যানেজমেন্ট রুলসের আওতায় পরিবেশ বান্ধব হতে হবে। না হলে ট্যাঁকের কড়ি গুণতে হবে। ২০১৬ সালের এই আইনে বলা হয়েছে এই আইন না মানলে ১০ লাখ জন সংখ্যা হলে, ১০ লাখ ফাইন এবং ৫ লাখ জন সংখ্যা হল হলে ৫ লাখ এবং পঞ্চায়েতের ক্ষেত্রে ১ লাখ ফাইন হবে সংশ্লিষ্ট আধিকারিককে। নতুন দাওয়ায়ে সংস্থা থেকে সবাইকে শাস্তির মুখে পড়তে হবে যদি না পরিবেশকে সুস্থ ও বাসোপযোগী রাখে।

এই নতুন পদক্ষেপে প্রতিটি মানুষ উপকৃত হবে। সকাল বিকেলে যাঁরা প্রাত ভ্রমন থেকে বিভিন্ন কাজে বাড়ির বাইরে বেরোন তাদের জন্য খুব ভালো সুখবর। এ যাবত এই আইনের কোন কার্যকর পদক্ষেপ দেখা যায় নি। বৃহস্পতিবার বিশিষ্ট পরিবেশবিদ বোলপুর সিয়ানে যান। যেখানে পুরসভার পরিত্যক্ত জিনিস দেখে তিনি মন্তব্য করেন, শুধু বোলপুর পুরসভা নয়, গোটা পশ্চিমবঙ্গের ১২৫ লোকাল বডিজ এ ব্যাপারে উদাসীনতা দেখিয়েছে। অনেকে আবার ওয়াকিবহাল ছিল না এই আইন সম্পর্কে। এব্যাপারে বিভিন্ন জায়গায় যাচ্ছি। সবাইকে সচেতন করে একটা জনমত গড়ে তোলার চেষ্টা করছি। সুস্থ পরিবেশ গড়ে তোলার ক্ষেত্রে যেটা সবার দায়িত্বের মধ্যে পড়ে।

জানা গেছে, পরিবেশ আদালত থেকে দেশের সর্বোচ্চ আদালত এব্যাপারে বার বার সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করে পদক্ষেপ নেওয়ার নির্দেশ দিয়েছে। এতদিন পর সেটা কার্যকর করার চেষ্টা চলছে। সুভাষবাবু নোংরা অস্বাস্থ্যকর পরিবেশের ছবি তুলেছেন। সেটা যথারীতি আদালতে জমা দেবেন। ২০১৯ সালের ১ নভেম্বর থেকে আদালত সমস্ত লোকাল বডিজকে সুযোগ দেয় এব্যাপারে বিধিবদ্ধ ব্যবস্থা নেওয়ার কিন্তু কর্ণপাত হয় নি। ১৭ জানুয়ারী পূর্বাঞ্চল পরিবেশ আদালত মুখ্য সচিব এবং সংশ্লিষ্ট বিভাগের আধিকারিকদের এব্যাপারে একটা পরিবেশ মনিটারিং সেল গঠন করে ব্যবস্থা নেওয়ার নির্দেশ দেয়। এব্যাপারে ব্যবস্থা গ্রহণ না হলে, ১ এপ্রিল থেকে প্রতি মাসে ওই পরিমান ফাইন ধার্য হবে। ২০২০ সালে ৭ জানুয়ারীর আদেশ অনুযায়ী এব্যাপারে তিন মাস অন্তর এই রিপোর্ট জমা দিতে হবে। প্ল্যাস্টিক, নির্মান সামগ্রীর ওয়েস্ট এবং বায়োলজিক্যাল ওয়েস্ট কোনভাবেই পরিবেশ দূষণ ছড়াতে দেওয়া হবে না। এক্ষেত্রে দেখা যায় বিভিন্ন পৌরসভার বায়োমেডিক্যাল ওয়েস্ট নষ্টের জন্য ব্যবস্থা থাকা সত্ত্বেও বিভিন্ন মেডিক্যাল কলেজ বা হাসপাতালে রক্ত, সিরিঞ্জ ইত্যাদি পরিত্যক্ত জিনিস হাসপাতাল এলাকায় পড়ে থাকে। এবার সেগুলো নজরের আওতায় আসবে। শান্তিনিকেতনের বিশ্বভারতীর নিজস্ব সলিড ওয়েস্ট ম্যানেজমেন্ট না থাকায় বোলপুর পুরসভাকে আপাতত সেটা দেখতে হবে। এক্ষেত্রে জরিমানা হলে, পুরসভাকে বহন করতে হবে। সেক্ষেত্রে পুরসভা আদালতে তাদের আত্মপক্ষ সমর্থনে নিজেদের বক্তব্য রাখতে পারে।

অর্থনীতির বর্তমান কাঠামোর বৈষম্য বাড়ছে

সুতীর্থ চক্রবর্তী

২০৩০ সালের মধ্যে পৃথিবী জুড়ে ক্ষুধার অবসান ঘটাতে চায় রাষ্ট্রসংঘ। তথ্য বলছে, পৃথিবীতে মাত্র ৪০টি দেশ রয়েছে, যারা রাষ্ট্রসংঘের এই ল ক্ষ্যপূরণ করতে সক্ষম। বরং ক্ষুধা বাড়ছে আফ্রিকা ও দক্ষিণ আমেরিকার বিভিন্ন দেশে। যদিও দক্ষিণ ও দক্ষিণপূর্ব এশিয়ার চিত্রটা একটু ভিন্ন। একমাত্র পৃথিবীর এই অঞ্চলে মানুষের ওজন বৃদ্ধি পাচ্চে। অর্থাৎ এই অঞ্চলে মানুষ এত বেশি বেশি খাচ্ছে যে, প্রত্যেকের ে চহারা স্থূলকায় হচ্ছে। ভারত যে এই দলে পড়ে না, তা বলাই বাহুল্য। ভারতেও ক্ষুধা বাড়ছে বলে ধরে নেয়া যায়।

সদ্য শেষ হওয়া ওয়ার্ল্ড ইকোনমিক ফোরাম এর পেশ করা অক্সফ্যামের রিপোর্ট বলছে, ভারতের ৬৩জন ধনী৪ ব্যক্তি আয় দেশেশর বাজেটের তুলনায় বেশি। গত বছর কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী নির্মলা সীতারামণ সংসদে যে বাজেট পেশ করেছিলেন, তার ায়তন ছিড় ২৪ লক্ষ ৪২ হাজঙডার কোটি টাকার কিছু বেশি। আগামী শনিবার তিনি আরও একটি বাজেট পেশ করতে চলেছেন। এই বাজেটের আয়তন হয়তো আরও কিছুটা বেশি হবে। তাতে পরিস্থিতির খুব বড় কোনও বদল হবে না বলেই ধরেই নেয়া যায়। দেশেড ৬৩জন ধনীর দলে টাকা, বিড়লা, আম্বানিরা রয়েছেন। অক্সফ্যামের রিপোর্টএ দেশে বৈষম্য বৃদ্ধিকেই সূচিত করছে। এর আগেও অক্সফ্যামের রিপোর্টে ধরা পড়েছিল দেশেরসবচেয়ে বড়লোক এখ শতাংশের আয় দেশের বাকি ৯৫ শতাংশের চেয়ে বেশি। দেশে বৈষম্যের ছবি যখন এই জায়গায় দাঁড়িয়ে তখন মাত্র এক দশকে সমস্ত মানুষের ক্ষুধানিবৃত্তি যে একটি অসম্ভব কাজ, তা বলাই বাহুল্য। বলা ভাল, ২০৩০ এর মধ্যে দেশে থেকে ক্ষুধা দূর ক রার লক্ষ্য যে আমরা অর্জন করতে পারব না, তা নিয়েও কোনও সংশয় বা সন্দেহ থাকা উচিত নয়। কিন্তু, দারিদ্র্যের পএরকাপ কমানোর জন্য কি সরকার যথেষ্ট উদ্যোগী? সামনে বাজেট বলে অর্থনীতির নানা ধরনের সূচক প্রকাশ্যে আসতে শুরু করেছে। এই সমস্ত সূচকেই দেখা যাচ্ছে, আমাদের গতি পিছনের দিকে। একদিকে বৈষম্য বাড়ছে, অন্যদিকে দারিদ্র্য। দেশে

বেকারত্ব এখটি সর্বকালীন উচ্চতায় গিয়ে পৌঁছেছে। নতুন কলকারখানা নেই। পরিষেবা ক্ষেত্রে নতুন কর্মসংস্থান তৈরি হচ্ছে ঠিকই, কিন্তু তাও যথেষ্ট নয়। কৃষি লোকসানে চলছে। ভারতের জনসংখ্যা ৭০ শতাংশ এখনও প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে কৃষিনির্ভর। এই মানুষগুলো গ্রামে থাকে। কিন্তু, কৃষিতে এখন ততটা আয় হচ্ছে না, যা দিয়ে গ্রামে থাকা এই মানুষগুলোর ভরণপোষণ সম্ভব। অর্থনীতি যত এগোতে থাকবে, তত দেখা যায় গ্রাম থেকে মানুষ কাজের সন্ধানে শহরে আসে। গ্রাম থেকে শহরে আসা মানুষের সংখ্যা যত বেশি বৃদ্ধি পেতে থাদ্ধেক, ততই তা দেশের কাজের সন্ধানে শহরে আসবে, তারও উপায় নেই। কারণ শহরে কোনও কাজ নেই। নয়ের দশকে গোড়ার যখন দেশের অর্থনীতকে বহির্বিশ্বের জন্য উন্মুক্ত করে দেয়া হল, তখন অনেক গোলাপি স্বপ্ন দেখানো হয়েছিল দরিদ্র দেশবাসীকে। কিন্তু দেখাযাচ্ছেষ গত ৩০ বছরে দারিদ্র্য ও বৈষ্যম বৃদ্ধি ছাড়া এই নীতি থেকে আমরা তেমন কিছুই লাভ করতে পারিনি। বিশ্ববাজারে কোনও ভারতীয় পণ্য দাঁড়াতে পারেনি। অথচ ভারতের বাজার গ্রাস করেছে বহু বিদেশি পণ্য। ফলে আমাদের আমদানির খরচ যে গতিতে বৃদ্ধি পেয়েছে, সে গতিতে বাড়েনি রফতানি। আমাদের দেশীয় সংস্থাগুলি বিদেশি পণ্যের স ঙ্গে প্রতিযোগিতায় এটে উঠতে না পেরে দেশের বাজার হারিয়েছে। কিন্তু বিশ্ববাজারে জায়গা করে নিতে পারেনি। তার ফলশ্রুতিতে একটার পর একটা কলকারখানা গড়ে ওঠেনি। অর্থনীতি উন্মুক্ত করার সুবিধা অবশ্য দেশের একশ্রেণীর ব্যবসায়ী গ্রহণ করেছে। তারা গত তিন দশকে ফুলেফেঁপে ওঠেছে। কিন্তু, সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষের জন্য গত তিন দশক এক ভয়াবহ পরিস্থিতি তৈরি করেছে। তিন দশকে যে আর্থিক বৃদ্ধির কথা জাহির করা হয়, এখন প্রমাণিত হচ্ছে তা অল্প কিছু মানুষের। যে ৬৩ জন মানুষের আয় দেশের বাজেটের চেয়ে বেশি, তার নিঃসন্দেহে তিন দশকের নীতিতে উপকৃত হয়েছে। এখন অর্থনীতির যা হাল, তাতে এটাও স্পষ্ট যে, নয়ের দশকের গোড়ার ওই আর্থিক উদারীকরণের নীতি মুখ থুবড়ে পড়েছে। আজ তো বড়াই করার মতো আর্থিক বৃদ্ধিও নেই। অথচ অর্থনীতির যেটুকু সম্পদ ছিল, তা দাঁড়িয়ে গিয়েছে ধ্বংসের মুখে। স্বাধীনতার পর গড়ে ওঠা সব রাষ্ট্রায়ত্ত সংস্থা বিক্রি হয়ে যেতেবসেছে। যে এ্যার ইন্ডিয়া ছিল দেশের অগ্রগতির সবচেয়ে বড়ে প্রতীক, সে সংস্থাও পুরোপুরি বেসরকারি হাতে চলে যাচ্ছে। এত মানুষের হাতে কাজ নেইষ এই বিপুলপরিমাণ বৈষম্য, এত ভয়াবহ দারিদ্র্য, কৃষিক্ষেত্রের এমন দেউলিয়া অবস্থা --- এই পরিস্থিতি থেকে দেশকে কীভাবে বের করে নিয়ে যাওয়া যাবেষ এখন প্রশ্ন সেটাই। কেন্দ্রীয় বাজেটের আগে সেই প্রশ্নই বড় দেখা গিয়েছে। যদিও তার কোনও সন্তোষজনক উত্তর কারও কাছে রয়েছে বলে মনে হচ্ছে না। রিজার্ভ ব্যাঙ্কের গভর্নর শক্তিকান্ত দাস কয়েকদিন আগে বলেছেন, শুধুমাত্র আর্থিক ও কোষাগারে নীতি দিয়ে এই সংকট কাটানো সম্ভব নয়। এই সংকট মোকাবিলা করতে গেলে কাঠামোগত সংস্কার পএরয়াজন। অর্থনীতিতে কাঠামোগত সংস্কার অনেক বড় কথা।সে সংস্কারের জন্য প্রয়োজন সরকারের বহু নীতির বদল। এর মধ্যে সবচেয়ে বড় নীতি বদল যেটা দরকার, তা হল গরিব মানুষের হাতে টাকা পৌঁছে দেয়ার ব্যবস্থা। অর্থনীতির বর্তমান কাঠামোয় শুধু বৈষ্যম বাড়ছে। অর্থাৎ, যারা বড়লোক, তারা আরও বড়লোক হচ্ছে। আর যারা গরিব মানুষের কাছে পৌঁছে দিতে হবে। যে কাজটা মোটেই সহজ নয়। এই কাজ শুধুমাত্র একটা বাজেটের মধ্যে দিয়েই সম্ভব নয়। এর জন্য প্রয়োজন সরকারের ধারাবাহিক কিছু নীতির পরিবর্তন। কাঠামোগত সংস্কারের প্রয়োজনীয়তার কথা একদল অর্থনীতিবিদ অনেক দিন ধরেই বলে আসছেন। এখন সেই ক থাটা শোনা গেল শক্তিকান্ত দাসের মতো দেশের নীতি প্রণেতার মুখে। দেশের কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কে'র শীর্ষপদে যাওয়ার আগে শক্তিকান্ত কেন্দ্রীয় অর্থসচিব ছিলেন। শক্তিকান্ত বললেও সরকারি স্তরে এখনও পর্যন্ত অর্থনীতি সংক্রান্ত যেসব ঘোষণা হয়েছে, তাতে কোথাও কাঠামোগত সংস্কারের কথা নেই। সরকার নানাভাবে কোম্পানিগুলোকে করে ছাড় দিয়ে, অন্যান্য সুযোগ সুবিধা বাড়িয়ে অর্থনীতিকে চাঙ্গা করার চেষ্টা চালাচ্ছে। কিন্তু গরিব মানুষের হাতে টাকা ফৌঁছে দেয়ার এখনও কোন উদ্যোগ নেই। সরকার সে দৃষ্টিতেভাবুক। কারণ দেশের মানুষ চায়, ২০৩০ সালের মধ্যে রাষ্ট্রসংঘের ক্ষুধার অবসানের নীতি দেশে সফল হোক। অন্তত সেই লক্ষ্যে দেশ একোক। বৈষম্য কমুক। অক্সফ্যামের পরবর্তী রিপোর্টে যেন আমাদের শুনতে না হয় দেশের মাত্র ৬৩ জনের আয় বাজেটের চেয়ে বেশি। দেশে বিপুল কর্মসংস্থান হোক, যাতে সকলের হাতে কাজ পৌঁছয়। ক্ষুধা, দারিদ্র্য, বৈষম্য, বেকারত্ব কমানোর জন্য জরুরি নীতিগুলি প্রণয়নই হোক আমাদের কাঠামোগত সংস্কারের মূল নির্যাস।

(সৌজন্যে-প্রতিনিধি)

গান্ধিজির শহিদান দিবস উপলক্ষে আগরতলায় বামফ্রন্ট নেতৃত্ব এক সভার আয়োজন করেন। ছবি- নিজস্ব।

কূটনীতিকরা কোড অব কন্ডাক্ট না মানলে চলে যান : বাংলাদেশের পররাষ্ট্রমন্ত্রী মোমেন

মনির হোসেন,ঢাকা,জানুয়ারী ৩০ ।। বাংলাদেশের পররাষ্ট্রমন্ত্রী এ কে আব্দুল মোমেন বলেছেন, তাদের (কূটনীতিকরা) নিজেদের কাজ বাদ দিয়ে আমাদের ডমেস্টিক ইস্যুতে (সিটি করপোরেশন নির্বাচন) নাক গলাচ্ছে। এটা উচিত নয়। কূটনীতিকরা কোড অব কন্ডাক্ট মেনে কাজ করবেন বলে আশা করি। তবে যারা কোড অব কান্ডাক্ট মানবেন না তাদের বলবো দেশ থেকে চলে যান।আসন্ন ঢাকা উত্তর ও দণি সিটি করপোরেশন নির্বাচন উপলে কূটনীতিকরা বৃটিশ হাইকমিশনে মিলিত হয়েছেন। বিষয়টি নিয়ে প্রশ্ন করা হলে মন্ত্রী েভ প্রকাশ করে এ কথা বলেন। বৃহস্পতিবার (৩০ জানুয়ারি) রাজধানীর বঙ্গবন্ধু আন্তর্জাতিক সম্মেলন কেন্দ্রে 'বাংলাদেশ উন্নয়ন ফোরাম-২০২০' এর সমাপনী অনুষ্ঠান শেষে সাংবাদিকদের এক প্রশ্নের জবাবে তিনি এ কথা বলেন।সিটি করপোরেশন নির্বাচন উপলে মন্ত্রী বলেন, সিটি নির্বাচন নির্বাচন অত্যন্ত স্বচ্ছ হবে।এদিকে, আসন্ন সিটি করপোরেশন নির্বাচন শান্তিপূর্ণ ও অংশগ্রহণমূলক হবে বলে আশা প্রকাশ করেছে যুক্তরাষ্ট্র। ঢাকার মার্কিন দূতাবাসের ফেসবুক পেজে দেয়া এক পোস্টে এ আশা ব্যক্ত করে মার্কিন দূতাবাস।

সিটি নির্বাচনে কার্যকর গণতন্ত্র দেখতে চান বাংলাদেশে নিযুক্ত বিদেশী কূটনীতিকরা

মনির হোসেন,ঢাকা,জানুয়ারী ৩০ ।। সিটি করপোরেশন নির্বাচনে ভোটকেন্দ্রে গণতন্ত্র কার্যকর দেখতে চান বাংলাদেশে নিযুক্ত বিদেশি কূটনীতিকরা।সিটি নির্বাচনের মাত্র দুদিন আগে সম্মিলিত এক বিবৃতিতে এ প্রত্যাশা জানান ইউরোপ-যুক্তরাষ্ট্রসহ ৯ দেশের কূটনীতিক।বৃহস্পতিবার (৩০ জানুয়ারি) বিবৃতিতে বলা হয়, ১ ফেব্রুয়ারি ঢাকা সিটি করপোরেশন নির্বাচন। ঢাকার নাগরিকদের গণতান্ত্রিক অধিকার প্রয়োগ করার একটি সুযোগ। আমরা পুরো শহরজুড়ে ভোটকেন্দ্রগুলোতে কার্যকর গণতন্ত্র দেখার প্রত্যাশায় রয়েছি। বিবৃতিতে আরও বলা হয়, আমরা আশা করি বাংলাদেশ সরকার, নির্বাচন কমিশন এবং সব রাজনৈতিক দল শান্তিপূর্ণ ও উৎসবমুখর পরিবেশে নাগরিকদের ভোট দেয়ার অধিকারকে সম্মান এবং স্বচ্ছতা ও সততার সঙ্গে ভোট গণনা করবে। বিবৃতিতে স্বারকারী কূটনীতিকরা হলেন, ঢাকায় নিযুক্ত ব্রিটিশ হাইকমিশনার রবার্ট চ্যাটারটন ডিকসন, মার্কিন রাষ্ট্রদূত অর্ল মিলার, কানাডিয়ান হাইকমিশনার বেনইত প্রিফনটেইন, সুইডেনের সার্লোট্টা স্লাইটার, সুইজারল্যান্ডের রাষ্ট্রদূত রেনে হোলেসটেইন, নরওয়ের রাষ্ট্রদূত সিডসেল ব্লেকেন, ডেনমার্কের রাষ্ট্রদূত উইনি এস্ট্রাপ পিটারসেন, নেদারল্যান্ড দূতাবাসের চার্জ দ্যা অ্যাফেয়ার্স জেরোইন স্টেগস এবং অস্ট্রেলিয়ার ভারপ্রাপ্ত হাইকমিশনার পেনি মর্টন।অপরদিকে, আসন্ন সিটি করপোরেশন নির্বাচন শান্তিপূর্ণ ও অংশগ্রহণমূলক হবে বলে আশা প্রকাশ করেছে যুক্তরাষ্ট্র। ঢাকার মার্কিন দূতাবাসের ফেসবুক পেজে দেয়া এক পোস্টে এ আশা ব্যক্ত করে মার্কিন দূতাবাস।

বিভাজনকামী শক্তিকে মদত জোগাচ্ছে রাহুল তোপ বিজেপির

নয়াদিল্লি, ৩০ জানুয়ারি (হি.স.) : নাথুরাম গোডসের সঙ্গে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর তুলনা টানার জন্য কংগ্রেস সাংসদ রাহুল গান্ধী নিন্দায় মুখর হলেন বিজেপি মুখপাত্র জিভিএল নরসিমহা রাও। রাহুল গান্ধীকে বিচ্ছিন্নতাকামী শক্তির সপক্ষে দাঁড়িয়ে রয়েছেন বলে দাবি করেছেন তিনি।

বৃহস্পতিবার রাজধানী দিল্লিতে বিজেপির সদর দফতরে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে জিভিএল নরসিমহা রাও জানিয়েছেন, সবাই জানে রাহুল গান্ধী বিচ্ছিন্নতাকামী শক্তির পক্ষে সর্বদা সওয়াল করে এসেছে। শার্জিল ইমাম, উমর খালিদদের সমর্থন করেছেন রাহুল গান্ধী। এমনকি হাফিজ সইদ, বুরহান ওয়ানি, ইমরান খানকে সমর্থন করেছেন ওয়ানাডের সাংসদ। রাহুল গান্ধীর এমন কার্যকলাপের তালিকা শেষ হবে না।

বর্ষীয়ান এই বিজেপি নেতার দাবি, ভারতকে যারা ভাঙতে চাইছে তাদের পাশে দাঁড়িয়ে রয়েছেন রাহুল গান্ধী। নিলজর্রে মতো এমন কিছু গুণাগুণ রাহুল গান্ধী রপ্ত করেছেন যা দেশদ্রোহিতার সমান।

জোরালো ভূমিকম্পে কাঁপল ইন্দোনেশিয়া তীব্রতা ৫.৭

জাকার্তা, ৩০ জানুয়ারি (হি.স.): ফের ভূমিকম্পে কেঁপে উঠল ইন্দোনেশিয়া। বৃহস্পতিবার সকালে ৫.৭ তীব্রতার ভূকম্পন অনুভূত হয় ইন্দোনেশিয়ায়। ভূমিকম্পের তীব্রতা অপেক্ষাকৃত

ছয়ের পাতায়

আত্মসমর্পণকারী এনডিএফবি ক্যাডারদের জন্য সরকার নেবে বিশেষ নীতি : হিমন্তবিশ্ব

গুয়াহাটি, ৩০ জানুয়ারি (হি.স.) : অস্ত্র সংবরণের মাধ্যমে আত্মসমর্পণকারী এনডিএফবি ক্যাডারদের কেউ যাতে পুনরায় পথভ্রষ্ট না হয় তার জন্য সরকার গ্রহণ করবে বিশেষ সাহায্যনীতি। বৃহস্পতিবার সকালে গুয়াহাটি মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালের মিলনায়তনে আয়োজিত এনডিএফবি-র চার গোষ্ঠীর ১৬১৫ জন নেতা ও ক্যাডারের অস্ত্র সংবরণ অনুষ্ঠানে প্রদত্ত ভাষণে এই ঘোষণা করেছেন রাজ্যের অর্থ, স্বাস্থ্য, শিক্ষা এবং পূর্তমন্ত্রী হিমন্তবিশ্ব শর্মা। এছাড়া বোড়োল্যান্ড টেরিটরিয়াল কাউন্সিল (বিটিসি) এলাকা থেকে অবড়ো অধ্যুষিত গ্রামগুলিকে কর্তন করে নতুন গ্রাম সংযুক্ত করার কথাও জানান মন্ত্রী। আজকের অনুষ্ঠান থেকে অসমের আরেক উগ্রপন্থী সংগঠন আলফা-স্বাধীনকেও খোলা মনে সরকারের সঙ্গে আলোচনার টেবিলে বসার আহ্বান জানান মন্ত্রী হিমন্তবিশ্ব শর্মা।

মন্ত্রী জানান, আত্মসমর্পণকারী এনডিএফবি-র সকল গোষ্ঠীর ক্যাডাররা যাতে পুনরায় পথভ্রষ্ট না হয় তার জন্য সরকার নতুন বিশেষ নীতি প্রবর্তন করতে সংগঠনের চারটি গোষ্ঠীর শীর্ষ নেতা যেমন রঞ্জন দৈমারি, গোবিন্দ বসুমতারি, ধীরেন বড়ো এবং বি বি সাওরাইগৌরার সঙ্গে যৌথভাবে বসে এক প্রস্তুতি ও প্রয়োগ পর্ব শুরু হবে। এনডিএফবি-র সশস্ত্র সংগ্রামের ফলে যে সকল নিরীহ জনতা, নিরাপত্তারক্ষী প্রাণাহুতি দিয়েছেন, আজ শ্রদ্ধার সঙ্গে তাঁদের স্মরণ করেছেন মন্ত্রী। তিনি বলেন, এনডিএফবি-র সশস্ত্র সংগ্রামে বহু সেনা, আধাসেনা, অসম পুলিশের বহু লোককে জীবন দিতে হয়েছে। তাঁদের প্রতি শ্রদ্ধাঞ্জলি অর্পণ না করলে গোটা প্রক্রিয়া অসম্পূর্ণ রয়ে যাবে।

মন্ত্রী দীর্ঘদিনের সমস্যার সমাধান করে ঐতিহাসিক চুক্তি সম্পাদনের জন্য এর পিছনে যাঁরা ঐকান্তিক অক্লান্ত পরিশ্রম করেছেন তাঁদের প্রতি কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী এবং স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহের অবদানের কথা উল্লেখ করেছেন। তিনি বলেন, প্রধানমন্ত্রী ও স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর নিরলস উদ্যোগ ও প্রচেষ্টার ফলেই অসমে বড়ো শান্তিচুক্তি সম্পাদিত হয়ে শান্তির বাতাবরণ ফিরে এসেছে। তবে এর জন্য বিজেপি নেতৃত্বাধীন সরকারও যে দায়বদ্ধ ছিল তা-ও শুনিয়েছেন মন্ত্রী ড় শর্মা।

তিনি বলেন, আজকের দিনটি অসমবাসী এবং ভারতের কাছে এক গুরুত্বপূর্ণ দিন। আজ এনডিএফবি-র চার গোষ্ঠী অস্ত্র সংবরণ করে সমাজের মূল স্রোতে ফিরে এসেছে। এই কৃতিত্বের দাবিদার প্রধানমন্ত্রী মোদী বুঝিয়ে দিয়েছেন উত্তর—পূর্বাঞ্চলের জন্য তাঁর স্বপ্ন বিফল হয়নি। কেননা, উত্তর---পূর্বাঞ্চলকে ভারতের বিকাশে নতুন ইঞ্জিন তৈরি করা হবে বলে পণ নিয়েছেন মোদী।

বোড়োল্যান্ড টেরিটরিয়াল কাউন্সিল (বিটিসি) এলাকা থেকে অবড়ো অধ্যুষিত গ্রামগুলিকে কর্তন করে নতুন গ্রাম সংযুক্ত করার কথাও জানয়ে মন্ত্রী বলেন, আগামী বিধানসভা অধিবেশনে বড়োল্যান্ডের বাইরে অবস্থানরত বড়োদের জন্য বড়ো-কছারি কাউন্সিল গঠনের বিল পেশ করা হবে। তিনি আরও বলেন, এই কয়দিন আগে ত্রিপুরার ব্রু শরণার্থীদের ওই রাজ্য সংস্থাপন দেওয়া হয়েছে। এখন এনডিএফবি-র চারটি গোষ্ঠীর যে সংগ্রাম ছিল তার অবসান ঘটেছে। অসমের ভৌগোলিক অখণ্ডতা রক্ষা করে এই চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছে। ভাষণে জানান মন্ত্রী হিমন্তবিশ্ব শর্মা। এছাড়া আগামী ৭ ফেব্রুয়ারি কোকরাঝাড়ে আসবেন প্রধানমন্ত্রী মোদী ও স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ। বড়োল্যান্ডে বসবাসরত সকলকে এদিন প্রধানমন্ত্রীকে উষ্ম স্বাগত জানানোর আহ্বান জানান তিনি।

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, আজকের অনুষ্ঠানে ন্যাশনাল ডেমোক্র্যাটিক ফ্রন্ট অব বড়োল্যান্ড (এনডিএফবি)-এর চার গোষ্ঠীর ১৬১৫ জন সক্রিয় ক্যাডারের মধ্যে প্রগ্রেসিভ ও ধীরেন গোষ্ঠীর ৮৩৬ জন, ৫৭৯ জন এনডিএফবি (আর) এবং ২০০ জন এনডিএফবি (সাওরাইগৌরা) গোষ্ঠীর। তারা মোট ১৭৮টি অত্যাধুনিক আগ্নেয়াস্ত্রের পাশাপাশি ১৪টি গ্রেনেড, ২-টি মোর্টার, একে সিরিজের রাইফেল, আমেরিকান এম-১৬-সহ গ্রেনেড লঞ্চার ও বহু গোলাবারুদ আনুষ্ঠানিকভাবে জমা দিয়েছে।

কল সেন্টারের আড়ালে প্রতারণা চক্রের পর্দাফাঁস

কলকাতা, ৩০ জানুয়ারি (হি. স.) : ফের শহরে কল সেন্টারের আড়ালে প্রতারণা চক্রের পর্দাফাঁস করল কলকাতা পুলিশ। চক্রের ১০ সদস্যকে ধরেছে পুলিশ। ধৃতদের বিরুদ্ধে বিদেশি সফটওয়্যার সংস্থার নাম করে বিদেশিদের কাছ থেকে মোটা টাকা হাতানোর অভিযোগ আনা হয়েছে।

সূত্রের খবর, কিছুদিন আগে একটি সফটওয়্যার সংস্থার পক্ষ থেকে অনলাইনে প্রতারণার ব্যাপারে অভিযোগ জানানো হয় কলকাতা পুলিশের কাছে। তার ভিত্তিতে শুরু হয় তদন্ত। পুলিশ জানতে পারে, মধ্য কলকাতার বেনিয়াপুকুর অঞ্চলে বসে সেন্টারের নামে প্রতারণা চালাচ্ছে একটি চক্র। তাতেই অনেকে মোটা অংকের টাকা খোয়াচ্ছেন। এরপর কলকাতা পুলিশ গতকাল রাত্রে অভিযান চালায় বেনিয়াপুকুর নাসিরুদ্দিন রোডে। সেখান থেকেই গ্রেপ্তার হয় আশফাক খুরশিদ, মুহাম্মদ কালাম, মোহাম্মদ ইমরান, শামস তানভীর, মোহাম্মদ রেজাউদ্দিন , মোহাম্মদ শোয়েব, আলী হামজা, মোঃ মিরাজ, শেখ ইরফান, সানে জাফর নামে ১০ জন। প্রত্যেকেই এ শহরের বিভিন্ন প্রান্তে বাসিন্দা। বেশ কিছুদিন যাবৎ তাঁরা বেনিয়াপুকুরের একটি কল সেন্টার থেকে অনলাইনের মাধ্যমে বিদেশিদের প্রতারণা করছে। ওই কল সেন্টার থেকে উদ্ধার হয়েছে, ১১ টি মোবাইল ফোন, ল্যাপটপ, এটিএম কার্ড।ইতিমধ্যেই তদন্তকারীরা অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে অপরাধমূলক ষড়যন্ত্র প্রতারণা সহ একাধিক ধারায় বেনিয়াপুকুর থানায় মামলা দায়ের করেছে। আগেও বেশ কিছু এই ধরনের প্রতারণা চক্রর হদিশ পেয়েছে কলকাতা পুলিশ।

ভারতীয় লেখকের পাসপোর্ট চুরি, ৯৯৯ এ ফোন পেয়ে উদ্ধার

ঢাকা,জানুয়ারী ৩০ ।। জরুরি সেবা ৯৯৯ এ ফোন দিয়ে নিজের পাসপোর্ট ফেরত পেলেন এক ভারতীয় নাগরিক। তার নাম সমীরণ দত্ত (৬০)। তিনি ভারতের পশ্চিমবঙ্গের বীরভূমের অধিবাসী ও লেখক। বৃহস্পতিবার এক প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে ৯৯৯ মিডিয়া জানায়, বুধবার (২৯ জানুয়ারি) রাত ৮টা ৫৬ মিনিটে উদ্বিগ্ন হয়ে ঢাকার কমলাপুর বাসস্ট্যান্ড থেকে ৯৯৯ এ ফোন করে সহায়তা চান একজন বাংলাদেশি নাগরিক।অজ্ঞাত ওই ব্যক্তি ফোনে জানান, তিনি একজন বাসযাত্রী, কমলাপুর বাসস্ট্যান্ডে একজন ভারতীয় নাগরিকের ব্যাগ থেকে পাসপোর্ট, ডলার ও টাকা চুরি হয়ে গেছে। কী করবেন বুঝতে পারছিলেন না ভারতীয় নাগরিক। তাই তাকে সহায়তার জন্য ৯৯৯ এ ফোন করেছেন ওই ব্যক্তি।পরে ৯৯৯ সেই ভারতীয় নাগরিকের সঙ্গে কথা বলে জানতে পারে, বাংলাদেশের অমরাবতী প্রকাশনী থেকে এবারের একুশে বইমেলায় তার একটি বই প্রকাশিত হয়েছে। সেই উপলে তিনি এবং তার ছেলে সড়কপথে বাসযোগে ভারত থেকে বাংলাদেশ এসে ঢাকার কমলাপুরে নেমেছেন সন্ধ্যা পৌনে ৮টার দিকে। এরপর যখন তিনি স্বামীবাগ লোকনাথ আশ্রমে যাওয়ার জন্য যখন রিকশা ঠিক করছিলেন, তখন তার মনে হলো কেউ যেন তার ব্যাগে হাত দিয়েছে। পরে তিনি দেখলেন তার ব্যাগের চেইন খোলা এবং ব্যাগ থেকে পাসপোর্টের ছোট ব্যাগটি চুরি হয়ে গেছে। ছোট ব্যাগটির ভেতরে তার এবং তার ছেলের পাসপোর্ট, ৩২০ মার্কিন ডলার এবং বাংলাদেশি সাড়ে তিন হাজার টাকা ছিল। তিনি ৯৯৯ এর কাছে পুলিশি সহায়তার জন্য অনুরোধ জানান।এর পরপরই ৯৯৯ তাৎণিকভাবে তার সঙ্গে কমলাপুর রেলওয়ে থানার ডিউটি অফিসারের কথা বলিয়ে দেন। কমলাপুর রেলওয়ে থানা পুলিশের একটি দল ঘটনাস্থলে যায়। তারা রেল স্টেশন এবং আশপাশে তল্লাশি অভিযান চালায়। পরবর্তীতে কমলাপুর রেলওয়ে থানার ওসি ৯৯৯ কে জানান, তারা দুটি পাসপোর্ট এবং পাঁচশত টাকা উদ্ধার করেছেন। এ সময় স্টেশন থেকে পাঁচজন ভবঘুরেকে আটক করা হয়েছে। বাকি টাকা উদ্ধারের চেষ্টা চলছে। পরে ভারতীয় লেখক সমীরণ দত্ত দ্রুত সময়ের মধ্যে পুলিশি সেবা পাওয়ায় এবং পাসপোর্ট উদ্ধার হওয়ায় ৯৯৯ এবং কমলাপুর রেলওয়ে পুলিশকে ধন্যবাদ জানান।

এখনও কোনও বাংলাদেশি করোনাভাইরাসে আক্রান্ত হয়নি পররাষ্ট্রমন্ত্রী এ কে আবদুল মোমেন

ঢাকা,জানুয়ারী ৩০ ।। এখনও পর্যন্ত চীনে অবস্থানরত কোনও বাংলাদেশি নাগরিক করোনাভাইরাসে আক্রান্ত হয়নি বলে জানিয়েছেন পররাষ্ট্রমন্ত্রী এ কে আবদুল মোমেন। বৃহস্পতিবার (৩০ জানুয়ারি) রাজধানীর বঙ্গবন্ধু আন্তর্জাতিক সম্মেলন কেন্দ্রে (বিআইসিসি) বাংলাদেশ উন্নয়ন ফোরাম ২০২০ এর সমাপনী অনুষ্ঠান শেষে সাংবাদিকদের সাথে আলাপকালে তিনি এই তথ্য জানান। আবদুল মোমেন বলেন, এখনও পর্যন্ত ৩৭০ জন বাংলাদেশি শির্ার্থী চীন থেকে ফিরে আসার জন্য আগ্রহী হয়ে রেজিস্ট্রেশন করেছেন। এদের বেশিরভাগই চীনের উহানের বাসিন্দা। তবে, এখনও পর্যন্ত কোনও বাংলাদেশি নাগরিক করোনাভাইরাসে আক্রান্ত হননি। পররাষ্ট্রমন্ত্রী আরও বলেন, ১৫ জন বাংলাদেশি শির্ার্থী বেইজিং মিশনকে জানিয়েছেন যে তারা এই রোগ সংক্রমণের আশংকা এড়াতে দেশে ফিরতে চান না। চীনা কর্তৃপ বাংলাদেশকে জানিয়েছে কোনো বিদেশী নাগরিক ভাইরাসে আক্রান্ত হলে তারা তার চিকিৎসার সকল ব্যয় বহন করবে। বাংলাদেশি শির্ার্থীরা আসলেই দেশে ফিরতে পারবেন কিনা এমন প্রশ্নের জবাবে ড় মোমেন বলেন,আমরা তাদের নিতে প্রস্তুত আছি। যখন চীন সরকার আমাদের অনুমতি দিবে আমরা তাদের ফিরিয়ে আনবো। আমরা এই বিষয়টিতে আগ বাড়িয়ে কিছু করতে চাই না। চীন সরকারের অনুমোদন পাওয়ার পরে শির্ার্থীদের উহান থেকে বাসে বিমানবন্দরে নিয়ে আসা হবে, এবং বাংলাদেশ তার নাগরিকদের ফিরিয়ে আনার জন্য একটি চার্টের্ড বিমান পাঠাবে। চীন থেকে ফিরে আসার পর শির্ার্থীদের পর্যবেণে হাসপাতালে স্থান করতে সকল প্রস্তুতি নিয়েছেন স্বাস্থ্য মন্ত্রী। চীন থেকে প্রত্যাবর্তনকারী শির্ার্থীদের নজরদারি করতে স্বাস্থ্য মন্ত্রী হাসপাতালগুলোতে জায়গা তৈরির প্রস্তুতি নিয়েছেন। উল্লেখ্য, চীন সরকার উহান ও করোনাভাইরাসের সংক্রমণে আক্রান্ত অন্যান্য শহরগুলোকে সিল করে দিয়েছে। এর ফলে ১৪ দিন ধরে হাজার হাজার বিদেশীসহ ৫ কোটিরও বেশি মানুষ আটকা পড়েছে বিভিন্ন শহরে।

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সম্পাদনায় বঙ্গবন্ধুর জন্মশতবার্ষিকী স্মারকগ্রন্থ

ঢাকা, জানুয়ারী ৩০ ।। জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী উদযাপন উপলে তার জীবন ও কর্মের ওপর বিশেষ স্মারকগ্রন্থ প্রকাশ হতে যাচ্ছে, যার সম্পাদনা করবেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা।এই স্মারকগ্রন্থ প্রকাশের কাজ দ্রুত এগিয়ে চলছে বলে জানিয়েছেন জন্মশতবার্ষিকী উদযাপন জাতীয় বাস্তবায়ন কমিটির প্রধান সমন্বয়ক ড় কামাল আবদুল নাসের চৌধুরী। বৃহস্পতিবার বিকেলে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউটের সভাকে কমিটির সভাপতি জাতীয় অধ্যাপক ড় রফিকুল ইসলামের সভাপতিত্বে স্মারকগ্রন্থ প্রকাশনা সংক্রান্ত সভায় তিনি এ কথা জানান।কামাল নাসের চৌধুরী বলেন, আমরা বিশিষ্ট লেখকদেরকে বঙ্গবন্ধুর জীবন ও কর্মের ওপর প্রবন্ধ লিখে পাঠাতে অনুরোধ করেছি। ইতোমধ্যে বেশ কিছু লেখা আমাদের হাতে এসে পৌঁছেছে।

যেসব লেখকের লেখা পাওয়া গেছে সেগুলোর সম্পাদনার অগ্রগতি নিয়ে সভায় আলোচনা হয়েছে। কয়েক মাসের মধ্যেই স্মারকগ্রন্থটি প্রকাশের ব্যাপারে সভায় উপস্থিত সদস্যরা আশা প্রকাশ করেন। সভাপতির বক্তব্যে অধ্যাপক ড় রফিকুল ইসলাম জানান, মুজিববর্ষ উদযাপন উপলে বঙ্গবন্ধুর জীবন ও কর্মের ওপর বিভিন্ন লেখকের বিষয়ভিত্তিক প্রবন্ধ এই স্মারকগ্রন্থে স্থান পাবে। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা স্মারকগ্রন্থটি সম্পাদনার সদয় সম্মতি প্রদান করেছেন।এটি নির্ভুল ও সুন্দরভাবে প্রকাশনার লয সংশ্লিষ্ট সকল লেখক এবং এই প্রকাশনার সঙ্গে যুক্তদের যথাযথ দায়িত্ব পালনের জন্য অনুরোধ জানান তিনি।

সভায় অন্যান্যের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন আবুল মাল আবদুল মুহিত, অধ্যাপক আনিসুজ্জামান এবং অধ্যাপক শামসুজ্জামান খান।বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী উদযাপন জাতীয় বাস্তবায়ন কমিটির কার্যালয় থেকে এসব তথ্য জানানো হয়েছে।

বারাকপুরের সিপি মনোজ ভার্মাকে ভর্ৎসনা রাজ্যপালের

কলকাতা, ৩০ জানুয়ারি (হি. স.) : ব্যারাকপুরে বৃহস্পতিবার গান্ধীজীর স্মরণসভায় স্থানীয় পুলিশ কমিশনার মনোজ ভার্মাকে ভর্ৎসনা করেন রাজ্যপাল জগদীপ ধনকর। দেশের জনক মহাত্মা গান্ধীর তিরোধান দিবস উপলক্ষে প্রতি বছর এই দিনে উত্তর ২৪ পরগনা জেলার ব্যারাকপুরের গান্ধিঘাটে "বাপু"র স্মরণসভার আয়োজন করা হয়। রাজ্যপাল প্রথামত সেই সভায় প্রধান অতিথিই থাকেন। এই বছরেও তার ব্যতিক্রম হয়নি। তাঁকে স্বাগত জানানোর জন্য রাজ্য সরকারের তরফে সেখানে উপস্থিত ছিলেন রাজ্যের বিদ্যুৎমন্ত্রী শোভনদেব চট্টোপাধ্যায়।

অভিযোগ, সেই সময় শোভনদেববাবু রাজ্যপালকে নমস্কার জানিয়ে তাঁকে স্বাগত জানালেও রাজ্যপাল পাল্টা কোনও সৌজন্যতা না দেখিয়েই কার্যত হন হন করে সামনের দিকে এগিয়ে যান। এমনকি সেখানে উপস্থিত সচিব ও সচিব পদমর্যাদা সম্পন্ন সরকারি আধিকারিকদের প্রতিও কোনও সৌজন্য দেখাননি। যদিও রাজ্যপালের তরফে এই অভিযোগ পুরোপুরি ভিত্তিহীন বলে মন্তব্য করা হয়েছে।

বিপত্তি আরও বাধে ফেরার পথে। গান্ধীঘাটে গাড়িতে ওঠার আগে রাজ্যপাল হঠাৎ সেখানে উপস্থিত ব্যারাকপুর পুলিশ কমিশনারেটের সিপি মনোজ বর্মার দিকে তাকিয়ে বিরক্তি প্রকাশ করেন। রাজ্যপাল বলেন আমি সাংবিধানিক প্রধান। সেখানে একজন আইপিএস অফিসার আমি থাকাকালীন দাঁড়িয়ে-দাঁড়িয়ে কাগজ পড়ছিলেন। এত অসম্মান কেন? এদিনের ঘটনার জেরে সরব হয়েছেন ঘটনাস্থলে উপস্থিত থাকা রাজ্যের বর্ষীয়ান বিদ্যুৎমন্ত্রী শোভনদেব চট্টোপাধ্যায়। পরে তিনি বলেন, "এমন রাজ্যপাল আগে দেখিনি। ইনি শিরোনামে থাকার জন্যই এভাবে বারবার বিতর্কিত আচরণ করছেন। এখানে মন্ত্রী-সচিব সহ একাধিক ব্যক্তি থাকা সত্ত্বেও তিনি কারও সঙ্গে কথা বলেনি। রীতিমতো পরিকল্পনামাফিকই এই শিশুসুলভ আচরণ করেছেন উনি। কিছু বলার নেই।

সঙ্গমে স্নান করলেন যোগী আদিত্যনাথ

নয়াদিল্লি, ৩০ জানুয়ারি (হি.স.) : বসন্ত পঞ্চমী উপলক্ষ্যে প্রয়াগরাজে স্নান করলেন উত্তরপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী যোগী আদিত্যনাথ। তাঁর সঙ্গে গঙ্গা, যমুনা, সরস্বতীর সঙ্গমে পবিত্র স্নানে যোগ দেন রাজ্যের মন্ত্রী সিদ্ধার্থনাথ সিং, বিজেপির রাজ্য সভাপতি স্বতন্ত্রদেব সিং সহ অন্যান্য নেতারা।

সঙ্গমের পবিত্র জলে ডুব দিয়ে সূর্য্যের দিকে মুখ করে তর্পণও করেন মুখ্যমন্ত্রী যোগী আদিত্যনাথ এবং সিদ্ধার্থনাথ সিং। স্নান শেষে স্থানীয় বাসিন্দাদের বসন্ত পঞ্চমী শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন জানান মুখ্যমন্ত্রী। পরে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে যোগী আদিত্যনাথ বলেন, আবহাওয়া মনোরম ছিল। কয়েক লক্ষ মানুষ এই তিথিতে এখানে এসে পবিত্র স্নান করে ভগবানের উদ্দেশ্যে অর্ঘ্য নিবেদন করে থাকে।

উত্তরপ্রদেশ এবং দেশবাসীকে এই উপলক্ষ্যে অভিনন্দন ও শুভেচ্ছা জানাই। উৎসব ইতিবাচক শক্তির আধার। উল্লেখ করা যেতে পারে হিন্দুরীতি মেনে বসন্ত পঞ্চমী তিথিতে গোটা দেশজুড়ে মা সরস্বতীর আরাধনা করা হয়।

নাগরিকত্ব আইনের প্রতিবাদে বিক্ষোভ প্রতিবাদী পড়ুয়াকে লক্ষ্য করে গুলি

নয়াদিল্লি, ৩০ জানুয়ারি (হি.স.) : নাগরিকত্ব আইনের প্রতিবাদে বিক্ষোভ চলছিল বহুদিন ধরেই। সামিল হয়েছিলেন জামিয়া মিলিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের পড়ুয়ারা। বৃহস্পতিবার জামিয়া মিলিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের কাছে রাজঘাটের প্রতিবাদ জমায়েতে আচমকা চলল গুলি। সূত্রের খবর, এই ঘটনায় জখম হয়েছেন জামিয়ার এক ছাত্র। প্রত্যক্ষদর্শীরা জানিয়েছেন, গুলি করার আগে অভিযুক্ত চেঁচিয়ে উঠেছিল, "ইয়ে লো আজাদি!" পুলিশ জানিয়েছে, অভিযুক্ত বন্দুকবাজকে গ্রেফতার করা হয়েছে।

হোলি ফ্যামিলি হাসপাতালে চিকিৎসা চলছে জখম পড়ুয়ার। ওই পড়ুয়ার নাম শাদাব আলম। তিনি জামিয়ার মাস কমিউনিকেশন বিভাগের ছাত্র। স্থানীয় সূত্রের খবর, আজ বৃহস্পতিবার মহাত্মা গাঁধীর ৭২তম মৃত্যুবার্ষিকী উপলক্ষে রাজঘাটের দিকে মিছিল করে যাচ্ছিলেন জামিয়ার পড়ুয়া-সহ সাধারণ মানুষ। সেই সময়েই ওই মিছিলে গুলি চালায় অজ্ঞাতপরিচয় এক যুবক। 'ইয়ে লো আজাদি' বলেই আন্দোলনকারীদের লক্ষ্য করে গুলি চালায় সে। প্রশ্ন উঠছে, পুলিশি পাহারা এড়িয়ে কীভাবে ওই যুবক পিস্তল নিয়ে গুলি চালাল।

বৃষ্টিকে উপেক্ষা করে ২৪ দিনেও অনড় পার্ক সার্কাসের অবস্থান

কলকাতা,৩০ জানুয়ারি (হি.স.): বৃহস্পতিবার সকাল থেকেই আকাশের মুখ ভার। বৃষ্টিকে উপেক্ষা করে ২৪ দিনেও স্লোগান পাল্টা স্লোগানে উতপ্ত পার্ক সার্কাসের ময়দান। নাগরিকত্ব সংশোধনী আইন ও এনআরসি-র প্রতিবাদে পার্ক সার্কাস ময়দানে অবস্থানে বিক্ষোভে সামিল বহু সংখ্যালঘু মহিলারা।

৬ জানুয়ারি থেকে নাগরিকত্ব সংশোধনী আইন ও এনআরসি-র প্রতিবাদে পার্ক সার্কাস ময়দানে অবস্থানে বিক্ষোভে সামিল বহু সংখ্যালঘু মহিলারা। ৫০ বছরের প্রৌঢ়া থেকে ৫ বছরের শিশু সবার মুখে একই স্লোগান 'হাল্লা বোল, হাল্লা বোল। সিএএ,এনআরসি মানছি না, মানব না'। বিক্ষোভে সামিল আট থেকে আশির কয়েকশো সংখ্যালঘু মহিলাঊ প্রতিবাদীদের সংখ্যা গিয়ে দাড়িয়েছে ২০০ জনেরও বেশি ঊ মাথায় ছাতা নিয়ে সন্তানকে সঙ্গে নিয়েই চলছে তাঁদের আন্দোলনে দিন রাতঊ মাথায় এক ফোটা ছাতা তারই নিচে চলছে অবস্থান। কেউ ঘরের কাজ ফেলে রেখে আবার কেউ পরিবারের জন্য রান্না করে সন্তানদের স্কুলে পাঠিয়ে ঘরের কাজ সেরে এসে রোজই খোলা মাঠে মাথার উপর এক চিলতে ছাউনির তলায় বসে আছেন।

প্রতিবাদকারীদের কারুর হাতে জাতীয় পতাকা আবার কারুর হাতে ব্যানার কারুরু হাতে পোস্টারঊ মুখে রয়েছে স্লোগানঊ কেউ এসেছেন সদ্য হাঁটতে শেখা সন্তানের হাত ধরে কেউবা কোলে শিশু নিয়ে। চলছে নাগরিকত্ব সংশোধনী আইনের বিরুদ্ধে স্লোগান, ধর্মের ভিত্তিতে দেশ ভাগ না করতে দেওয়ার জন্য গান, কবিতা, বক্তৃতা। পার্ক সার্কাসে এক আকাশের নীচেই একসঙ্গে উচ্চারিত হচ্ছে গীতা, কোরান। পোস্টার-প্ল্যাকার্ডকে ছাপিয়ে গেছে জাতীয় পতাকা।

হরেকরকম হরেকরকম হরেকরকম

টেবিল সাজানো ছেলেই ''বাংলার চ্যাপলিন'', বাঙালি দাম দেয়নি

মদের দোকানে বয়ের কাজ করা ছেলেই হয়ে গেলেন সত্যজিত রায়ের সিনেমার হিরো। নিজের জীবনে এসব ঘটছে এসব অবিশ্বাস্য মনে হতো বিখ্যাত অভিনেতার কাছে। এক হলিউডের পরিচালক তাঁর অভিনয় দেখে চ্যাপলিনের সঙ্গে তুলনা করেছিলেন। অথচ যাঁর সম্বন্ধে তিনি এমন ভাবছেন তিনি নিজে চ্যাপলিন সম্বন্ধে আগ্রহী ছিলেন না। তিনি তুলসী চক্রবর্তী। তাঁর প্রয়াণ দিবসে বিশেষ প্রতিবেদন।কৃষ্ণনগরের বরগোয়ারীতে জন্মগ্রহণ করেন। বাবা আশুতোষ চক্রবর্তীর অকালমৃত্যুর পর তুলসী অল্প বয়সে পড়াশোনার পাট চুকিয়ে জ্যাঠামশাই প্রসাদ চক্রবর্তীর কাছে কলকাতায় চলে আসেন। কলকাতায় এসে তার প্রথম লক্ষ্যই ছিল একটা ভালো চাকরী খোঁজা। ভাল গান গাইতে পারতেন, বিশেষ করে কীর্তনাঙ্গের গান। জ্যাঠামশাইয়ের অর্কেষ্ট্রা পার্টির গ্রুপ ছিল। কলকাতার বড়লোক রাড়িতে নানা অনুষ্ঠানে তাঁর দল নাটক করত। তুলসী চক্রবর্তীও সে দলে যোগ দিয়ে কীর্তন ও শ্যামা সঙ্গীত গাইতেন। পরে জ্যাঠামশাই স্টার থিয়েটারে যোগ দিলে কলকাতার রাস্তায় ঘুরতে ঘুরতে চিতপুরের এক মদের দোকানে বয়ের কাজ জোটালেন। জ্যাঠামশাই খবর পেলে কাজ ছাড়তে হল। এরপর কাজ নিলেন ঘড়ি সারাইয়ের দোকানে।খানে বেশিদিন মন টিকল না তাই বাড়ি থেকে পালিয়ে বর্মা গেলেন। যে জাহাজে পালালেন সেটিতে বোসেস সার্কাস পার্টিও চলেছিল। সেখানেই চাকরি নিলেন। মাঝে মধ্যে শোয়ের ফাঁকে জোকারও সাজতেন। এভাবেই তিনি হাস্য-কৌতুকের প্রতি ঝোঁকেন। তুলসী চক্রবর্তী সার্কাসে থেকে কিছু খেলা যেমন শিখলেন তেমনি শিখলেন উর্দু ও হিন্দী বলতে। সার্কাসে তিনি ছয়মাস মত ছিলেন। চলে আসার কারণ জিজ্ঞাস করলে বলতেন,''শরীর থেকে জন্তু জানোয়ারের গন্ধ বেরচ্ছে দেখে চলে এলুম।'' অ্যান্ড্রু রবিনসন ''পরশপাথর''-এ তুলসী চক্রবর্তীর অভিনয় সম্পর্কে বলেছিলেন, ''জ্যাঠামশায়ের ছাপাখানায় থিয়েটারের হ্যান্ডবিল ও পোস্টার ছাপা হত। তা দেখে তাঁর অভিনেতা হতে ইচ্ছে হয়। জ্যাঠামশায়কে অনেক অনুরোধ করায় তিনি স্টার থিয়েটারে অপরেশ মুখোপাধ্যায়ের সাহায্যে কাজে ঢোকালেন। সালটা ছিল ১৯১৬।এই অপরেশবাবুই তালিম দেন তুলসী চক্রবর্তীকে। টপ্পা গান, পাখোয়াজ বাজানো সব শিখেছিলেন। ধিরে ধিরে তিনি ''থেটার'' করার সুযোগও পেলেন। ১৯২০ তে প্রথম ষ্টেজে অভিনয় করেন। নাটকের নাম ছিল ''দুর্গেশনন্দিনী''। ১৯২৭ সাল পর্যন্ত তিনি ষ্টার থিযেটারেই ছিলেন। পরে যোগ দেন, মনমোহন থিয়েটারে। ১৯৬০ সাল পর্যন্ত প্রায় ৪২টি নাটকে অভিনয় করেন। শেষ নাটক ছিল- শ্রেয়সী (১৯৬০)। তার পর তাঁর শারীরিক অসুস্থতার জন্য (হৃদযন্ত্র) আর নাটকে অভিনয় করেন নি। মঞ্চে অভিনয় তিনি চুটিয়ে উপভোগ করতেন। তুলসী চক্রবর্তীর সিনেমায় কাজ শুরু ১৯৩২সালে নিউ থিয়েটারের ''পুনর্জন্ম'' সিনেমায়। পরিচালক ছিলেন সাহিত্যিক প্রেমাঙ্কুর আতর্থী। তাঁর শেষ সিনেমা মৃত্যুর আঠারো বছর পর মুক্তি পায় ১৯৭৯সালে ''আমি রতন''।''শুভদা''য় এক গাঁজাখখোড়ের ভূমিকায় অভিনয় করার সময় স্বন্ট্রে গান করেছিলেন। অনেকদিন কাজ পাচ্ছেন না। এমন সময় সত্যজিত রায়ের ''পরশপাথর'' ছবির কাজ।হিরো তিনিই। তুলসী চক্রবর্তী অসম্ভব কম পারিশ্রমিক চান। সত্যজিত রায় জানিয়েছিলেন তিনি তার ছবির নায়ককে এত কম টাকা দিতে পারবেন না। ওই ছবিতেই দর্জি তাঁর পাঞ্জাবির মাপ নিতে আসছে নায়কের ভূমিকায় অভিনয়ের জন্য, তিনি আপ্লুত হয়ে বলছেন, """উফ! এ আমি কখনও ভাবতেও পারিনি!"""' ''পরশপাথর''-এ অভিনয়ের সুযোগ পেলে বন্ধু মহলে বলেছিলেন,"""আমি ছবির নায়ক, বিশ্বেস হচ্ছে না গো!'' সত্যজিত রায়ের পরিচালনায় ''পরশপাথর'' মুক্তি পায় ১৯৫৮সালে। পাশাপাশি সাড়ে চুয়াত্তর'', ''চাওয়া পাওয়া'', ''একটি রাত''-তিনটি সিনেমায় কোথাও তিনি মেস মালিক, হোটেল মালিক, সরাইখানা-কাম-ধর্মশালার মালিক-সবকটি চরিত্রে তার স্বকীয়তা বজায় আছে। কখনও অভিনয় এক ছাঁচের হয়ে যায় নি। ''সাড়ে চুয়াত্তর'' ''-এ গ্রামের বাড়িতে গিয়ে খালি গায়ে পৈতে পরিমার্জনার দৃশ্য প্রসঙ্গে পরে বলেছিলেন,''পরিচালক নির্মল দে আমায় বলেছিলেন-আপনি বাড়িতে যেমন করেন, তেমনই করবেন।তাই-ই করেছি।'' এই সিনেমায় মলিনা দেবীর সঙ্গে জুটি বেঁধে দারুন অভিনয় করেন। তাঁর কাঠ-ঘটির """কই, কোথায় গেলে গো!""'-ডাক যেন এখনও কানে বাজে। তিনি ৩১৬টি বাংলা ও ২৩টি মত হিন্দী সিনেমা করেন। তবে জীবনে সব থেকে বেশি আনন্দ পান সত্যজিত রায়ের ''পরশপাথর''-এ অভিনয় করে। ছবি রিলিজের সময় তুলসী চক্রবর্তী কেমন উদ্‌ভ্রান্তের মতো হয়ে গিয়েছিলেন। এক সাংবাদিককে বলেছিলেন, ''এইবারে আমি নির্ঘাত পাগল হয়ে যাব। বড় বড় হোর্ডিংয়ে ইয়া বড় বড় মুখ আমার। জীবনে তো কখনও এত বড় বড় মুখ হোর্ডিংয়ে দেখিনি। এর আগে যাও বা দু-চারবার হয়েছে, তা সে সব মুখ তো দুরবিন দিয়ে খুঁজে বার করতে হত। এ আমি কী হনু রে!'' ''পরশপাথর'' ছাড়া তিনি সে ভাবে আর কোনও সিনেমায় বড় চরিত্র পাননি। তবে নীরেন লাহিড়ীর ''ভাবীকাল'' ও ফণী বর্মার ''জনক নন্দিনী''তে সিরিয়াস চরিত্রে অভিনয় করেন। যদিও এ সিনেমাগুলির প্রিন্ট এখন আর পাওয়া যায় না।''উত্তমকুমার অভিনীত প্রায় তিন ডজন সিনেমায় তুলসী চক্রবর্তী অভিনয় করেছেন। উত্তমকুমার বলতেন,""'তুলসীদা যেভাবে অভিনয় করেন, আমি তো কোন দিনই পারব না। ওঁর মতো ''জীবন্ত'' হয়ে ওঠা আমার দ্বারা হবে না। আমৃত্যু তুলসী চক্রবর্তী সিনেমায় কমেডিয়ান হয়েই বেঁচে ছিলেন। ''পরশপাথর''-এর পরও। সেই সঙ্গে দারিদ্র ছিল তাঁর নিত্যসঙ্গী। সংসার পাতেন স্ত্রী ঊষারানী চক্রবর্তীর সঙ্গে ২নং কৈলাস বসু থার্ড লেন-এ, মধ্য হাওড়ার এক সংকীর্ণ গলির দু''কামরার দোতলা বাড়িতে। ঘরে আসবাব বলতে ছিল একটি প্রাচীন পালঙ্ক, একটি কাঠের আলমারি, গোটা কয়েক টুল আর একটা ইজি-চেয়ার। অবসর সময়ে ঘরেই বসাতেন সংগীতের আসর। তাঁর কিছু গান স্বচিতও ছিল। এই দোতলাবাড়ি যাওয়ার আগে তিনি একটা ''বারো ঘর, এক উঠোন''-এ ভাড়া থাকতেন।দোতলা বাড়িটা যখন ছ''হাজার টাকায় কেনেন তাঁর স্ত্রী তখন তাকে তার জমানো বেশ কিছু টাকা দিয়েছিলেন। সেই টাকা পেয়ে তিনি যেমন অবাক হন, তেমনি ভয়ও পান। কারণ তাঁর স্ত্রীর কাছে টাকা কি ভাবে এল ভেবে পাচ্ছিলেন না। তিনি অল্প রেটে যা কাজ করে পেতেন বাড়ি ফিরেই স্ত্রী''কে দিতেন, তাতেই সংসার চলতো। স্ত্রী যে তার থেকে জমাতে পারেন ভাবতেই পারেন নি। তবু বাড়ি কেনার সময় স্ত্রীকে বলেছিলেন, কেউ জিজ্ঞেস করলে বলবে ''বাপের বাড়ি থেকে দিয়েচে।'' শুনে স্ত্রী হেসেছিলেন। কারণ বিধবা মা বিয়েই দিয়েছিলেন গোটা দু-তিনটে শাড়ি সম্বল করে। সাহিত্যিক শংকর তাঁর ''মানব সাগর তীরে''বইতে লিখেছেন,''যদি তুলসী চক্রবর্তী, রবি ঘোষ, নৃপতি চ্যাটার্জির মতো অভিনেতা বিদেশে জন্মাতেন, তা হলে তাঁদের স্মরণে এক-একটি সরণি থাকত।'' তুলসী চক্রবর্তীর স্মরণে হাওড়ার মানুষ তাঁর নামে একটি পার্ক গড়ে তুলেছেন। মারা যাওয়ার কিছুদিন আগে অসুস্থ হয়ে পরেন।পয়সাও ছিল না চিকিতসার জন্য। প্রচণ্ড দারিদ্র তো ছিলই, তার ওপরে নিজের বাড়ীটা দান করেছিলেন এলাকার দরিদ্র পুরোহিতদের জন্য।খানিকটা সেরে উঠেই বাজারে গিয়ে একদিন কিনে আনলেন গলদাচিংড়ি, ফুলকপি, কড়াইশুঁটি। রাতে রান্না হল, খেয়ে শুলেন। ভোররাত থেকে শুরু হল ভেদবমি। ভোরে ডাক্তার আসতে না আসতেই সব শেষ। ১৯৬১-র ১১ই ডিসেম্বর তিনি চলে গেলেন অনন্তলোকে।

স্ত্রী ঊষারাণী দুয়ারে দুয়ারে ঘুরেছেন একমুঠো খাবারের জন্য। দারিদ্রের কারণে স্বামীর সবকটি মেডেল বিক্রী করতে বাধ্য হয়েছেন। এভাবে ৩৫ টা বছর কাটিয়েছেন। মারা যাবার পর সরকারের তরফ থেকে শেষ শ্রদ্ধা জানানোরও কোনও বন্দোবস্ত ছিল না তখন। প্রাপ্তি ''পরশপাথর''।

চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার লুণ্ঠনের অন্যতম নায়ক

ডিএনএ বাংলা ডেস্কঃ ব্রিটিশ যুগে তিনি সূর্য সেনের সঙ্গী। আবার ষাটের দশকে ঘোল খাইয়ে ছেড়েছেন কলকাতা পুলিশকে। তাই আজও তাঁর পরিচিতি কোথাও বিপ্লবী হিসাবে, কারও কাছে তিনি ডাকাত। তিনি অনন্ত সিং। পড়াশোনার থেকে খেলাধুলা ও শরীরচর্চায় বেশি আগ্রহ ছিল ব্যাবসায়ী পরিবারের ছেলের। মিউনিসিপ্যাল স্কুলে পড়ার সময় নজরে আসেন সূর্য সেনের। মাস্টারদা চিনেছিলেন আগুনকে। বুঝেছিলেন গড়ে নিলে ব্রিটিশদের ঘুম কেড়ে নেবে। হয়েওছিল তাই। ১৯২১ সালে অসহযোগ আন্দোলন দিয়ে অনন্ত সিংয়ের রাজনৈতিক জীবন শুরু। মনে প্রানে মানতেন শুধু প্রতিবাদে নয়, পালটা মার দিতে হবে। প্রথম রণে নামেন ১৪ ডিসেম্বর ১৯২৩ এ।ওই দিন দিনের বেলায় ট্রেজারি থেকে আসাম বেঙ্গল রেল কোম্পানির মাইনে নিয়ে যাবার সময় আরও তিন সহযোগীর সঙ্গে লুঠ করেন সেই টাকা। পুলিশের চোখে ধুলো দিয়ে পালিয়ে যান সনদ্বীপে, সেখান থেকে কলকাতা। পরে ধরা পড়ে চারবছর জেল হয়। মুক্তি পাওয়ার পর চট্টগ্রামে ফিরে কুস্তির আখড়া খোলেন। সেখানে কুস্তির আড়ালে স্থানীয় যুবকদের স্বাধীনতা সংগ্রামে উদ্বুদ্ধ করতেন স্বয়ং সূর্য সেন। ১৮ এপ্রিল,১৯৩০। মাস্টারদার পরিকল্পনায় চট্টগ্রামে শুরু হলো যুব বিদ্রোহ।শহরের সামরিক গুরুত্বপূর্ণ ঘাঁটিগুলোতে একসঙ্গে আক্রমণ করে একদল যুবক। অস্ত্রাগার লুঠ করে সেখানে ধরিয়ে আগুন ধরিয়ে দেওয়া হয়। এই ঘটনার সময় দুর্ঘটনার শিকার হন হিমাংশু সেন।আগুন জ্বালাতে গিয়ে নিজের গায়েই আগুন ধরে যায়। হিমাংশুকে শহরের দিকে নিয়ে যাবার সময় এক মারাত্মক অ্যাকশন হয় পুলিশের সঙ্গে। ফেণী স্টেশনে অনন্ত মুখোমুখি হন পুলিশের। দুই হাতে রিভলবার চালিয়ে পুলিশের জালে কেটে বেরিয়ে যান। ২৮শে জুন, ১৯৩০। হঠাত কলকাতা পুলিশ কমিশনারের দফতরে গিয়ে আত্মসমর্পণ করেন অনন্ত। বলা হয়, জেলবন্দী চট্টগ্রাম বিপ্লবীদের ওপর অমানুষিক অত্যাচার বন্ধ করতেই তাঁর এই সিদ্ধান্ত ছিল। বলা হয় বিপ্লবীর শর্তই ছিল অস্ত্রাগার লুণ্ঠনে ধৃত বিপ্লবীদের ফাঁসি দেওয়া যাবে না। যাবজ্জীবন কারাদণ্ডে দণ্ডিত হয়ে আন্দামানে যান অনন্ত। বন্দীদের সাথে নিকৃষ্টতম আচরণের জন্য জেলে গণ অনশনে সামিল হন। সেলুলার জেল বন্ধ হয়ে গেলে ১৯৩৮ সালে দেশে ফিরিয়ে এনে তাকে আলিপুর জেলে বন্দী করে রাখা হয়। বন্দী অবস্থায় আকৃষ্ট হন মার্কবাদে। ১৯৪৬ সালে আগষ্ট মাসে মুক্তি পেয়ে যোগ দেন কম্যুনিস্ট পার্টিতে। দেশ স্বাধীন হবার পর নিজেকে প্রত্যক্ষ রাজনীতির থেকে দুরে রাখেন। নকশাল আন্দোলন শুরু হবার ঠিক আগে কলকাতায় একটি দলের উত্থান হয়। নাম ''রেভ্যুলেশনারি কম্যুনিস্ট কাউন্সিল অফ ইন্ডিয়া'', এজেন্ডা ছিল ''ম্যান - মানি - গান''। এই সময় কলকাতায় একের পর এক ব্যাংক ডাকাতি হয়। ১৯৬৮ সালের পয়লা জুলাই পার্কস্ট্রিট পোস্ট অফিসে হানা দেয় অনন্তের বিশাল দল।৩.৯৭ লক্ষ টাকা ডাকাতি করে তারা। এরপরের নয় মাসে আরও তিনটি বড় ব্যাঙ্ক ডাকাতি করে ওই দল। এর মধ্যে দুটি ছিল আলিপুরের ন্যাশনাল অ্যান্ড গ্রিডলিজ ব্র্যাঞ্চ।

ইমতিয়াজের সঙ্গে শুটিং করতে গিয়ে কেঁদে ফেলেছিলাম'', ঃ আরিয়ান ?

সংবাদ প্রতিদিন ডিডিটাল ডেস্ক: কার্তিক আরিয়ান বরাবরই হাসিখুশি থাকতে পছন্দ করেন। বলিউডে থাকার কারণে তাঁকে নিয়ে গুজব কম রটেনি। কিন্তু সবকিছুই হাসিমুখে সামলেছেন কার্তিক। কখনও তাঁকে রাগতে দেখেনি কেউ। তাঁকে কেউ মেজাজ হারাতে দেখেনি। সাংবাদিকদের বেয়াড়া প্রশ্নের জবাবও মিষ্টি হেসে দিয়েছেন বরাবর। এমন এক অভিনেতা কিনা ''লাভ আজ কাল ২'' ছবির শুটিং করতে গিয়ে কেঁদে ভাসিয়েছিলেন!২০০৯ সালে সইফ আলি খান ও দীপিকা পাড়ুকোনকে নিয়ে ইমতিয়াজ আলি বানিয়েছেন ''লাভ আজ কাল''। তারই সিক্যুয়েল ''লাভ আজ কাল ২''। তবে এই ছবিতে সইফ-দীপিকা নেই। রয়েছেন কার্তিক আরিয়ান ও সারা আলি খান। এই প্রথমবার ইমতিয়াজদের সঙ্গে কাজ করছেন কার্তিক। অভিনেতা জানিয়েছেন, এই নিয়ে চাপা টেনশন তো ছিলই। এমন একজন পরিচালকের সঙ্গে কাজ করা তো আর কম কথা নয়। কিন্তু কাজ করতে গিয়ে কার্যত ইমতিয়াজের ''প্রেমে পড়ে গিয়েছিলেন'' কার্তিক। তাই ছবির শেষ দৃশ্যে অভিনয় করার সময় কেঁদে ফেলেছিলেন অভিনেতা। সম্প্রতি একটি সাক্ষাতকারে একথা জানিয়েছেন তিনি।কার্তিক এও জানিয়েছেন, অভিনেতা হিসেবে অনেক পালটে গিয়েছেন তিনি। এর সমস্ত কৃতিত্বটাই তিনি দিয়েছেন পরিচালক ইমতিয়াজ আলিকে। এমনকী ইমতিয়াজের সংস্পর্শে এসে তাঁর চিন্তাধারাও পালটে গিয়েছে বলে জানান কার্তিক। তিনি বলেন, ''আমার মনে হয় আমি এখন সম্পূর্ণ একজন অন্য মানুষ। যবে থেকে এই ছবির শুটিং শুরু করেছি, তবে থেকেই অনেক বদলে গিয়েছি। অভিনয়ের ধরনে যেমন পরিবর্তন এসেছে, তেমনই ব্যক্তিগত জীবনেও পরিবর্তন এসেছে অনেক।''জুলাই মাসে শুটিং শেষ হয়েছে ''লাভ আজ কাল ২''-এর। তবে ছবির নাম ''লাভ আজ কাল ২'' থাকবে কিনা, তা নিয়ে সন্দেহ আছে। কারণ পরিচালক থেকে প্রযোজক, কেউই ছবির নাম কী হবে, তা এখনও চূড়ান্ত করেননি। তবে ইমতিয়াজের ছবিতে নাম পরিবর্তন নতুন কথা নয়। এর আগে ''জব উই মেট'' বা ''তামাশা''র ক্ষেত্রেও শেষ মুহূর্তে নাম পরিবর্তন হয়েছিল।

ফের সালমান খানের সঙ্গে বলিউড অভিনেত্রী দিশা পাটানি

বলিউডের জনপ্রিয় অভিনেত্রী দিশা পাটানি।''ভারত'' ছবিতে তার স্বপ্ন সত্যি হয়েছে। কারণ দিশার স্বপ্ন ছিল, সালমান খানের সঙ্গে এক ফ্রেমে অভিনয় করা। তবে ''ভারত'' ছবিতে দিশা ছিলেন ছোট্ট একটি চরিত্রে। কিন্তু এবার সালমানের নায়িকা হিসেবেই দিশাকে দেখা যাবে।প্রভু দেবা পরিচালিত ''রাধে: ইয়োর মোস্ট ওয়ান্টেড ভাই'' ছবিতে দিশাকে দেখা যাবে। অভিনেত্রী দিশা বলেন যে, ''সালমান খান আমার কাছে সব সময়ই অনুপ্রেরণার। তাঁর সঙ্গে ''ভারত'' ছবিতে কাজ করে আমার স্বপ্ন সত্যি হয়। এখন আবার তাঁর সঙ্গে অভিনয় করছি রাধে ছবিতে।''সালমান খানের টুইটার অ্যাকাউন্ট থেকে একটি ছবি পোস্ট করা হয়। সেখানে ছবিটির শুটিং শুরুর একটি ছবি পোস্ট করেছেনসালমান। তাতে সালমান, দিশা, জ্যাকি শ্রফ, প্রভু দেবা, রণদীপ হুদা, সোহেল খান প্রমুখকে দেখা গিয়েছে। কোরীয় ছবি দ্য আউটলজ-এর রিমেক হবে রাধে। রাধে সিনেমাতেও সালমান খানকে পুলিশের চরিত্রে দেখা যাবে। ছবিটির মাধ্যমে আবার একসঙ্গে কাজ করলেন প্রভু দেবা ও সালমান। এর আগে ২০০৯ সালে ওয়ান্টেড এবং সম্প্রতি দাবাং থ্রি ছবিতে দুজন কাজ করেন একসঙ্গে। আগামী বছর ঈদে রাধে আসছে প্রেক্ষাগৃহে। ছবিটি প্রযোজনায় সালমান খানের ভাই সোহেল খান ও অতুল অগ্নিহোত্রি। গত শুক্রবার থেকে শুরু হয়েছে ছবিটির শুটিং। সালমান খান নিজেই শুটিং স্পটের একটি ছবি টুইটারে পোস্ট করেছেন।এমনকি গান শুটিংয়ের মধ্য দিয়ে ছবির শুটিং শুরু হয়েছে।এরপর মাসব্যাপী মুম্বাইয়ের মেহবুব স্টুডিওতে চলবে ছবির কাজ। দাবাং থ্রি ছবির প্রচারণার আগেই এই ছবির শুটিং শেষ করতে চান সালমান খান। কারণ, ডিসেম্বরেই মুক্তি পাচ্ছে দাবাং থ্রি।

জয়া বা রেখা নয়, এই মহিলাকেই নাকি বিয়ে করতে চেয়েছিলেন অমিতাভ

ইন্ড্রাস্ট্রিতে নয় নয় করে ৫০টা বছর সসম্মানে এবং রাজকীয়ভাবে কাটালেন অমিতাভ বচ্চন। অক্টোবরেই শাহেনশাহর জন্মদিনে সোশ্যাল মিডিয়ায় উপচে পড়েছিল শুভেচ্ছাবার্তা। আর এবার বলিউডে ৫০ বছর উপলক্ষ্যে বিগ-বি কে নিয়ে সোশ্যাল মিডিয়া থেকে শুরু করে বি-টাউনে হইহই। স্মৃতির সরণী বেয়ে চলুন জেনে নেওয়া যাক সেই সব গুঞ্জনের কথা যা জড়িয়ে রয়েছে অমিতাভের নামের সঙ্গে।জয়া এবং রেখার সঙ্গে অমিতাভের কেমিস্ট্রি নিয়ে নানান কথা শোনা যায় কান পাতলেই। অনেকেরই মতে, জয়া এবং অমিতাভের মাঝে রেখা ঢুকে পড়লেও দাম্পত্য জীবনে এতোটুকু ভাঙন ধরতে দেননি এই দুই তারকা। অনেক উথাল-পাতাল হলেও আজও একই ফ্রেমে হাসি মুখে ধরা পড়ে দুটো মুখ। তবে শোনা যায়, ১৯৭৮ সালে একটি ম্যাগাজিনে সাক্ষাতকারে রেখা, তার এবং অমিতাভের সম্পর্ক নিয়ে মুখ খুলেছিলেন, যা জয়ার একেবারেই পছন্দ হয়নি। এরপরেই নাকি জয়া রেখার সঙ্গে একসঙ্গে কাজ করার ক্ষেত্রে অমিতাভকে বাধা দিয়েছিলেন। আর দুই তারকার এক ফ্রেমে না আসার খবর চাপা থাকেনি। একটা চাপা টেনশন যে কোথাও কাজ করছে তা আঁচ করতেও সময় নেয়নি কেউ।তবে জয়া এবং রেখাকে নিয়ে বলিউডে প্রচুর গুঞ্জন শোনা গেলেও, অমিতাভ নাকি ভালোবেসেছিলেন অন্য এক মহিলাকে। বিশ্বাস না হলেও, বিনোদনের খবরে ভরপুর সংবাদ মাধ্যমে যারা একটু আধু খোঁজ রাখেন তাদের চোখে এর আগে নিশ্চয় পড়েছে এই বিষয়টি। এমনই কিছু ওয়েবসাইটের খবর অনুযায়ী, অমিতাভ নাকি ভালোবেসেছিলেন এক মারাঠী মহিলাকে। দুজনের সম্পর্ক এতোটাই দূরে এগিয়ে গিয়েছিল যে বিয়েও ঠিক হয়ে যায়। কিন্তু শেষ মুহূর্তে সে বিয়ে ভেঙে যায়।শোনা যায়, অমিতাভ বচ্চনের কলকাতা ছেড়ে মুম্বই চলে যাওয়ার পিছনে নাকি এই বিচ্ছেদই দায়ী ছিল। কলকাতায় অমিতাভ যে সংস্থায় কাজ করতেন সেই সংস্থাতেই বিজয় সিং নামে এক ব্যক্তি কাজ করতেন। পরবর্তী কালে সেই ব্যক্তিই নাকি এই তথ্য তুলে ধরে। দীনেশ কুমার নামে অমিতাভের প্রাক্তন এক সহকর্মী জানান, কাজের জায়গায় খুবই একনিষ্ঠ ছিলেন অমিতাভ। অমিতাভকে তার ইস্তফা দেওয়ার কারণ জিজ্ঞেস করলে তিনি তাঁর সিনিয়রকে জানান কারণটা একান্তই ব্যক্তিগত।

গর্ভাবস্থায় কী কী খাবার খেলে আপনি বুদ্ধিমান সন্তানের মা হবেন ?

বিনোদন ডেস্ক : সন্তান মেধাবী ও বুদ্ধিমান হোক সব মায়েরাই তা চান। আর এটা নির্ভর করে অনেকটা মায়ের সঠিক খাদ্যাভ্যাসের ওপর। যদি একজন মা পুষ্টিকর খাবার না খান তাহলে তার শরীরে যে ঘটাতি তৈরি হয় সেটা সন্তানের ওপর গিয়ে পড়ে। যেমন ফলিক অ্যাসিড, ভিটামিন ডি, লোহা ইত্যাদির অভাব হলে শরীরে কিছুটা ঘাটতি থেকে যাবে। আর এর প্রভাব সন্তানের ওপর এসে পড়বে।মায়ের সঠিক খাবারের অভাবে শিশুর মানসিক বিকাশে সমস্যা দেখা দিতে পারে। গর্ভাবস্থায় মা কী খায় সেটা সন্তানের শারীরিক ও মানসিক গঠনে বড় ভূমিকা পালন করে। গর্ভাবস্থায় আপনি এমন কিছু খাবার খেতে পারেন যা আপনার বাচ্চার আইকিউ (ইন্টেলিজেন্স কোশেন্ট) বাড়াতে পারে। বিশেষজ্ঞদের মতে, আপনার সন্তান যখন জন্মগ্রহণ করে ওর মস্তিষ্কের মাপ যে কোনও পূর্ণ বয়স্ক মানুষের ২৫ হয়। ২ বছর বয়সে সেটা বেড়ে হয় ৭৫ যা স্বাভাবিক মস্তিষ্ক। প্রথম দুই বছর সন্তানের জন্য দরকার মস্তিষ্কের সঠিক বিকাশ।আসুন জেনে নিই গর্ভাবস্থায় কী কী খাবার খেলে আপনি বুদ্ধিমান সন্তানের জন্মদিতে পারবেন।মাছ: স্যালমন, টুনা, ম্যাকারেল ইত্যাদি ওমেগা-৩ ফ্যাটি এ্যাসিড সমৃদ্ধ। এগুলো বাচ্চার মস্তিষ্কের বিকাশেরজন্য খুবই জরুরি। একটা গবেষণায় দেখা গেছে, যেসব মায়েরা গর্ভাবস্থায় সপ্তাহে দুবারের বেশি মাছ খায় তাদের সন্তানের বুদ্ধি বা আইকিউ বেশি হয়।ডিম: ডিম এ্যামিনো এ্যাসিড কোলিন সমৃদ্ধ, যাতে মস্তিষ্কের গঠন ভাল হয় ও স্মরণশক্তি উন্নতি হয়। গর্ভবতী নারীদের দিনে অন্তত দুটো করে ডিম খাওয়া উচিত যার থেকে কোলিনের প্রয়োজনের অর্ধেক পাওয়া যায়। ডিমে থাকা প্রোটিন ও লোহা জন্মের সময় ওজন বাড়িয়ে দেয়।দই: সন্তানের স্নায়ু কোষগুলো গঠনের জন্য আপনার শরীর প্রচুর পরিশ্রম করে। এ জন্য আপনার বাড়তি কিছু প্রোটিন লাগবে। আপনাকে প্রোটিনযুক্ত খাবার বেশি করে খেতে হবে যেমন : দই। দইয়ে ক্যালসিয়াম আছে যেটা গর্ভাবস্থায় লাগে।আয়রন: আয়রন খুবই দরকারি একটি উপাদান। যা সন্তানকে বুদ্ধিমান হতে সাহায্য। এই খাবারগুলো গর্ভাবস্থায় অবশ্যই খাওয়া উচিত। আয়রন আপনার গর্ভের সন্তানের কাছে অক্সিজেন পৌঁছে দেয়। এছাড়াও চিকিতসকের পরামর্শে আপনার আয়রনের সাপ্লিমেন্ট খাওয়া উচিত।ব্লুবেরি: ব্লুবেরির মত ফল, আর্টিচোক (ডাটা গাছ), টমেটো ও লাল বিন্সে এ্যান্টি ওক্সিডেন্ট থাকে। তাই গর্ভাবস্থায় এই ফলগুলো আপনার সন্তানের মস্তিষ্কের টিস্যুকে রক্ষা করে ও বিকাশে সাহায্য করে।ভিটামিন-ডি: এটা শিশুর মস্তিষ্কের বিকাশের জন্য খুব দরকার। গবেষণায় দেখা গেছে, যেসব মায়েদের ভিটামিনের মাত্রা প্রয়োজনের চেয়ে কম থাকে তাদের বাচ্চার মস্তিষ্ক দুর্বল হয়। ডিম, চিজ, লিভার ইত্যাদি খাবারে ভিটামিন ডি পাওয়া যায়। এছাড়া ভিটামিন-ডি এর ভাণ্ডার সূর্য্যের আলো তো আছেই।আয়োডিন: আয়োডিনের অভাব, বিশেষ করে গর্ভাবস্থার প্রথম ১২ সপ্তাহে সন্তানের আইকিউ কম করে দিতে পারে। গর্ভাবস্থায় আয়োডিনযুক্ত লবণ খান। এছাড়া সামুদ্রিক মাছ, শামুক, ডিম, দই ইত্যাদি খেতে পারেন।সবুজ শাক-সবজী: পালং শাক, ডাল ইত্যাদি ফলিক এ্যাসিড সরবরাহ করে। এছাড়াও ফলিক এ্যাসিড সাপ্লিমেন্ট ভিটামিন বি-১২- এর সঙ্গে খাওয়া উচিত।মস্তিষ্কের কোষ গঠনে ফলিক এ্যাসিড খুব প্রয়োজনীয়। একটা গবেষণায় দেখা গেছে, যেসব নারীরা গর্ভবস্থায় সন্তান প্রসবের চার সপ্তাহ আগে ও আট সপ্তাহ পর অবধি ফলিক এ্যাসিড নিয়ে থাকে তাদের ৪০ শতাংশ অটিস্টিক সন্তান জন্ম দেয়ার আশংকা কম থাকে। তাই ফলিক এ্যাসিড খুবই গুরুত্বপূর্ণ খাবার।

মহাত্মা গান্ধির প্রয়াণ দিবস যথাযোগ্য মর্যাদায় কংগ্রেস ভবনে পালিত হয়েছে। ছবি- নিজস্ব।

বড়োদের অগ্রগতি মানে গোটা অসমিয়া সমাজের প্রগতি, এনডিএফবি-র অস্ত্র সংবরণ অনুষ্ঠানে মুখ্যমন্ত্রী

গুয়াহাটি, ৩০ জানুয়ারি (হি.স.) : বড়ো সমাজ ছাড়া অসমিয়া সমাজ অসম্পূর্ণ, বড়োদের অগ্রগতি মানে গোটা অসমিয়া সমাজের প্রগতি। বড়ো জনগোষ্ঠীর মানুষ অত্যন্ত পরিশ্রমী এবং সাহসী। আজ যারা অস্ত্র ছেড়ে সমাজের মূল স্রোতে ফিরে এসেছেন তাঁদের আন্তরিকতার সঙ্গে স্বাগত জানাচ্ছি, বক্তা মুখ্যমন্ত্রী সর্বানন্দ সনোয়াল। বৃহস্পতিবার সকালে গুয়াহাটি মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালের মিলনায়তনে আয়োজিত এনডিএফবি-র চার গোষ্ঠীর ১৬১৫ জন নেতা ও ক্যাডারের অস্ত্র সংবরণ অনুষ্ঠানে ভাষণ দিচ্ছিলেন মুখ্যমন্ত্রী প্রদত্ত ভাষণে মুখ্যমন্ত্রী সনোয়ালে বলেন, আজকের বিশেষ এই দিন জাতির জনক মহাত্মা গান্ধীর ৭২-তম মৃত্যুদিবসটি শান্তি ও প্রগতির সাক্ষী হিসেবে রাজ্যবাসীর কাছে চিরস্মরণীয় হয়ে থাকবে। একজন অসমিয়া সন্তান হিসেবে অসমকে এগিয়ে নিয়ে যেতে আমাদের সকলের সম্মিলত প্রচেষ্টা করতে হবে। অসমকে প্রগতির পথে উজ্জীবিত করতে এনডিএফবি-র চার গোষ্ঠী এবং বড়ো নেতারা যে পদক্ষেপ নিয়েছেন তার জন্য তিনি সংশ্লিষ্ট সকলকে ধন্যবাদ জানান। আত্মসমর্পণকারীদের প্রতি আহ্বান জানিয়ে বলেন, আপনাদের সাহসিকতা ও বীরত্ব সমাজ গঠনের জন্য নিবেদিত করুন। আজকের অনুষ্ঠানে যাঁরা উপস্থিত আছেন এবং অনুপস্থিতদের অনুপ্রেরণা দেওয়ার দায়িত্ব নিতে হবে সকলকে।

মুখ্যমন্ত্রী বলেন, কেবল অসমেই নয়, ভারতের বিভিন্ন প্রান্তে এই শান্তি চুক্তি নিয়ে আলোচনা হচ্ছে। চুক্তির দফাগুলো কার্যকর করতে দৃঢ়তার সঙ্গে কাজ করা হবে বলে জানান মুখ্যমন্ত্রী সনোয়াল। তিনি বলেন, শান্তির মাধ্যমেই প্রগতি আসে। সরকার এমন এক প্রকল্প গ্রহণ করবে যার মাধ্যমে আত্মসমর্পণকারী এনডিএফবি সদস্যরা মর্যাদা সহকারে সমাজে অবস্থান করবেন। গ্রহণ করা হতে বিশেষ নীতিমালা।

এছাড়া অনুষ্ঠানে বক্তব্য পেশ করেছেন রাজ্যের অর্থ, স্বাস্থ্য, শিক্ষা এবং পূর্তমন্ত্রী হিমন্তবিশ্ব শর্মা। তিনি জানান, অস্ত্র সংবরণের মাধ্যমে আত্মসমর্পণকারী এনডিএফবি ক্যাডারদের কেউ যাতে পুনরায় পথভ্রষ্ট না হয় তার জন্য সরকার গ্রহণ করবে বিশেষ সাহায্যনীতি। প্রদত্ত ভাষণে মন্ত্রী হিমন্তবিশ্ব শর্মা আরও জানান, বোড়োল্যান্ড টেরিটরিয়াল কাউন্সিল (বিটিসি) এলাকা থেকে অবড়ো অধ্যুষিত গ্রামগুলিকে কর্তন করে নতুন গ্রাম সংযুক্ত করা হবে। আজকের অনুষ্ঠান থেকে অসমের আরেক উগ্রপন্থী সংগঠন আলফা-স্বাধীনকেও খোলা মনে সরকারের সঙ্গে আলোচনার টেবিলে বসার আহ্বান জানান মন্ত্রী হিমন্তবিশ্ব শর্মা।

এনডিএফবি-র সশস্ত্র সংগ্রামের ফলে যে সকল নিরীহ জনতা, নিরাপত্তারক্ষী প্রাণাহুতি দিয়েছেন, আজ শ্রদ্ধার সঙ্গে তাঁদের স্মরণ করেছেন ড় শর্মা। তিনি বলেন, এনডিএফবি-র সশস্ত্র সংগ্রামে বহু সেনা, আধাসেনা, অসম পুলিশের বহু লোককে জীবন দিতে হয়েছে। তাঁদের প্রতি শ্রদ্ধাঞ্জলি অর্পণ না করলে গোটা প্রক্রিয়া অসম্পূর্ণ রয়ে যাবে। মন্ত্রী দীর্ঘদিনের সমস্যার সমাধান করে ঐতিহাসিক চুক্তি সম্পাদনের জন্য এর পিছনে যাঁরা ঐকান্তিক অক্লান্ত পরিশ্রম করেছেন তাঁদের প্রতি কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী এবং স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহের অবদানের কথা উল্লেখ করেছেন। তিনি বলেন, প্রধানমন্ত্রী ও স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর নিরলস উদ্যোগ ও প্রচেষ্টার ফলেই অসমে বড়ো শান্তিচুক্তি সম্পাদিত হয়ে শান্তির বাতাবরণ ফিরে এসেছে। তবে এর জন্য বিজেপি নেতৃত্বাধীন সরকারও যে দায়বদ্ধ ছিল তা-ও শুনিয়েছেন মন্ত্রী ড় শর্মা।

একই অনুষ্ঠানে ভাষণ দিতে গিয়ে বিটিসি-প্রধান হাগ্রামা মহিলারি বলেন, এই চুক্তি দ্বারা সকলের উন্নতি সাধিত হবে। শিক্ষা, সংস্কৃতি, অর্থনৈতিক সর্বক্ষেত্রে বিকাশ হবে। কেবলমাত্র বড়োদেরই নয়, সকল শ্রেণির জনসাধারণের উন্নতি হবে এই চুক্তির বলে। তিনি জানান, এনডিএফবি ক্যাডারদের বিরুদ্ধে দায়েরকৃত নানা ধরনের মামলা সম্পর্ক ভাবনা-চিন্তা চলছে। বলেন, সরকারের সঙ্গে এ নিয়ে আলোচনা করবেন। বড়ো লিবারেশন টাইগার (বিএলটি)-এর মতোই এনডিএফবি-র মামলা প্রত্যাহার হবে আশা করে হাগ্রামা বলেন, তিনি যখন উগ্রপন্থী সংগঠনের চিফ ছিলেন, তখন দুবার উচ্চতম আদালতে যেতে হয়েছিল। বিলম্বে হলেও তাঁর ওপর রুজু সব মামলা প্রত্যাহৃত হয়েছে। তাই এনডিএফবি-র ওপর রুজু মামলা ও নিষেধাজ্ঞার অবসান ঘটবে, আশা ব্যক্ত করেছেন বক্তা বিটিসি-প্রধান হাগ্রামা।

এছাড়া নিখিল বড়ো ছাত্র ইউনিয়ন (এবসু) সভাপতি প্রমোদ বড়ো সকল বড়ো সংগঠনের পক্ষ থেকে বক্তব্য পেশ করেছেন। তিনি বলেন, বড়ো জাতির কাছে আজকের এই অনুষ্ঠান এক ঐতিহাসিক। বড়োদের উগ্রপন্থী এবং উগ্রবাদী বলে আখ্যা দেওয়া

ছয়ের পাতায়

একশো দিনের কাজ বন্ধ করল বিজেপি

রামপুরহাট, ৩০ জানুয়ারি (হি.স.) : একশো দিনের কাজ নিয়ে পক্ষপাতিত্বের অভিযোগ। এনিয়ে তৃণমূল এবং বিজেপির মধ্যে বাদানুবাদে সাময়িক উত্তেজনার সৃষ্টি হয়। প্রতিবাদে কাজ বন্ধ করে দিল বিজেপি। পরে বিডিওর নির্দেশে ফিরে যান শ্রমিকরা। বৃহস্পতিবার সকালে ময়ূরেশ্বর ১ নম্বর ব্লকের তালোয়া গ্রাম পঞ্চায়েতের কালিকাপুর গ্রামে পুকুর খননের কাজ করতে গিয়েছিলেন কিছু শ্রমিক। কালিকাপুর গ্রামের বাসিন্দা দীনবন্ধু দে নামে এক ব্যক্তির জমিতে পুকুর খননের জন্য ১ লক্ষ ৫৩ হাজার টাকা মঞ্জুর হয়েছে। এলাকার পঞ্চায়েত সদস্যকে না জানিয়েই সেখানে খনন কার্য শুরু করে কিছু শ্রমিক। কিছুক্ষণ কাজ চলার পর এলাকার বিজেপি নেতা কর্মীরা এসে বাধা দেয়। বিজেপির প্রাক্তন জেলা সভাপতি অর্জুন সাহা বলেন, এলাকার উন্নয়নমূলক কাজ হোক আমরাও চাই। কিন্তু সরকারী নিয়ম মেনেই সেই কাজ করতে হবে। কিন্তু তৃণমূলের বুথ কমিটির সম্পাদক জগন্নাথ মণ্ডল কোনরকম নিয়ম না মেনে ও মাষ্টাররোল ছাড়াই পুকুর খননের কাজ করাচ্ছিলেন। এভাবে কাজ করলে শ্রমিকদের পারিশ্রমিক পেতে সমস্যা হবে। তাছাড়া নিজের পচ্ছন্দের লোকদের বারবার কাজ দেওয়া হচ্ছে। আর একটা শ্রেণির মানুষ বঞ্চিত থেকে যাচ্ছে"। তাঁর দাবি, সিডিউল টাঙিয়ে, মাষ্টাররোল সম্পূর্ণ করেই তবেই কাজ করা হোক। সেই সঙ্গে বঞ্চিত জবকার্ডধারীদের এই কাজের সঙ্গে যুক্ত করা হোক। এদিন বিজেপির নেতারা ফোনে বিডিওকে এই নিয়ে অভিযোগ জানান। পরে বিডিও আপাতত কাজ বন্ধ রাখার নির্দেশ দেন। যদিও তৃণমূলের বুথ সভাপতি জগন্নাথ মণ্ডল বলেন, শুক্রবার থেকে কাজ শুরু করার কথা। কিন্তু যেহেতু ক্যানেলে জল ছাড়বে তাই একটু আগে থেকেই কাজটা শুরু করেছি। মাষ্টাররোল প্রস্তুত রয়েছে। কিন্তু ব্লক অফিস ছুটি থাকায় পাওয়া যায়নি। আর যে বোর্ডে সিডিউল লেখে সে ছিল না। তাই হয়নি। তবে আমার এটা ভুল হয়েছে।

ঝাড়গ্রামে বাজ পড়ে মৃত ব্যক্তি আহত গৃহবধূ

ঝাড়গ্রাম, ৩০ জানুয়ারি (হি. স.) : শীতের দুপুরে হঠাৎ মেঘ বৃষ্টির সময় বাজ পড়ে মৃত্যু হল এক ব্যক্তির। পাশাপাশি বাজ পড়ে আহত হয়েছেন এক গৃহবধূ। ঘটনাটি ঘটেছে বৃহস্পতিবার দুপুরে ঝাড়গ্রাম জেলার জামবনি ব্লক এর সরাকাটা গ্রামে এবং ঝাড়গ্রাম ব্লকের বালিশিরা গ্রামে। জানা গিয়েছে, এদিন দুপুর দেড়টা নাগাদ ঘনকালো মেঘে বৃষ্টি শুরু হয়। ওই সময় সরাকাটা গ্রামের বাসিন্দা বুদ্ধেশ্বর মাহাতো (৫০) গ্রামে লাগোয়া জঙ্গলের সামনে গরু চরাতে গিয়েছিলেন। গরু চরানোর সময় বাজ পড়ে ঘটনাস্থলেই মৃত্যু হয়। অপরদিকে ঝাড়গ্রাম ব্লকের বালিশিরা গ্রামের গৃহবধূ সুমিত্রা চালক গৃহকর্মের কাজ করছিলেন তার সন্তানকে কোলে নিয়ে। বাড়ির কিছুটা দূরে বাজ পড়ে। সেই বাজ পড়ার কারণেই তিনি গুরুতরভাবে আহত হন। এলাকার

ছয়ের পাতায়

৬৩ জন ভারতীয় মৎস্যজীবীকে ভারতের ফেরত পাঠাল বাংলাদেশ

ঢাকা, ৩০ জানুয়ারি (হি.স.) : প্রায় চার মাস বাগেরহাট জেলে বন্দি থাকা ৬৩ জন ভারতীয় মৎস্যজীবীকে পাঁচটি মাছ ধরা ট্রলার-সহ বৃহস্পতিবার সকালে সমুদ্রপথে পুশব্যাক করা হয়েছে। বুধবার সকালে বাগেরহাট আদালতের বিচারক এই ভারতীয় মৎস্যজীবীদের মুক্তি দেওয়ার নির্দেশ দেন। এরপর বুধবার বিকেলে মোংলা থানা পুলিশের কাছে তাঁদের হস্তান্তর করা হয়। রাত দুটোয় জোয়ারের সময় ভারতীয় মৎস্যজীবীদের মোংলা থেকে বঙ্গোপসাগরে দিকে নিয়ে যাওয়া হয়। বৃহস্পতিবার সকালে তাঁদের সমুদ্রসীমার জিরো পয়েন্ট থেকে আইন-শৃঙ্খলা বাহিনীর সদস্যরা পুশব্যাক করেন। গত বছরের ২ অক্টোবর থেকে মোট ৪ দফায় এই মৎস্যজীবীরা গ্রেফতার হয়েছিলেন। বঙ্গোপসাগরের সুন্দরবন উপকূলে বাংলাদেশ সমুদ্রসীমায় অবৈধভাবে ঢুকে মাছ ধরার অপরাধে নৌ বাহিনী ও কোস্টগার্ডের সদস্যরা তাঁদের গ্রেফতার করেন। জানা গিয়েছে, বৃহস্পতিবার ৬৩ জন ভারতীয় মৎস্যজীবী মুক্তি পেলেও বাংলাদেশে ঢুকে মাছ ধরার অপরাধে বাগেরহাট কারাগারে আরও ৮২ জন ভারতীয় মৎস্যজীবী বন্দি রয়েছেন। তাঁদের মুক্তির বিষয়েও আলোচনা চলেছে। এপ্রসঙ্গে মোংলা থানার ওসি ইকবাল বাহার চৌধুরি জানান, ওই মৎস্যজীবীরা আন্তর্জাতিক সীমানা আইন লঙ্ঘন করে বাংলাদেশের জলসীমায় অবৈধ ঢুকে মাছ ধরছিল। এই অপরাধে নৌ বাহিনী ও কোস্টগার্ড সদস্যরা পাঁচটি মাছ ধরা ট্রলার-সহ মোট ৪ দফায় তাদের আটক করে মোংলা থানায় হস্তান্তর করে। পরে তাদের বিরুদ্ধে অবৈধ অনুপ্রবেশ ও আন্তর্জাতিক সমুদ্র আইনে মামলা দায়ের করে বাগেরহাট কারাগারে পাঠানো হয়।

সংশোধিত নাগরিকত্ব আইনের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ মিছিল আটক কানহাইয়া কুমার

পাটনা, ৩০ জানুয়ারি (হি.স.) : সংশোধিত নাগরিকত্ব আইনের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ মিছিল বের করায় আটক সিপিআইয়ের নেতা ও জেএনইউয়ের প্রাক্তন ছাত্র সভাপতি কানহাইয়া কুমার। বৃহস্পতিবার বিহারের বেতিয়া জেলায় একটি মিছিল থেকে তাঁকে আটক করা হয়। বেতিয়া জেলার ভিতিহরওয়ায় 'সংবিধান বাঁচাও-নাগরিকতা বাঁচাও' মিছিলের নেতৃত্ব দিচ্ছিলেন প্রাক্তন ছাত্রনেতা। এই মিছিল পশ্চিমী চম্পারনের গান্ধীজির আশ্রম থেকে শুরু হয়ে ২৯ ফেব্রুয়ারি পাটনার গান্ধী ময়দান পর্যন্ত হওয়ার কথা। নিজের বক্তব্যে কানহাইয়া বলেন, "আগুনে ঘি ঢালার কাজ করছে নাগপরিকত্ব সংশোধনী আইন। দেশকে ধর্মের ভিত্তিতে ভাগ করার চেষ্টা করছেন নরেন্দ্র মোদি ও অমিত শাহ। গুজরাটে তাঁরা যে বিভাজনের রাজনীতি করেছিলেন, এবার গোটা দেশে তাই করতে চলেছেন।" এদিন সিএএ ও এনপিআরের বিরোধিতা করে গান্ধী ময়দানে মহাসভার আয়োজন করা হয়েছিল। সেখানে কানহাইয়ার বক্তৃতা দেওয়ার কথা ছিল। পশ্চিম চম্পারনের এসডিএম জানিয়েছেন, কানহাইয়ার কুমারের কাছে কোনও সর্বজনীন পথসভায় উপস্থিত থাকার অনুমতি নেই। তাই বেতিয়া থেকে তাঁকে আটক করা হয়েছে। এদিকে, কানহাইয়াকে আটক করার প্রতিবাদে চম্পারনের গান্ধী আশ্রমের বাইরে ধর্না শুরু করেছেন প্রতিবাদীরা। উল্লেখ্য, গত মঙ্গলবার বিহারের জেহানাবাদ থেকে গ্রেফতার করা হয় জেএনইউয়ের প্রাক্তন ছাত্র শারজিল ইমামকে। দিল্লির শাহিনবাগে বিতর্কিত ভাষণের জন্য জেএনইউয়ের এই প্রাক্তনীর বিরুদ্ধে দেশদ্রোহিতার অভিযোগ দায়ের হয়েছে। সেই অভিযোগের ভিত্তিতে বিহারে গিয়ে শারজিলকে গ্রেফতার করে দিল্লি পুলিশ।

৬ থেকে ৩০ জানুয়ারি দিল্লিতে বাজেয়াপ্ত ৩৮৪টি বেআইনি আগ্নেয়াস্ত্র : নির্বাচন কমিশন

নয়াদিল্লি, ৩০ জানুয়ারি (হি.স.): সামনেই দিল্লিতে ভোট। দিল্লিতে বিধানসভা নির্বাচনের ভোটগ্রহণ আগামী ৮ ফেব্রুয়ারি। নির্বাচনী আচরণবিধি লাগু হওয়ার পর থেকে ৩০ জানুয়ারি পর্যন্ত দিল্লিতে বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে ৩৮৪টি বেআইনি অস্ত্র। ৬ জানুয়ারি থেকে ৩০ জানুয়ারি পর্যন্ত দিল্লিতে তিনটি হিংসার ঘটনা ঘটেছে, দিল্লি পুলিশের আইন অনুযায়ী ৯৬৩৫৫ জনের বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে। ৬০০১ জনের বিরুদ্ধে আবগারি আইন অনুযায়ী ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে।

বৃহস্পতিবার সাংবাদিক সম্মেলনে এই তথ্য জানিয়েছেন দিল্লির মুখ্য নির্বাচন কমিশনার রণবীর সিং। দিল্লির মুখ্য নির্বাচন কমিশনার রণবীর সিং জানিয়েছেন, ৬ জানুয়ারি থেকে ৩০ জানুয়ারি পর্যন্ত দিল্লিতে তিনটি হিংসার ঘটনা ঘটেছে, জমা পড়েছে ৫৫৯২টি লাইসেন্স অস্ত্র। দিল্লি পুলিশের আইন অনুযায়ী ৯৬৩৫৫ জনের বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে। ৬০০১ জনের বিরুদ্ধে আবগারি আইন অনুযায়ী ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে।

রণবীর সিং আরও জানিয়েছেন, নির্বাচনের দিনক্ষণ ঘোষণা হওয়ার পর থেকে ৩০ জানুয়ারি পর্যন্ত ৮০৮টি এফআইআর দায়ের করা হয়েছে এবং আবগারি আইন অনুযায়ী ৮১২ জনকে গ্রেফতার করা হয়েছে। ভোটের বাজারে টাকাও উড়েছে দিল্লিতে। দিল্লির মুখ্য নির্বাচন কমিশনার রণবীর সিং জানিয়েছেন, হিসাবহিন ৭.৯১ কোটি টাকা বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে।

উস্কানিমূলক ভাষণ দেওয়ার অভিযোগে গ্রেফতার চিকিৎসক

লখনউ, ৩০ জানুয়ারি (হি.স.) : উস্কানিমূলক ভাষণ দেওয়ার অভিযোগ বুধবার গভীর রাতে মুম্বইতে চিকিৎসক ডাঃ কাফেল আহমেদ খানকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ। গত বছর ডিসেম্বরে আলিগড় মুসলিম বিশ্ববিদ্যালয়ে চত্বরে নাগরিকত্ব সংশোধনী আইনের প্রতিবাদে উস্কানিমূলক ভাষণ দেন গোরক্ষপুরের বাবা রাঘব দাস মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালের এই প্রাক্তন চিকিৎসক।

বৃহস্পতিবার সকালে এসটিএফের আইজি অমিতাভ যশ জানিয়েছেন, বুধবার গভীর রাতে মুম্বই বিমানবন্দর থেকে দুইজন এসটিএফ কর্মী ইনস্পেক্টর ব্রিজেন্দ্র সিং এবং ইনস্পেক্টর প্রমোদ বর্মা অভিযুক্ত চিকিৎসককে গ্রেফতার করেছে। ট্রান্সিট রিমাণ্ডে লখনউতে নিয়ে আনা হবে ডাঃ কাফেল আহমেদ খানকে। ১৩ ডিসেম্বর সিভিল লাইন পুলিশ স্টেশনে ডাঃ কাফেলের বিরুদ্ধে ভারতীয় দণ্ডবিধির ১৫৩এ ধারায় অভিযোগ দায়ের করা হয়েছিল। উল্লেখ করা যেতে পারে সংসদের উভয় কক্ষে পাশ হওয়ার পর আইনে পরিণত হয় নাগরিকত্ব সংশোধনী আইন। এরপর আন্দোলনের নামে বড় ধরণের হিংসা সংগঠিত করা হয় উত্তরপ্রদেশের বিভিন্ন অংশজুড়ে।

নির্ভয়া কান্ডে অক্ষয়কুমার সিংয়ের ফাঁসির সাজা সংশোধনের আর্জি খারিজ শীর্ষ আদালতের

নয়াদিল্লি, ৩০ জানুয়ারি (হি.স.) : নির্ভয়া কান্ডে সাজাপ্রাপ্ত অক্ষয়কুমার সিংয়ের ফাঁসির সাজা সংশোধনের আর্জি বা কিউরেটিভ পিটিশন খারিজ করল সুপ্রিম কোর্ট। বৃহস্পতিবার সুপ্রিম কোর্টের বিচারপতি এন ভি রমান্নার নেতৃত্বে পাঁচ বিচারপতির বেঞ্চ এই রায় দিয়েছে। অক্ষয়কুমার সিংহ শীর্ষ আদালতের কাছে কিউরেটিভ পিটিশনের পাশাপাশি ১ ফেব্রুয়ারি ফাঁসিতে স্থগিতাদেশেরও আর্জি জানিয়েছিল। সেটাও খারিজ করেছে ওই বিচারপতির বেঞ্চ। একজন সাজাপ্রাপ্ত দোষী যে যে উপায়ে আইনের দ্বারস্থ হতে পারে, তার সর্বোচ্চ উপায়ই হল এই কিউরেটিভ পিটিশন। এর অর্থ দণ্ডিত অক্ষয়কুমার সিংয়ের সামনে এ বার রাষ্ট্রপতির কাছে প্রাণভিক্ষার আর্জি জানানো ছাড়া ফাঁসি রদ বা পিছনোর আর কোনও উপায় রইল না। তবে অক্ষয়কুমারের আর্জি সুপ্রিম কোর্ট খারিজ করে দিলেও, সময় যত এগোচ্ছে নির্ভয়ার দণ্ডিতদের ১ ফেব্রুয়ারি ফাঁসির সম্ভাবনা ততই ক্ষীণ হয়ে যাচ্ছে। কারণ এর মধ্যেই আবার আর এক দণ্ডিত বিনয় শর্মা রাষ্ট্রপতির কাছে প্রাণভিক্ষার আর্জি জানিয়েছে। বুধবার রাতে আইনজীবী এ পি সিং বিনয়ের তরফে হয়ে রাষ্ট্রপতির কাছে প্রাণভিক্ষার আর্জি জানিয়েছেন। আইন অনুসারে রাষ্ট্রপতি প্রাণভিক্ষার আর্জি খারিজ করলেও তার পর ১৪ দিন সময় পাবে দণ্ডিত। তাই ১ ফেব্রুয়ারি অর্থাৎ শনিবার সকাল ছ'টায় ফাঁসি সম্ভাবনা রইল না, এমনই মনে করছেন আইনজীবীরা। নির্ভয়ার দণ্ডিতরা বারেবারেই আইনের ফাঁক কাজে লাগিয়ে ফাঁসির দিনক্ষণ পিছিয়ে চলেছে। শনিবার যে চারজন দণ্ডিতের ফাঁসি হওয়ার কথা, তার মধ্যে মুকেশ সিংহের সামনে আইনের প্রায় সব রাস্তাই বন্ধ হয়ে গিয়েছে। রাষ্ট্রপতি আগেই তার প্রাণভিক্ষার আর্জি খারিজ করে দিয়েছেন। তারপর রাষ্ট্রপতির সেই 'তড়িঘড়ি সিদ্ধান্তে'র বিরুদ্ধে সুপ্রিম কোর্টেও মামলা করেছিল। সুপ্রিম কোর্টে বিচারপতি আর ভানুমতীর বেঞ্চ তা-ও খারিজ করে দিয়েছে।

তারাপীঠে বিজেপির সভা ক্লোজ ওসি

সিউড়ি, ৩০ জানুয়ারি (হি.স.) : কর্তব্যে গাফিলতির কারণে সরিয়ে দেওয়া হল তারাপীঠের ও সি প্রসেনজিত দত্তকে। তারাপীঠ থানার দায়িত্ব দেওয়া হল রামপুরহাটে সার্কেল ইন্সপেক্টরকে। যদিও জেলা পুলিশ সুপার শ্যাম সিং এই বদলীকে রুটিন বদলি বলে দাবি করেছেন।

প্রশাসনিক ও রাজনৈতিক দুটি মহল থেকেই ও সি প্রসেনজিতের বিরুদ্ধে অভিযোগ জমা পড়ছিল। গত ২৮ জানুয়ারি তারাপীঠে বিজেপির অভিনন্দন যাত্রায় বেশ কিছু সেবাইত সমেত তৃণমূলের নেতা কর্মীরা বিজেপিতে যোগ দেয়। যাত্রায় লোক সংখ্যা হয় ভালই। গ্রাম থেকে বিজেপি কর্মী সমর্থকদের আসা আটকাতে পারেনি পুলিশ। বুধবার একইসঙ্গে তারাপীঠে বিজেপি নেতা মুকুল রায়ের জন্মদিনে জাগযজ্ঞ করে সেবাইতরা। সারা জেলায় যেখানে বিজেপির নেতা কর্মীরা তৃণমূলে যোগ দিচ্ছে, সেখানে উলটো পুরাণে বিরক্ত শাসক দল। পাশাপাশি তারাপীঠে বিজেপির এই বাড়বাড়ন্তের আগাম খবর পুলিশ মহলে সময়ে পৌঁছাতে পারচ্ছিলেন না প্রসেনজিতবাবু। তাই নিয়ম মাফিক বদলি হিসাবে তাকে আপাতত লাইনে ক্লাজ করা হল বলে পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে।

রাজ্যপালকে এক হাত নিলেন সুব্রত মুখোপাধ্যায়

কলকাতা, ৩০ জানুয়ারি (হি. স.) : কলকাতায় গান্ধীজীর স্মরণ অনুষ্ঠানে রাজ্যপালের বিরুদ্ধে সরব হলেন মন্ত্রী সুব্রত মুখোপাধ্যায়। মঙ্গলবার কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাবর্তন অনুষ্ঠানে অংশ নিতে না পেরে গতকাল সাংবাদিক সম্মেলনে ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন রাজ্যপাল। এই প্রসঙ্গে সুব্রতবাবু জানান, "উনি কলকাতা পুলিশের সমালোচনা করছেন কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ঘটনা নিয়ে। কিন্তু বিশ্ববিদ্যালয়ের ঘটনায় পুলিশের কী ভূমিকা আছে? রাজ্যপাল কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে ঢুকতে চেয়েছিলেন, আর একদল তাঁকে ঢুকতে দেয়নি। পুলিশের ভূমিকা সেখানে গৌণ। সুব্রতবাবু বলেন, উপাচার্য অনুরোধ না করলে পুলিশ সেখানে কিছু করবে কীকরে? পুলিশকে দোষ দিয়ে লাভ কি? উনি তো রোজই প্রশাসনের ভূমিকা নিয়ে প্রশ্ন তোলেন। আমি এখানে এসেছি এটা আমার ডিউটি। আমরা সংবিধানকে অসম্মান করতে পারব না। আমি জানি উনি পরে প্রেসকে কি বলবেন। আমরা আজ গান্ধীজিকে শ্রদ্ধা জানাতে এসেছি, সেটা ওনার জানা উচিত।" ব্যারাকপুর থেকে রাজ্যপাল আসেন কলকাতায় গান্ধীমূর্তির পাদদেশে তাঁর মূর্তিতে মাল্যদান করতে। সেখানে রাজ্যের তরফে ছিলেন সুব্রতবাবু। সেখানেই তাঁকে ধনকরকে নিয়ে সরব হতে দেখা যায়। সুব্রতবাবু বলেন, "রাজ্যপাল এখানে এলে আমাদের একজন মন্ত্রী এখানে থাকার নিয়ম, আমি সেই নিয়ম মানতে এখানে এসেছি। আমরা সরকারের তরফে সৌজন্যে এবং নিয়ম মেনে চলছি। উনি আমাকে অসম্মান করলে আমিও চার গুণ অসম্মান করব। যতক্ষণ না উনি আমার সঙ্গে অসৌজন্য দেখাবেন ততক্ষণ আমার অসৌজন্যতা দেখানোর কোন কারণ নেই। উনি রাজ্যপাল হিসেবে না বিরোধী দলের প্রধান হিসেবে এখানে এসেছিলেন সেটাই তো বুঝতে পারলাম না। কি হিসেবে উনি শপথ নিয়েছেন আমি কিছুই বুঝতে পারছি না। রাজ্যপালের এই কার্যক্রম সম্পর্কে আমার কোন অভিজ্ঞতাই মেলে না। তবে এটা বলতে পারি যে এই প্রথম নয়। এদিন গান্ধীঘাটে রাজ্যপাল যে আচরণ করেছেন, তা গ্রহণযোগ্য নয়। এই মন্তব্য করে সুব্রতবাবু বলেন, অতীতেও রাজ্যপাল নিয়ে বিতর্ক এতটা না হলেও হয়েছে। এতটা রণং দেহি না হলেও অতীতে সিপিএম সরকারের সঙ্গে রাজ্যপালদের বিরোধ হয়েছে। কিন্তু কখনই তা এত ন্যাক্কারজনক জায়গায় পৌঁছায়নি যেটা আজ উনি করে গেলেন। আসলে রাজ্যপালের পদটাই বিতর্কিত। দেশের সাধারণ লোকের ভাবা উচিত।

নির্বাচন কমিশনের কোপে অনুরাগ ও পরবেশ, নির্বাচনী প্রচারে নিষেধাজ্ঞা

নয়াদিল্লি, ৩০ জানুয়ারি (হি.স.): ফের নির্বাচন কমিশনের কোপে কেন্দ্রীয় মন্ত্রী অনুরাগ ঠাকুর এবং বিজেপি সাংসদ পরবেশ সাহিব সিং বর্মাঊ বিতর্কিত মন্তব্যের জেরে অনুরাগ এবং পরবেশকে দিল্লি বিধানসভা নির্বাচনের প্রচারে নিষেধাজ্ঞা জারি করল নির্বাচন কমিশন। অনুরাগ ঠাকুরকে ৭২ ঘন্টার জন্য এবং পরবেশ বর্মাকে ৯৬ ঘন্টার জন্য নিষেধাজ্ঞা জারি করা হয়েছে। সম্প্রতি উত্তর দিল্লির রিথালায় বিজেপি প্রার্থীর হয়ে প্রচারে গিয়েছিলেন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী অনুরাগ ঠাকুরঊ সেখানে জনসভার মঞ্চ থেকে অনুরাগ বলেছিলেন, 'দেশের বিশ্বাসঘাতকদের গুলি করে মারুনঊ' অনুরাগের এই মন্তব্যকে ঘিরে তুমুল বিতর্ক শুরু হয়ঊ অনুরাগ ঠাকুর মন্তব্য করে নিয়ে যখন তুমুল বিতর্ক চলছে, তখনই বেফাঁস মন্তব্য করে বসেন বিজেপি সাংসদ পরবেশ সাহিব সিং বর্মা। শাহিনবাগ নিয়ে বিতর্কিত মন্তব্য করে পরবেশ বলেন, 'ক্ষমতায় এলে এক ঘন্টায় ফাঁকা করে দেব শাহিনবাগঊ' শাহিনবাগ নিয়ে বিতর্কিত মন্তব্যের জেরেই নির্বাচন কমিশনের রোষানলে পড়লেন অনুরাগ ঠাকুর এবং পরবেশ বর্মা।

অবশেষে ভারতে মিলল করোনাভাইরাস আক্রান্ত ছাত্র কেরলের, জানাল স্বাস্থ্য দফতর

তিরুবনন্তপুরম, ৩০ জানুয়ারি (হি.স.) : অবশেষে ভারতে ঢুকে পড়ল করোনাভাইরাস। কেরলে করোনাভাইরাসে আক্রান্ত এক ছাত্রের সন্ধান পাওয়া গিয়েছে, বিবৃতি দিয়ে জানাচ্ছে ওই রাজ্যের স্বাস্থ্য দফতর। সূত্রের খবর, আরও ছ'জনকে পর্যবেক্ষণের অধীনে রাখা হয়েছে। কেরলের স্বাস্থ্যমন্ত্রী কে কে শৈলজা স্বাস্থ্যপরিস্থিতি নিয়ে জরুরিকালীন বৈঠকে বসেছেন। পরিস্থিতি পর্যবেক্ষণ করছেন স্বাস্থ্য দফতরের অন্য প্রতিনিধিরা। ঘটনার সত্যতা স্বীকার করে টুইট করেছে কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্যমন্ত্রকও। আক্রান্ত ছাত্র উহান বিশ্ববিদ্যালয়ের। আপাতত তাঁকে হাসপাতালে আলাদা জায়গায় রাখা হয়েছে। চিকিৎসকেরা তাঁর স্বাস্থ্য পরিস্থিতি খতিয়ে দেখছেন। এছাড়াও, এর্নাকুলাম জেলার তিনজন পর্যবেক্ষণাধীন। ত্রিশূর, তিরুঅনন্তপুরম, মল্লপুরমের একজন করে ব্যক্তি চিকিৎসকদের সন্দেহের তালিকায় রয়েছেন। করোনাভাইরাসের সংক্রমণের আশঙ্কা দেখা গিয়েছিল দিল্লিতেও। দিল্লির আরএম হাসপাতালের আইসোলেশন ইউনিটের পর্যবেক্ষণের অধীনে ছিলেন তিনজন ব্যক্তি। তবে এ দিন কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্যমন্ত্রক থেকে জানানো হয়েছে, এনআইভি পুনের রিপোর্ট অনুযায়ী ওই তিনজন করোনাভাইরাসে আক্রান্ত নন। চিনে নোভেল করোনাভাইরাসে (২০১৯-এনসিওভি) আক্রান্ত হয়ে মৃত্যুর সংখ্যা বেড়ে দাঁড়িয়েছে ১৭০-এ। আক্রান্তের সংখ্যা পৌঁছেছে সাড়ে চার হাজারে। হুবেই, উহান-সহ দেশের ১৮টি শহরকে নজরবন্দি করে রাখা হয়েছে। শুধু চিনেই নয়, অপ্রতিরোধ্য ভাবে এই ভাইরাস পৌঁছে গিয়েছে তাইল্যান্ড, সিঙ্গাপুর, ভিয়েতনাম, তাইওয়ান, জাপান, দক্ষিণ কোরিয়া, নেপাল, মালয়েশিয়ায়।

লেটার বক্স ম্যানকে দেখতে উদ্দীপনা বইমেলায়

কলকাতা, ৩০ জানুয়ারি (হি.স.) : পোস্ট বক্স, মেল বক্স, লেটার বক্স, লেটার হোল, মেল স্লট, কালেকশন বক্স মার্কিন মুলুকে এ সব পরিচিত ড্রপ বক্স হিসাবে। যে নামেই চিহ্নিত করি না আমরা এর সঙ্গে জড়িয়ে আছে অনেক প্রয়োজন, অনেক আবেগ।

না, গেড়াতেই ইতিহাস লিখলে হতে পারে ছন্দপতন। আসল খবরটা হল, এ শহরে রীতিমত হেঁটেচলে বেড়াচ্ছে একটা আস্ত 'লেটার বক্স ম্যান'। কলকাতা আন্তর্জাতিক বইমেলায় ওর সঙ্গে ছবি তোলার জন্য ছোটদের উন্মাদনা তুঙ্গে। আসলে বইমেলায় স্টল দিয়েছে ডাক বিভাগ (নম্বর ২০৭)। সেখানে বিক্রি হচ্ছে ডাক-বিষয়ক নানা বই, ডাকটিকিট প্রভৃতি হরেক ডাকসামগ্রি। তার সামনেই ঘুরে বেড়াচ্ছে লেটার বক্স ম্যান।

চিফ পোস্ট মাস্টার জেনারেল (বেঙ্গল সার্কল) গৌতম ভট্টাচার্য এই প্রতিবেদককে জানালেন, "এটা আমাদের স্টলে দর্শকদের আকর্ষণ করছে। এ ছাড়াও, যাঁরা মেলায় একটু বেশি বই কিনে ফেলেছেন অথচ নিয়ে যাওয়ার অসুবিধা, তাঁরা লেটার বক্স ম্যানের মাধ্যমে নির্ধারিত শুল্কের বিনিময়ে বই পাঠিয়ে দিতে পারেন। এর জন্য পার্সেল বক্সও আছে ডাক বিভাগের স্টলে।

এবার এক চিলতে ইতিহাস। প্রথম ডাকবাক্সের হদিশ মেলে প্যারিসে, ১৬৫৩ সালে। ১৮২৯ সালের মধ্যে ফ্রান্সের কিছু জায়গায় ছড়িয়ে পড়ে এই বাক্স। ১৮৪২ পোলান্ডের ওয়ারশতেও এর প্রচলন শুরু হয়।

ফ্রিটেনের ওয়েকফিল্ড পোস্ট অফিসের সংগ্রহশালায় রয়েছে ১৮০৯ সালের ডাকবাক্স। পিছিয়ে নেই কলকাতার জিপিও-ও। সেখানে পাবেন সেকালের ডাকবাক্সের পরশ।

কলকাতা বইমেলায় এটা সুন্দর উদ্যোগ সন্দেহ নেই। তবে বইমেলায় সেকালের এক রানার-কে রাখা যেত না? রাত্রির পথে পথে চলতে গিয়ে যে কোনো নিষেধ জানত না মানার। ওদের ব্যবহার্য সেই লন্ঠন, ঝোলা, বর্ষা, পোষাক আগ্রহীরা জিপিও-র ডাক সংগ্রহশালায় কাচের প্রকোষ্টে দেখার সুযোগ পান। বইমেলায় ওদের সামনে ঘোরাফেরা করলে বাচ্চারা অন্তত বড়দের কাছে জানতে পারবে, এদের নিয়েই লেখা হয়েছিল সেই কালজয়ী কবিতা। যুগ যুগ ধরে সে সব বুঁদ করে রেখেছে বাঙালিকে।

অসাবধানতা বশত বাজি পোড়ানোর জের, জখম ১৭

কোচি, ৩০ জানুয়ারি (হি.স.) : মন্দির চত্বরে বাজি পোড়ানোর সময় অসাবধানতা বশত দুর্ঘটনায় আহত ১৭জন পূর্ণ্যার্থী। বুধবার রাতে চাঞ্চল্যকর ঘটনাটি কেরলের এর্নাকুলামের থালাপ্পোলি উৎসব উদযাপনের সময় নাদাক্কাভু ভগবতী মন্দিরে চত্বরে ঘটেছে।

আহতদের মধ্যে ১৫ জনকে কালামাসেরি মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতাল এবং ত্রিপুনিথুরা ভিকেএম হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়েছে করানো হয়েছে। বিমলা(৫৮) নামে বাকি একজন অবস্থা গুরুতর হওয়ায় তাকে স্থানীয় একটি বেসরকারি হাসপাতালে ভর্তি করানো হয়।

উল্লেখ করা যেতে পারে পুলিশের ছাড়পত্র ছাড়া ও কোনও রকমের অগ্নিনির্বাপণ বিধি না মেনে বাজি পোড়ানো হয় মন্দির চত্বরে। এর জেরে পুলিশের তরফে কৈফিয়ত চাওয়া হয়েছে মন্দির কর্তৃপক্ষের কাছে।

করোনা ভাইরাসে আক্রান্ত তিন জাপানি নাগরিক

টোকিও, ৩০ জানুয়ারি (হি.স.) : তিন জাপানি নাগরিকের শরীরে করোনা ভাইরাস পাওয়া গিয়েছে বলে বৃহস্পতিবার জাপান সরকারের তরফে জানানো হয়েছে। কাজের সূত্রে চিনের উহান প্রদেশে ছিলেন ওই তিন জাপানি নাগরিক। সম্প্রতি নিজেদের প্রায় ২০০ নাগরিকদের চিনের ওই অভিশপ্ত শহর থেকে উদ্ধার করে বিশেষ চার্টাড বিমানে দেশে ফিরে নেয় জাপান। পরে পরীক্ষা করে ২০০ জনের মধ্যে ওই তিনজনের শরীরে নোভেল করোনার জীবাণু পাওয়া যায়। উল্লেখ করা যেতে পারে প্রায় ১১ লক্ষ মানুষের বাস উহান শহরে। করোনা ভাইরাসের দাপটে এখনও পর্যন্ত ১৭০ প্রাণ হারিয়েছে। আক্রান্ত ১৭০০। মূলত এই শহর থেকে গোটা দেশে করোনা ভাইরাসের দাপট ছড়িয়ে পড়েছে। চিন ছাড়াও অস্ট্রেলিয়া, ফ্রান্স, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে করোনা ভাইরাস ইতিমধ্যেই থাবা বসিয়েছে।

জরুরী পরিষেবা

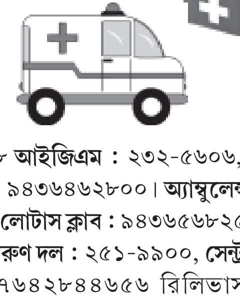

হাসপাতাল : জিবি : ২৩৫-৫৮৮৮ **আইজিএম :** ২৩২-৫৬০৬, **টি এম সি :** ২৩৭ ০৫০৪ **চক্ষুব্যাঙ্ক :** ৯৪৩৬৪৬২৮০০। **অ্যাম্বুলেন্স : একতা সংস্থা :** ৯৭৭৪৯৯৮৯৯৬ **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **শিবনগর মডার্ণ ক্লাব : ও আমরা তরুণ দল :** ২৫১-৯৯০০, **সেন্ট্রাল রোড দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ রিলিভার্স : ৯৮৬২৭৬৭৪২৮ **কর্ণেল চৌমুহনী যুব সংস্থা :** ৯৮৬২৫৭০১১৬/ **সংহতি ক্লাব :** ৮৭৯৪১ ৬ ৮২৮১, **অনীক ক্লাব :** ৯৪৩৬৪৮৭৪৮৩, ৯৪৩৬৪৬৪৬০১, **রামকৃষ্ণ ক্লাব :** ৮৭৯৪১৬৮৮১ **শতদল সংঘ :** ৯৮৬২৯৩৯৭৮০, **প্রগতি সংঘ (পূর্ব আড়ালিয়া) :** ৯৭৭৪১১৬৬২৪, **রেডক্রস সোসাইটি :** ২৩১-৯৬৭৮, **টিআরটিসি :** ২৩২৫৬৮৫, **এগিয়ে চলো সংঘ :** ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **লালবাহাদুর দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৯৪৩৬৫০৮৬৩৯, ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **মানব ফাউন্ডেশন:** ২৩২৬১০০। **চাইল্ড লাইন :** ১০৯৮ **(টোলফ্রি : ২৪ ঘন্টা)। ব্লাড ব্যাঙ্ক : জিবি :** ২৩৫-৬২৮৮ **(পি বি এক্স), আইজিএম:** ২৩২-৫৭৩৬, **আই এল এস :** ২৪১৫০০০/৮৯৭৪০৫০৩০০ **কসমোপলিটন ক্লাব :** ৯৮৫৬০ ৩৩৭৭৬, **শববাহী যান : নব অঙ্গীকার** ৮৭৯৪৫১৪৩১১, **সেন্ট্রাল রোড যুব সংস্থা :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ **বটতলা নাগেরজলা স্ট্যান্ড ডেভেলাপমেন্ট সোসাইটি :** ০৩৮১-২৩৭-১২৩৪, ৮৯৭৪৮৬০৩৩৫, ৯৮৬২৭০২৮২৩, **সমাজ কল্যাণ ক্লাব :** ৯৭৭৪৬৭০২৪২, **সংযোগ সংঘ :** ৯৪৩৬১৬৯৫২১, ৯৮৫৬৮৬৭১২০, **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **ত্রিপুরা ট্রাক ওনার্স সিন্ডিকেট :** ২৩৮-৫৮৫২, **ত্রিপুরা ট্রাক অপারেটর্স অ্যাসোসিয়েশন :** ২৩৮-৬৪২৬, **রিলিভার্স :** ৮৮৩৭০৫৯৫৯৮, **কুঞ্জবন স্পোর্টিং ইউনিয়ন :** ৮৯৭৪৫৮১৮১০, **ত্রিপুরা ন্যায্যমূল্যের দোকান পরিচালক সমিতি :** ২৩৮১৭১৮, ৯৪৩৬৪৬৯৬৪৪, **সূর্য তোরণ ক্লাব (দুর্গা চৌমুহনী) :** ৮৭২৯৯১১২৩৬, **আগন্তুক ক্লাব :** ৭০০৫৪৬০০৩৫/ ৯৪৩৬৫৯১৮৯১, **ত্রিপুরা নির্মাণ শ্রমিক ইউনিয়ন :** ৮২৫৬৯৯৭ **ফায়ার সার্ভিস : প্রধান স্টেশন :** ১০১/২৩২-৫৬৩০, **বাধারঘাট :** ১০১/২৩৭-৪৩৩৩, **কুঞ্জবন :** ২৩৫-৩১০১, **মহারাজগঞ্জ বাজার :** ২৩৮ ৩১০১ **পুলিশ : পশ্চিম থানা :** ২৩২-৫৭৬৫, **পূর্ব থানা :** ২৩২-৫৭৭৪, **আমতলী থানা :** ২৩৭-০৩৫৮, **এয়ারপোর্ট থানা :** ২৩৪-২২৫৮, **সিটি কন্ট্রোল :** ২৩২-৫৭৮৪, **বিদ্যুৎ : বনমালীপুর :** ২৩২-৬৬৪০, ২৩০-৬২১৩। **দুর্গা চৌমুহনী :** ২৩২-০৭৩০, **জিবি :** ২৩৫-৬৪৪৮। **বড়দোয়ালী :** ২৩৭০২৩৩, ২৩৭১৪৬৪ **আইজিএম :** ২৩২-৬৪০৫। **বিমানবন্দর এয়ার ইন্ডিয়া :** ২৩৪১৯০২, ২৩৪-২০২০, **এয়ার ইন্ডিয়া টোল ফ্রি নম্বর :** ১৮৬০-২৩৩-১৪০৭, ১৮০০-১৮০-১৪০৭, **ইন্ডিগো :** ২৩৪-১২৬৩, **স্পাইস জেট :** ২৩৪-১৭৭৮, **রেল সার্ভিস : রিজার্ভেশন :** ২৩২-৫৫৩৩ **আন্তর্জাতিক বাস সার্ভিস : টি আর টি সি বিল্ডিং :** ২৩২-৫৬৮৫। **আগরতলা রেলস্টেশন :** ০৩৮১-২৩৭৪৫১৫।

ভেঙে বিপত্তি মুম্বইতে

আটের পাতার পর

নীচে দাঁড়িয়ে থাকা দুই ছোট ট্রাক ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। ব্রীজটির মেরামতির কাজ চলছে। কি কারণে এমন ঘটনা ঘটল, তা খতিয়ে দেখা হচ্ছে বলে আশ্বাস দিয়েছেন তিনি।

তবে স্থানীয় বাসিন্দাদের মতে ফুটওভারব্রীজ ভেঙে পড়ার ঘটনাটি সকালে হওয়ায় বড় ধরণের দুর্ঘটনা এড়ানো গিয়েছে।

শিক্ষামন্ত্রী

● প্রথম পাতার পরমম

কল্যাণ অধিকর্তা দেবপ্রসাদ সরকার জানান, জৈব চাষের প্রথম পর্যায়ে ৬০ টি গ্রাম পঞ্চায়েতের ২০ হাজার কৃষক ছিলেন এবং দ্বিতীয় পর্যায়ে ১৩০ টি গ্রাম পঞ্চায়েতের ৪২৩৩ কৃষক ছিলেন।প্রধানমন্ত্রী কিষান সম্মান নিধি যোজনার আওতায় ১ লাখ ৯৫ হাজার ৯৬১১ জন কৃষক ১৩৯ কোটি টাকা পেয়েছেন। ৭৭ হাজার ৫২৩ জন কৃষক কিষাণ ক্রেডিট কার্ডের (কেসিসি) আওতায় ৮৫ লাখ ৫ ৫৮৭ টাকা পেয়েছেন।

পুলিশ

● প্রথম পাতার পর

হয়ে এই প্রতারক সংস্থার দুই কর্মীকে ঘেরাও করে। তাদের কথাবার্তায় অসংলগ্নতা দেখে আবেদনকারী বেকার যুবক যুবতীদের মধ্যে নানা ধরনের সন্দেহ দেখা দেয়। এরই মধ্যে টাকা দিয়ে যারা ফর্ম জমা দিয়েছে তারা টাকা পুনরায় ফেরত চাইতে সক্রিয় হয়ে উঠে। দুই কর্মীকে ঘেরাও করে অবিলম্বে তাদের টাকা ফেরৎ দেওয়ার দাবী জানায়। তাতে ভগৎ সিং যুব আবাসে ধুন্ধুমার কান্ড ঘটে যায়।

বেকারদের মধ্যে থেকে বিষয়টি জানানো হয় এনসিসি থানায়। খবর পেয়ে পুলিশ সেখানে ছুটে যায়। দুই কর্মীকে দফায় দফায় জেরা শুরু করে। যদিও এই প্রতারক সংস্থার দুই কর্মী এয়ারপোর্টে চাকুরী নিয়োগের বিষয়ে সঠিক কোন জবাব দিতে পারেনি। পুলিশ নির্দেশ দিয়ে বলে অবিলম্বে এই সংস্থার এমডি যাতে এনসিসি থানায় আসে। পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছলে বেকার যুবক যুবতীরা বিক্ষোভে সোচ্চার হয়। পুলিশ অবশ্য পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে নিয়ে আসে। দুই প্রতারককে আটক করে পুলিশ থানায় নিয়ে গিয়েছে।

আক্রান্তের

● প্রথম পাতার পর

বেসরকারী হাসপাতালে চিকিৎসাধীন। এরই মধ্যে পরিবারে আসে দুঃসংবাদ। হোটেল কর্তৃপক্ষ জানায় মণির হুসেনের মৃত্যু হয়েছে। কর্তৃপক্ষ আরও জানায় কয়েকদিন ধরেই মণির হুসেনের জ্বর ও শ্বাসকষ্ট হচ্ছিল। রক্ত চলাচল বন্ধ হয়ে যায়। শরীরের বিভিন্ন জায়গায় রক্ত জমাট বেঁধে যায়। তাতেই মণির হুসেনের মৃত্যু হয়।

এদিকে, ভারত ও মালয়েশিয়া সরকারের মধ্যে আলোচনার মাধ্যমে মণির হুসেনের মৃতদেহ বাড়িতে নিয়ে আসার উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। সেই দেশ থেকে বিশালগড়ের পুরাথলস্থিত বাড়িতে মণির হুসেনের কফিনবন্দি মৃতদেহ আসতে কমপক্ষে এক থেকে দেড়মাস সময় লেগে যাবে বলে একটি সূত্রে খবর। প্রসঙ্গত, করোনা ভাইরাসের প্রকোপে ভারতে কেরালা ও উত্তরপ্রদেশে দু'জনের মৃত্যু হয়েছে। এরপর গোটা দেশেই বিমানবন্দরে নজরদারী বাড়ানো হয়েছে। আগরতলায় বীর বিক্রম বিমানবন্দরেও কঠোর নজরদারী চালানো হচ্ছে বলে খবর।

রাজশ্মশান

● প্রথম পাতার পরমম

প্রকাশ করেছেন। অবিলম্বে এটিকে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন করে ঐতিহ্য ফিরিয়ে আনার উদ্যোগ গ্রহণ করা হবে বলে পরিদর্শনকালে জানিয়েছেন তারা। দীর্ঘকাল ত্রিপুরা রাজ্য রাজাদের শাসনাধীন ছিল। রাজাদের প্রয়াণের পর তাদের শেষকৃত্য সম্পন্ন করার জন্য রাজধানী আগরতলা শহরের বটতলায় গড়ে তোলা হয়েছিল রাজপ্রাসাদ। এর চারিদিকে পাকা দেওয়ালও রয়েছে। রাজশাসনের ঐতিহাসিক চিহ্নগুলো এখনও নজরে আসে। কিন্তু দীর্ঘ অনাদর, অবহেলা ও ব্যাবিচারের ফলে রাজশ্মশানটি নরককুণ্ডে পরিণত হয়েছে। রাজশ্মশানের পাশেই রয়েছে রাজ্যের অন্যতম বৃহৎ মৎস্য বাজার। এখানে বাংলাদেশ এবং বহির্রাজ্য থেকে প্রচুর পরিমাণে মাছ আসে। পাইকারী আড়ৎ রয়েছে এখানে। লক্ষ্যণীয় বিষয় হল মাছ বাজারের যাবতীয় আবর্জনা রাজশ্মশানের পবিত্র স্থানে ফেলে রাজশ্মশানকে নড়ক জঞ্জালে পরিণত করা হয়েছে। বিষয়টি রাজ্য সরকারের নজরে এসেছে। এরই পরিপ্রেক্ষিতে রাজ্যের উপজাতি কল্যাণ মন্ত্রী মেবার কুমার জমাতিয়া এবং বিধায়ক ডা. দিলীপ দাস বৃহস্পতিবার রাজশ্মশান পরিদর্শন করতে যান। প্রশাসনের কর্মকর্তারাও তাদের সফরসঙ্গী ছিলেন।

রাজশ্মশান সফরকালে উপজাতি কল্যাণ মন্ত্রী এবং বিধায়ক তীব্র ক্ষোভ প্রকাশ করেন। উপজাতি কল্যাণ মন্ত্রী রাজশ্মশানে আবর্জনার স্তূপ ফেলার সঙ্গে জড়িতদের কড়া ভাষায় হুঁশিয়ারি দেন। তিনি বলেন, এটি অবিলম্বে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন করার উদ্যোগ নেওয়া হবে। রাজ আমলের ঐতিহ্য ফিরিয়ে আনার জন্য রাজ শ্মশানকে স্মার্টসিটির আওতায় আনা যায় কি না সে বিষয়টিও খতিয়ে দেখা হবে। রাজ শ্মশান পরিদর্শনকালে প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করতে গিয়ে বিধায়ক ডা. দিলীপ দাস বলেন, রাজশ্মশানের এহেন পরিণতি কোনওভাবেই মেনে নেওয়া যায় না। এ ধরনের কার্যকলাপ রাজ আমলের ঐতিহ্য ও ইতিহাসের প্রতি সম্মানহীনতার শামিল। এটা কোনওভাবেই ঠিক নয়। তিনি বিগত সরকারের দিকে আঙুল তুলে বলেন, একাংশ রাজনৈতিক দল রাজতন্ত্রের বিরোধিতা করে আসছে। সে কারণেই দীর্ঘদিন ধরে রাজশ্মশানের এই করুণ অবস্থা। রাজশ্মশানের ইতিহাস কোনওভাবেই ম্লান করা যাবে না। ভবিষ্যৎ প্রজন্মের সামনেও রাজশ্মশান সম্পর্কে সম্যক ধারণা তুলে ধরতে হবে। তিনি বলেন, ইতিহাসব্যতীত কোনও জাতির উন্নয়ন কোনওদিনই সম্ভব নয়। অবিলম্বে রাজশ্মশান পরিচ্ছন্ন করে এর প্রতি সতর্ক দৃষ্টি রাখার জন্যও আহ্বান জানিয়েছেন তিনি। রাজ্য সরকার রাজ আমলের প্রতি যথার্থ সম্মান প্রদর্শনের লক্ষ্যে ইতিমধ্যেই ১৯ আগস্ট প্রয়াত মহারাজ বীর বিক্রম দেববর্মণের জন্মদিনটিকে সরকারি ছুটির দিন হিসেবে ঘোষণা করেছেন। এদিন রাজশ্মশানেও নানা অনুষ্ঠান করার উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে বলে ইঙ্গিত দিয়েছেন উপজাতি কল্যাণ মন্ত্রী এবং বিধায়ক ডা. দিলীপ দাস।

আম আদমি পার্টিকে বিপুল ভোটে জয়যুক্ত করার ডাক ডেরেকের

নয়াদিল্লি, ৩০ জানুয়ারি (হি.স.) : দিল্লির বিধানসভা নির্বাচনে আম আদমি পার্টিকে সমর্থন জানালেন বর্ষীয়ান তৃণমূল কংগ্রেস নেতা তথা রাজ্যসভার সাংসদ ডেরেক ও ব্রায়েন।

বৃহস্পতিবার সকালে নিজের ট্যুইটার অ্যাকাউন্টে একটি ভিডিও প্রকাশ করেন ডেরেক। সেই ভিডিওতে ডেরেক বলেন যে শিক্ষা, বিদ্যুৎ, স্বাস্থ্য, পানীয় জল, দূষণ নিয়ন্ত্রণে অভূতপূর্ব কাজ করেছে দিল্লির আম আদমি পার্টির সরকার। তারা যা বলেছিল তাই করে দেখিয়েছে।

এদিন নিজের ভিডিও বার্তায় দিল্লির রাজেন্দ্র নগরের আম আদমি পার্টির প্রার্থী রাঘব চাড্ডাকে অসাধারণ তরুণ মস্তিষ্ক আখ্যা দিয়ে তাঁকে বিপুল ভোটে জয়যুক্ত করারও আর্জি জানান তিনি। পাশাপাশি আম আদমি পার্টির অরবিন্দ কেজরিওয়াল সহ প্রতিটি প্রার্থীকে জয়যুক্ত করার আহ্বান করেছেন।

উল্লেখ করা যেতে পারে আগামী ৮ ফেব্রুয়ারি দিল্লিতে বিধানসভা নির্বাচন। তার আগে জোর কদমে চলছে নির্বাচনী প্রস্তুতি। ইতিমধ্যে দিল্লির বিধানসভা নির্বাচনে বিজেপিকে সমর্থন জানিয়েছে শিরোমণি আকালি, জননায়ক জনতা পার্টির মতো দলগুলি। এবার আম আদমি পার্টির পাশে এসে দাঁড়াল ডেরেক।

উদ্দীপনা

● প্রথম পাতার পরমম

বাড়তি উৎসাহ উদ্দীপনা পরিলক্ষিত হয়। কেননা সরস্বতী পূজা মানেই বাঁধনহারা আনন্দে ভেসে বেড়ানোর দিন। এদিন অভিভাবকদের তেমন শাসন বাড়ন থাকে না। বন্ধু বান্ধবীদের সঙ্গে চুটিয়ে আড্ডা ও হাতেহাত ধরে ঘুরে বেড়ানোর দিন। এযেন অঘোষিত ভ্যালেন্টাইনের নামান্তর। ঠিক সেই চিত্রই পরিলক্ষিত হলো সরস্বতী পুজার দিনে। কচিকাঁচা থেকে বড়রা সবাই হলুদ সহ নানারঙের শাড়ি পরিহিত হয়ে পুজায় হাজির। সাজগোঁজ অন্যান্য দিনের চেয়ে সম্পূর্ণ পৃথক। প্রত্যেকেই মায়ের চরণে পুষ্প পত্তাঞ্জলী প্রদান করে আশীর্বাদ প্রার্থনা করেন ভাল ফলাফলের জন্য। সেই শ্রদ্ধা ও আত্মবিশ্বাস সারা বছর ছাত্রছাত্রীদের পড়াশুনায় উদ্দীপনা জোগায়। সকাল থেকেই বাগদেবীর আরাধনায় মত্ত হয়ে উঠেন শিক্ষার্থীরা। অঞ্জলী প্রদানের পর প্রসাদ গ্রহণ করেই আনন্দ উল্লাসে মেতে উঠে সকলে। এযেন শিশু থেকে কিশোর কিশোরী ও যুবক যুবতীদের মনে নতুন ভবিষ্যতের স্বপ্ন ফেরি করে বেড়ানোর উদ্দীপনা।

বৌদি

● প্রথম পাতার পর

হয় ভাইঝি দীপশিখা। খবর পেয়ে ছুটে যায় আক্রান্ত মহিলার ছেলে ও ভাই। তাদের উদ্ধার করে আই জি এম হাসপাতালে নিয়ে যায়। সেখান থেকে তাদের জিবিতে স্থানান্তর করা হয়। আক্রান্ত মহিলার স্বামী শৈলেন রুদ্রপাল সেই সময় বাড়িতে ঘুমচ্ছিলেন। তবে কিসের থেকে এই ঘটনা তা স্পষ্ট নয়।

ইন্দোনেশিয়া তীব্রতা ৫.৭

তিনের পাতার পর

বেশি ছিল, যদিও ক্ষয়ক্ষতি অথবা হতাহতের কোনও খবর পাওয়া যায়নি। আতঙ্কে মানুষজন ঘর-বাড়ি থেকে বেরিয়ে রাস্তায় এসে দাঁড়ান।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের জিওলজিক্যাল সার্ভে (ইউএসজিএস) জানিয়েছে, বৃহস্পতিবার সকাল ৬.৪৬ মিনিট (স্থানীয় সময়) নাগাদ ৫.৭ তীব্রতার ভূকম্পন অনুভূত হয় ইন্দোনেশিয়ায়। ভূমিকম্পের উৎসস্থল ছিল কোটা টেরনাতের ১১৬ কিলোমিটার পশ্চিমে, ভূপৃষ্ঠের ১৫.৩ কিলোমিটার গভীরে। শক্তিশালী ভূমিকম্পে ক্ষয়ক্ষতি অথবা হতাহতের কোনও খবর পাওয়া যায়নি।

মৃত ব্যক্তি আহত গৃহবধূ

পাচের পাতার পর

মানুষজন সুমিত্রা দেবী কে ঝাড়গ্রাম সুপার স্পেশালিটি হাসপাতালে ভর্তি করান। বর্তমানে তার চিকিৎসা চলছে। যদিও সুমিত্রা দেবীর বর্তমানে বাকরুদ্ধ হয়ে গিয়েছেন। তিনি কথা বলার ক্ষমতা হারিয়ে ফেলেছেন। বাজ পড়ে মৃত্যুর ঘটনায় জামবনির সরাকাটা গ্রামে শোকের ছায়া নেমে এসেছে।

অস্ত্র সংবরণ অনুষ্ঠানে মুখ্যমন্ত্রী

পাচের পাতার পর

হয়। এতে তাঁরা মনে প্রচণ্ড আঘাত পান।। এখন থেকে এই অপবাদ শোনা যাবে না, মনে করেন প্রমোদ। তাঁর ব্যাখ্যা, এর কারণ হল সকলেই শান্তি চান। শান্তি যেখানে থাকে সেখানে সৃজন হয়, গবেষণা হয়। তাই আমাদের সর্বদা শান্তির প্রয়োজন। আজ যে একটি বিশাল সিদ্ধান্ত সকলে গ্রহণ করেছেন তার জন্য সব্বাইকে ধন্যবাদ জানান তিনি। পাশাপাশি বলেন, তাঁদের এখন প্রয়োজন কানেকশন, কারেকশন এবং সঠিক ডিরেকশন। এনডিএফবি-র যে সকল সদস্যের বিরুদ্ধে মামলা রয়েছে সেগুলোর মীমাংসা করতেও সরকারের কাছে আহ্বান জানান প্রমোদ বড়ো। অনুষ্ঠানে স্বাগত ভাষণ দিয়েছেন রাজ্যের মুখ্যসচিব কুমার সঞ্জয় কৃষ্ণ। এর পর বক্তব্য পেশ করেছেন পুলিশ-প্রধান ভাস্করজ্যোতি মহন্ত। তাঁরা উভয়েই এনডিএফবি-র চার গোষ্ঠী অস্ত্র সংবরণের মাধ্যমে আত্মসমর্পণ করে মূল স্রোতে ফিরে আসায় কয়েক দশক পর বড়োল্যান্ডে শান্তির পরিবেশ বিরাজিত হবে বলে দৃঢ় প্রত্যাশা ব্যক্ত করেছেন। ডিজিপি-র বক্তব্য, এর জন্যই আজ ৩০ জানুয়ারি জাতির পিতা মহাত্মা গান্ধীর মৃত্যু বার্ষিকীর দিন এই কার্যসূচির আয়োজন করা হয়েছে।

অনুষ্ঠানে অন্যান্যদের সঙ্গে উপস্থিত ছিলেন মন্ত্রীবর্গ যথাক্রমে কেশব মহন্ত, প্রমীলারানি ব্রহ্ম, রিহন দৈমারি, নবকুমার দলে, চন্দন ব্রহ্ম এবং উত্তর-পূর্বাঞ্চলের দায়িত্বপ্রাপ্ত কেন্দ্রীয় যুগ্মসচিব সত্যেন্দ্র গর্গ, উত্তরপূর্বের দায়িত্বপ্রাপ্ত ভারতীয় সেনাবাহিনীর জিওসি ৪ কোর লেফটেন্যান্ট জেনারেল শান্তনু দায়াল, অর্থ দফতরের অতিরিক্ত মুখ্যসচিব জিষ্ণু বরুয়া, এডিজিপি (আইন-শৃঙ্খলা) জিপি সিং, আইজিপি (স্পেশাল ব্রাঞ্চ) হিরেন নাথ, সিআরপিএফ-এর শীর্ষ পদাধিকারীরা। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, আজ বৃহস্পতিবার আনুষ্ঠানিকভাবে অস্ত্র সংবরণ করে সমাজের মূল স্রোতে ফিরে এসেছে অসমের উগ্রপন্থী সংগঠন ন্যাশনাল ডেমোক্র্যাটিক ফ্রন্ট অব বড়োল্যান্ড (এনডিএফবি)-এর চার গোষ্ঠীর ১৬১৫ জন সক্রিয় ক্যাডার। এদিন সকাল ১০.৪৫ মিনিটে গুয়াহাটি মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালের মিলনায়তনে আয়োজিত এক অনুষ্ঠানের সভামঞ্চে মুখ্যমন্ত্রী সর্বানন্দ সনোয়াল, অর্থ-সহ বহু দফতরের মন্ত্রী হিমন্তবিশ্ব শর্মার হাতে অত্যাধুনিক আগ্নেয়াস্ত্র তুলে দিয়েছেন এক এক করে এনডিএফবি (আর)-এর সভাপতি রঞ্জন দৈমারি, এনডিএফবি (প্রগ্রেসিভ)-প্রধান গোবিন্দ বসুমতারি, এনডিএফবি (ধীরেন)-প্রধান ধীরেন বড়ো এবং এনডিএফবি (সং)-প্রধান বি সাওরাইগৌরা। আজকের অনুষ্ঠানে মোট ১৭৮টি অত্যাধুনিক আগ্নেয়াস্ত্রের পাশাপাশি ১৪টি গ্রেনেড, ২-টি মোর্টার, একে সিরিজের রাইফেল, আমেরিকান এম-১৬-সহ গ্রেনেড লঞ্চার ও বহু গোলাবারুদ আনুষ্ঠানিকভাবে জমা দিয়েছে জঙ্গি সংগঠনগুলি। প্রসঙ্গত, ন্যাশনাল ডেমোক্র্যাটিক ফ্রন্ট অব বড়োল্যান্ড (এনডিএফবি)-এর চার গোষ্ঠীর ১৬১৫ জন সক্রিয় ক্যাডারের মধ্যে প্রগ্রেসিভ ও ধীরেন গোষ্ঠীর ৮৩৬ জন, ৫৭৯ জন এনডিএফবি (আর) এবং ২০০ জন এনডিএফবি (সাওরাইগৌরা) গোষ্ঠীর।উল্লেখ্য, গত ২৭ জানুয়ারি নয়াদিল্লিতে কেন্দ্রীয় সরকার, রাজ্য সরকার এবং উগ্রপন্থী সংগঠন ন্যাশনাল ডেমোক্র্যাটিক ফ্রন্ট অব বড়োল্যান্ড (এনডিএফবি)-এর চার গোষ্ঠী-সহ বড়ো জনগোষ্ঠীয় কয়েকটি সংগঠনের মধ্যে সম্পাদিত হয়েছে ঐতিহাতিক তৃতীয় ত্রিপাক্ষিক চুক্তি।

গ্রেপ্তার তিন

● প্রথম পাতার পর

হবে।এবং এলাকা জুড়ে জাঁকিয়ে বসা সর্বনাশা নেশার বিরুদ্ধে পুলিশি অভিযান আরও তীব্র করে তোলা হবে।এ ব্যাপারে তিনি এলাকার সচেতন মহলের সক্রিয় সহযোগিতা কামনা করেছেন।

এদিকে, নেশা বিরোধী অভিযানে আবারও বড়সড় সাফল্য পেল মুঙ্গিয়াকামী থানার পুলিশ। গোপন সংবাদের ভিত্তিতে গাড়িতে তল্লাশি চালানোর সময় একটি ট্রাক গাড়ি (কন্টেনার) থেকে ৪৪৬ কেজি শুকনো গাঁজা উদ্ধার করে। যার বাজারমূল্য প্রায় ১ কোটি টাকা হবে বলে পুলিশ সূত্রে জানা যায়। ঘটনার বিবরণে জানা যায়, মুঙ্গিয়াকামী থানার পুলিশ যখন গাড়ি চেক করছিল সকাল থেকে এনএইচ-৮-এ, তখন সিজি০৮২-৪৫৬৬ কন্টেনার গাড়িটিকে দাঁড়ানোর কথা বললে গাড়িটি দাঁড়ানোর চেষ্টা করেনি। তখন পুলিশের সন্দেহ হয় এবং গাড়িটিতে তল্লাশি চালায়। তল্লাশির সময় গাড়িটিতে গাঁজার গন্ধ পাচ্ছিল। কিন্তু কোথায় গাঁজা আছে তা জানতে পারছে না। পরে গাড়িটি মুঙ্গিয়াকামী থানায় নিয়ে এসে চালকের পেছনের একটি বাক্স থেকে ৪৬ প্যাকেট শুকনো গাঁজা উদ্ধার করে। সঙ্গে সঙ্গে চালক টুটন কুমার ও সহ চালক নিতীশ কুমারকে গ্রেপ্তার করে। এদিকে মুঙ্গিয়াকামী থানা সূত্রে জানা যায়, থানার ওসি সুরাসেন ত্রিপুরা নাকি এগুলো ১০ লক্ষ টাকার বিনিময়ে রফা করতে চেয়েছিল। কিন্তু এসডিপিও-এর কাছে খবর যেতে এবং তিনি ঘটনাস্থলে যেতেই তা আর সম্ভব হয়নি। কারণ, গাড়িটি বেলা ১১টা নাগাদ ধরলেও দড় কষাকষি করতে দেরি হয়ে যায়। এবং সন্ধ্যা ৬টা নাগাদ গাঁজাগুলি গাড়ি থেকে উদ্ধার করে। এদিকে ওসিকে রাতেই ক্লোজ করার আদেশ দেয় এসডিপিও।

অন্যদিকে, বৃহস্পতিবার দুপুরে গোপন খবরের ভিত্তিতে বিশালগড় থানার পুলিশ প্রচুর পরিমানে নেশা সামগ্রী উদ্ধার করেছে। বিশালগড় থানাধীন নারাওরা এলাকায় অভিযান চালিয়ে স্বপন কুমার শীলের নিজ বাড়ি থেকে ৩৫০৬ টি এসপি ট্যাবলেট, ৫৫ বোতল এসকফ সিরাপ উদ্ধার করেছে বিশালগড় মহকুমা পুলিশ আধিকারিক তাপস কান্তি পাল সহ বিশাল সংখ্যক টিএসআর জওয়ান এ অভিযানে নেতৃত্ব দিয়েছেন। তাছাড়া পুলিশ নারাওরা থেকে স্বপন কুমার শীলকে আটক করে থানায় নিয়ে আসে।শুক্রবার আটক হওয়া ব্যাক্তিকে আদালতে তোলা হবে বলে এসডিপিও জানান।

উদয়পুরে

● প্রথম পাতার পর

বিকেল চারটা নাগাদ বিশালগড় থানাধীন পশ্চিম লক্ষ্মীবিল এলাকায়। বিশালগড় রেলস্টেশন থেকে কিছুটা দূরেই এই ঘটনা। জানা গেছে, তিনি কানে কম শুনতে পেতেন। তাই রেলের ইঞ্জিনটি হরন বাজাতে থাকলেও উনি শুনতে পাননি। এই রেলের ইঞ্জিনিটি দক্ষিণ দিক থেকে আসছিল। মৃত ব্যক্তির বাড়িও এই এলাকাতেই। ঘটনার খবরে ছুটে আসে বিশালগড় থানার পুলিশ। পুলিশ এসে মৃতদেহটি উদ্ধার করে ময়না তদন্তের জন্য পাঠায়।

কদমতলা

● প্রথম পাতার পর

স্কুলের এক শিক্ষক সমীর কান্তি নাথের সহযোগিতায় আজ বিদ্যার দেবী মা সরস্বতী পুজোর আয়োজন করে। বুধবার সন্ধ্যা বেলা ঘটা করে মূর্তি এনে সম্পূর্ণ ছনের উপর প্যান্ডেল সাজিয়ে পুজোর প্রস্তুতি নেয় দুপুর বিভাগের ছাত্রছাত্রীরা।

বুধবার সকাল থেকেই শুরু হয় পুজোর প্রস্তুতি। সকাল প্রায় এগারোটা নাগাদ সরস্বতী পুজো প্রায় সম্পূর্ণ হয়ে যায়। তখনই সকল ছাত্রছাত্রীরা অঞ্জলি নেওয়ার জন্য পুজো প্যান্ডেলে দেখতে পায় আগুনের লেলিহান শিখায় পুজো প্যান্ডেল সম্পূর্ণ পুড়ে ছাই হয়ে গিয়েছে। বিদ্যার দেবী মা সরস্বতীর মূর্তিও প্রায় ৫০ শতাংশ পুড়ে গেছে। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় হলো বুধবার সরকারী বন্ধ না হলেও কদমতলা উচ্চতর মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের দু-তিনজন শিক্ষক ছাড়া অধিকাংশ শিক্ষক ছিলেন অনুপস্থিত। এই ঘটনার খবর পেয়ে সকল শিক্ষক স্কুলে ছুটি আসেন। স্কুলে এসে পুড়ে যাওয়া স্বরসতী মায়ের মূর্তি ও প্যান্ডেলের ফটো ও ভিডিও নিতে মোবাইলে ব্যস্ত হয়ে পড়েন। শিক্ষক শিক্ষকদের এহেন কর্মকান্ডে ছাত্রদের মধ্যে চরম উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়লেও ছাত্রদের প্রচেষ্টায় শেষমেষ আগুন নেভানো হয়। তারপর স্কুলের শিক্ষক-শিক্ষিকারা উনাদের প্রচেষ্টায় ছাত্র ছাত্রীদের মন রক্ষার্থে উনাদের সিদ্ধান্ত থেকে সরে এসে পুনরায় মূর্তি এনে প্যান্ডেল তৈরীর কাজ চলছে।

অনেকের দাবি কদমতলা উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয় বিভাগের শিক্ষক ও ছাত্র ছাত্রীদের মধ্যে ঐক্যতা না থাকার কারণেই এমন একটি দুর্ঘটনা সংঘটিত হলো। অপরদিকে শিক্ষকদের দাবি মোমবাতি থেকে আগুনের সূত্রপাত। কিন্তু অনেকে আবার মনে করছেন,এই অগ্নিকান্ডের পেছনে সন্দেহের রহস্য লুকিয়ে রয়েছে। কারণ মাত্র ২/৩ মিনিটের মধ্যে আগুনের লেলিহান শিখায় বিদ্যা দেবী মা সরস্বতী মূর্তি সহ সম্পূর্ণ প্যান্ডেল পুড়ে ছাই হয়ে গেছে। সুতরাং অনেকের মনেই সন্দেহ দানা বাঁধাটা স্বাভাবিক। তবে শিক্ষক-শিক্ষিকাদের লাল চোখের কারণে কচিকাঁচা ছাত্রছাত্রীরা মুখ খুলতে না পারলেও ক্ষোভের আগুনে ফুঁসছে।

অফিস অব দি কমান্ডেন্ট ১৯১ বেটেলিয়ান বিএসএফ খাসিয়ামঙ্গল, তেলিয়ামুড়া (ত্রিপুরা)

///**নিলাম বিজ্ঞপ্তি**///

একটি নিলাম কর্মসূচী অনুষ্ঠিত হবে নিম্নলিখিত নিষ্ক্রীয়/বাতিল সামগ্রীর ত্রিপুরার খোয়াই জেলার তেলিয়ামুড়ার খাসিয়ামঙ্গলস্থিত বিএসএফের ১৯১ নম্বর বেটেলিয়ানের প্রধান কার্য্যালয়ে **১৭ ফেব্রুয়ারী,২০২০ সকাল ১০টা ৩০ মিনিটে**।

ক) কমন স্টোর
খ) কিওএম স্টোর্স
গ) এমটি স্টোর্স
ঘ) এমএজি স্টোর্স
ঙ) হার্ড ওয়ার/সেনিটারি/ওয়ার সাপ্লাই এবং বৈদ্যুতিন স্টোর্স

শর্তাবলী

১. সমস্ত আগ্রহী দরদাতাদের অংশগ্রহণ করতে হলে আরনেস্ট মানি জমা দিতে হবে।
২. প্রত্যেক দরদাতাকে জমা করতে হবে ২৫,০০০/- টাকা আরনেস্ট মানি হিসেবে ব্যাঙ্ক ড্রাফট বা নগদে নিলামে অংশগ্রহণ করার পূর্বে। ব্যাঙ্ক ড্রাফট তৈরী করতে হবে এই বরাবরে ১৯১ নম্বর ব্যাটেলিয়ান বিএসএফ যা হবে এসবিআই তেলিয়ামুড়া (কোড নং ৬০৮২)। আরনেস্ট মানি ফেরত কিংবা এডজাস্ট করা হবে নিলাম প্রক্রিয়া সম্পন্ন হওয়ার পর।
৩. প্রত্যেক দরদাতাকে নিয়ে আসতে হবে তাদের আসল প্যান কার্ড এবং আয়কর রিটার্নের কাগজপত্র নিয়ে আসতে হবে। যদি এসব দস্তাবেজ না আনা হয় তাহলে নিলামে অংশগ্রহণ করতে দেওয়া হবে না।
৪. সমস্ত দরদাতাদের ১৯১ নম্বর ব্যাটেলিয়ান বিএসএফের খাসিয়মঙ্গলস্থিত প্রধান কার্য্যালয়ে ১৭ ফেব্রুয়ারী, ২০২০ এর সকাল ৯টা ৩০ মিনিটের মধ্যে রেজিস্টার করতে হবে নাম এবং সমস্ত আনসঙ্গিক কাজকর্ম যেমন টাকা জমা করা, নথিপত্র যাচাই করা ইত্যাদির জন্য।
৫. সর্বোচ্চ দরদাতাকে চব্বিশ ঘন্টার মধ্যে স্টোর খালি করতে হবে নিজের ব্যবস্থাপনায়।
৬. সর্বোচ্চ দরদাতাকে সামগ্রীর পূরো দাম দিতে হবে সাথে জিএসটির মূল্যও।
৭. সর্বোচ্চ দরদাতা যদি সামগ্রীর মূল্য নগদ কিংবা আরটিজিএস/এনইএফটি/সিবিএস এর মাধ্যমে দিতে ব্যর্থ হন তাহলে তাঁর আরনেস্ট মানি কেটে নেয়া হবে।
৮. নিলাম হওয়া সামগ্রী পরিবহণের জন্য কোন ধরনের যানবাহন বরাদ্দ করা হবে না।
৯. ১৯১ নম্বর ব্যাটেলিয়ান বিএসএফ এর কমান্ডেন্ট সমস্ত অধিকারের ক্ষমতা রাখে নিলাম বাতিল কিংবা গ্রহণ করার কোন ধরনের কারণ না দেখিয়ে।
১০. নিলাম সংক্রান্ত অন্যান্য শর্তাবলী পরবর্তী সময়ে জানিয়ে দেওয়া হবে।
১১. প্রত্যেক দরদাতাকে জিএসটি রেজিস্টেশন এর অধিকারী হতে হবে, যদি তা দেখাতে না পারে তাহলে নিলামে অংশগ্রহণ করতে দেয়া হবে না।
১২. শুধু মাত্র বৈধ মালিক কিংবা তার দেওয়া অনুমোদিত ব্যক্তি নিলামে অংশ নিতে পারবেন। অন্য কোন অনুমোদন ছাড়া ব্যক্তি নিলামে অংশ নিতে পারবেন না।

(আর এস রাওয়ত) ডিসি/কিওএম
১৯১ নং ব্যাটেলিয়ান বিএসএফের
কমান্ডেন্টের পক্ষে

davp 19110/11/0102/1920

প্রাঙ্গন

৬৫তম ন্যাশানাল স্কুল গেম'র উদ্বোধন করেন মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব। বুধবার আগরতলায় উমাকান্ত মিনি স্টেডিয়ামে তোলা নিজস্ব ছবি।

ভারত পেয়ে গেলো আরো এক তুফানি বোলার

ক্রিকেটকে অনিশ্চয়তার খেলা বলা হয়, যেখানে কখন কি ঘটে যাবে তার পরিমাপ করা যায় না। যে কোনো দিন যে কোনো অজ্ঞাত খেলোয়াড়ও নিজের দিনে বড়ো বড়ো তারকাদের উপরে ফেলতে পারেন। এমনটাই কিছু ভারতের সবচেয়ে বড়ো ঘরোয়া টুর্নামেন্ট রঞ্জি ট্রফিতে দেখতে পাওয়া গেছে।অপরিচিত বোলারের সামনে মুম্বাইয়ের ব্যাটসম্যানরা হলেন ব্যর্থযদি কোনো একটি দলের কাছে অজিঙ্ক রাহানে, পৃথ্বী শ আর সূর্যকুমার যাদবের ময়ো তারকা ব্যাটসম্যান থাকে তো ভাবা যেতে পারে যে সেই দলের শক্তি কতটা হতে পারে। কিন্তু রাহানে, পৃথ্বী আর সূর্যকুমারের মতো তারকা আর পরিপক্ক ব্যাটসম্যান সজ্জিত দলকে এক অপরিচিত বোলারও ধ্বংস করে দিয়েছে। এই মুহূর্তে ভারতে রঞ্জির রণে সিনিয়র খেলোয়াড় থেকে শুরু করে জুনিয়র খেলোয়াড় আর নামী খেলোয়াড়দের থেকে শুরু করে অপরিচিত খেলোয়াড়রা নিজেদের ক্রিকেট কৌশল দেখাচ্ছেন। এর মধ্যে রেলওয়ের এক অপরিচিত বোলার মুম্বাইয়ের মতো রঞ্জির সবচেয়ে খতরনাক দলকে ২ ঘন্টায় শেষ করে দিয়েছে।অপরিচিত বোলার টি প্রদীপ পুজরের সামনে উড়ে গেলো মুম্বাইবুধবার রঞ্জি ট্রফির লীগ ম্যাচ শুরু হয়েছে যেখানে মুম্বাই আর রেলওয়ের মধ্যে একটি ম্যাচ খেলা হয়েছে। মুম্বাইয়ের ওয়াংখেড়ে স্টেডিয়ামে খেলা হওয়া এই ম্যাচের প্রথম দিন মুম্বাইয়ের মতো মজবুত দলকে সহজ দাবীদার মনে করা হচ্ছিল কিন্তু রেলওয়ের অপরিচিত জোরে বোলা টি প্রদীপ পুজরের সামনে প্রথম ইনিংসে মুম্বাই বিধ্বস্ত হয়ে গিয়েছে। নিজের দ্বিতীয়ই প্রথম শ্রেণীর ম্যাচ খেলা রেলওয়ের জোরে বোলার টি প্রদীপ পুজারা বিধ্বংসী বোলিং করে মুম্বাইয়ের দলের ব্যাটসম্যান অজিঙ্ক রাহানে, পৃথ্বী শ, সূর্যকুমার যাদব, আর সিদ্ধেশ ল্যাডের মতো তারকাদের নিয়ে সজ্জিত দলকে মাত্র ১১৪ রানেই অলআউট করে দিয়েছে।টি প্রদীপ পুজ মুম্বাইয়ের ইনিংসে নিলেন ৬ উইকেটটি প্রদীপ পুজর দুর্দান্ত বোলিং করে ৩৭ রান দিয়ে ৬ উইকেট হাসিল করেছেন। রেলওয়ের এই তরুণ বোলার এই ৬ উইকেটের মধ্যে অজিঙ্ক রাহানে, সূর্যকুমার যাদব, জয় বিস্তের মতো ব্যাটসম্যানের প্যাভিলিয়নে ফেরত পাঠিয়েছেন। আর পুরো মুম্বাইয়ের দলকে ২ ঘন্টাতেই ১১৪ রানে অলআউট করে দিয়েছে। মুম্বাইয়ের হয়ে কোনো বড়ো ব্যাটসম্যানই বেশিক্ষণ সংঘর্ষ করতে পারেননি। এর মধ্যে পৃথ্বী শ ১২ রান, অজিঙ্ক রাহানে ৫ রান, জয় বিস্ত ২১ রান, আদিত্য তারে ৪ রান আর সূর্যকুমার যাদব ৩৯ রানই করতে পেরেছেন।ম্বাইয়ের নামী আর তারকা ব্যাটসম্যানদের জন্য খতরনাক প্রমানিত হওয়া টি প্রদীপ পুজর কর্ণাটকের ম্যাঙ্গালোর শহরের বাসিন্দা। কর্ণাটকে খেলা হওয়া লীগ কেপিএলে নিজের দম দেখানো প্রদীপকে রেলওয়ে নিজেদের দলে সুযোগ দিয়েছে যারপর এটিই তার মাত্র দ্বিতীয় প্রথম শ্রেণীর ম্যাচ।

অস্ট্রেলিয়ান ওপেনের ফাইনালে জকোভিচ

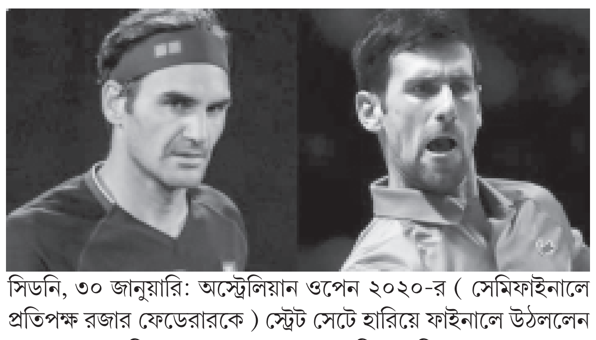

সিডনি, ৩০ জানুয়ারি: অস্ট্রেলিয়ান ওপেন ২০২০-র (সেমিফাইনালে প্রতিপক্ষ রজার ফেডেরারকে) স্ট্রেট সেটে হারিয়ে ফাইনালে উঠললেন নোভাক জকোভিচ । ৫০তম বারে মুখোমুখি হয়েছিলেন জোকার এবং ফেডেরার। আর এই নিয়ে অস্টম বার অস্ট্রেলিয়ান ওপেনের ফাইনালে খেলতে চলেছেন জকোভিচ। রজার ফেডেরারকে ৭-৬, ৬-৪, ৬-৩ সেটে এদিন পর্যুদস্ত করেন জোকার। আজকের এই জয়ের মধ্যে দিয়েই ইতিহাসের পাতাতেও নাম তুলে ফেললেন জোকার। আর যাঁকে হারালেন তিনি অস্ট্রেলিয়ান ওপেনে ছ''বারের চ্যাম্পিয়ন।তবে চোট যে এদিন ফেডেরারের জন্য একপ্রকার মাথাব্যথার কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছিল সে বিষয়ে কোনও সন্দেহ নেই।

ইনস্টাগ্রামে ২০ কোটি ফলোয়ার্স, রাজার আসনে ক্রিশ্চিয়ানো রোনাল্ডো

ইনস্টাগ্রামে ২০ কোটি ফলোয়ার্সের শুভেচ্ছা ও ভালোবাসা পেয়ে আপ্লুত হলেন ক্রিশ্চিয়ানো রোনাল্ডো। সবমিলিয়ে সোশ্যাল মিডিয়ায় পর্তুগিজ তারকার ফলোয়ার্স সংখ্যা ৩৩ কোটিতে গিয়ে পৌঁছেছে।ইনস্টাগ্রামে ২০ কোটি ফলোয়ার্স পেয়ে উচ্ছ্বসিত ক্রিশ্চিয়ানো রোনাল্ডো সকলকে ধন্যবাদ জানিয়েছেন। এত বছর তাঁর পাশে দাঁড়ানোর জন্য ভক্তদের প্রতি নিজের কৃতজ্ঞতাও প্রকাশ করেছেন পর্তুগিজ তারকা। সম্প্রতি প্রকাশিত সমীক্ষা থেকে জানা গিয়েছে, ইনস্টাগ্রামে প্রতি স্পনসরড পোস্ট থেকে ৯ লাখ ইউরো রোজগার করেন রোনাল্ডো। সব মিলিয়ে প্রতি বছর ইনস্টাগ্রাম থেকে প্রায় ৩৮০ কোটি টাকা রোজগার করেন সিআর সেভেন। যা রোনাল্ডোর বর্তমান ক্লাব জুভেন্তাস থেকে রোজগারের থেকে অনেকটাই বেশি।তাঁর অন্যতম প্রতিদ্বন্দ্বী আর্জেন্টিনার লিওনেল মেসি ইনস্টাগ্রাম থেকে প্রতি বছর প্রায় ১৭৪ কোটি টাকা রোজগার করে থাকেন। সব মিলিয়ে সোশ্যাল মিডিয়ায় ফলোয়ার্স সংখ্যার নিরিখে লিওনেল মেসি রয়েছেন অষ্টম স্থানে। ১৪১.৮ মিলিয়ন ফলোয়ার্স রয়েছে তাঁর। ১৩২ মিলিয়ন ফলোয়ার্সের ভালোবাসা পাওয়া ব্রাজিলের নেইমার রয়েছেন তালিকার দশম স্থানে।

সৌরভের ''সুপার সিরিজ''-র সমালোচনা প্রাক্তন পাক অধিনায়কের

ভারতীয় ক্রিকেট কন্টোল বোর্ডের সভাপতি সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়ের চতুর্দেশীয় ক্রিকেট ট্যুরনামেন্টের ধারণার তীব্র সমালোচনা করলেন প্রাক্তন পাক ক্রিকেট অধিনায়ক রশিদ লতিফ। লতিফের অভিযোগ সৌরভ যে পরিকল্পনার কথা বলছেন, তাতে অন্যান্য ক্রিকেট খেলিয়ে দেশগুলোর অনেক ক্ষতি হবে। শুধু তাই নয়, ক্রিকেটে বিগ থ্রি মডেলেরও উল্লেখ করে বলেন, যেভাবে এই মডেল সফল হয়নি সেভাবে বিসিসিআই প্রেসিডেন্টের পরিকল্পনাগুলোও কাজ করবে না। প্রসঙ্গত, বোর্ড সভাপতি সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায় কয়েকদিন আগেই জানিয়েছিলেন যে বিসিসিআই প্ল্যান করছে যাতে একটি চতুর্দেশীয় ক্রিকেট ট্যুরনামেন্টের আয়োজন করা যেতে পারে। এই ট্যুরনামেন্টের আয়োজক হিসেবে বিসিসিআই-এর পাশাপাশি ইংল্যান্ড ক্রিকেট বোর্ড, ক্রিকেট অস্ট্রেলিয়াও থাকবে। রোটেশন করে প্রতিবছর এই ট্যুরনামেন্টের আয়োজন করবে সংশ্লিষ্ট বোর্ড। আর সৌরভের এই প্ল্যানিংয়ের কথা সামনে আসতেই এর ইউটিউব ভিডিওতে সমালোচনায় সরব রশিদ লতিফ।ইন্ডিয়া, অস্ট্রেলিয়া, ইংল্যান্ড এবং অন্য আরও একটি দল এই সুপার সিরিজে অংশ নেবে। ২০২১ সাল থেকে এই সুপার সিরিজ চালু হওয়ার কথা। এই ট্যুরনামেন্টের প্রথম এডিশনই আয়োজিত হবে ভারতে। এমনটাই কলকাতায় জানিয়েছিলেন কলকাতার মহারাজ। শুধু তাই নয়, এবিষয়ে ইল্যান্ড এন্ড ওয়েলস ক্রিকেড বোর্ডের সঙ্গেও আলোচনা সেরে রেখেছেন সৌরভ।ইতিমধ্যেই এই পদক্ষেপকে ক্রিকেটের বিগ-থ্রি মডেল হিসেবে চিহ্নিত করা হচ্ছে। ইন্ডিয়া, ইংল্যান্ড ও অস্ট্রেলিয়া ক্রিকেট বোর্ড একত্রিত হয়ে এই বিগ থ্রি মডেল সফল করতে ততপর। এও বলা হচ্ছে যে, ইন্টারন্যাশনাল ক্রিকেট কন্টোল বোর্ড বা আইসিসি-র ফিউচার ট্যুর প্রোগ্রামের আওতাধীন ৫০ ওভারের প্রতিযোগিতাকে কাউন্টার করার জন্যই এই ট্যুরনামেন্টের পরিকল্পনা করা হচ্ছে। গত সপ্তাহেই কলকাতায় এবিষয়ে খোলাসা করেছিলেন বোর্ড অফ কন্টোল ফর ক্রিকেট ইন ইন্ডিয়ার সভাপতি সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়। ইংল্যান্ড এন্ড ওয়েলস ক্রিকেট বোর্ড ইতিমধ্যেই এই পরিকল্পনার কথা নিশ্চিত করেছে।ইসিবির তরফে একটি বিবৃতি দিয়ে জানানো হয়েছে যে, বিশ্বের ক্রিকেটের বড় দেশের বোর্ডের সঙ্গে আমরা নিয়মিত যোগাযোগ রেখে চলেছি, ক্রিকেট খেলাটার ব্যাপ্তি ও উন্নতির জন্য আলোচনা করে চলেছি। ডিসেম্বরেই এই চতুর্দেশীয় প্রতিযোগিতার কথা বিসিসিআইয়ের সঙ্গে আলোচনার সময় সামনে আসে। আমরা আইসিসির নিয়ন্ত্রণাধীন অন্যান্য বোর্ডগুলোর সঙ্গেও আলোচনায় আগ্রহী। যদি আরও কোনও ভাবনাচিন্তা সামনে আসে।উল্লেখ্য, চলতি মাসের শুরুতেই বিসিসিআই সভাপতি সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়, বোর্ড সচিব জয় শাহ, কোষাধ্যক্ষ অরুণ ধুমাল লন্ডনে ইসিবি আধিকারিকদের সঙ্গে একটি বৈঠক করেন। ইসিবি চেয়ারম্যান কোলিন গ্র্যাভসও বৈঠকে ছিলেন। সেখানেই এই চতুর্দেশীয় সুপার সিরিজের বিষয়ে আলোচনা হয় বলে জানা গেছে। প্রসঙ্গত সৌরভ মানেই নতুন নতুন ভাবনা। বিসিসিআই সভাপতি হওয়ার পরই তিনি জানিয়েছিলেন, ক্রিকেট ও ক্রিকেটারদের উন্নতির স্বার্থেই তিনি কাজ করে যাবেন। সম্প্রতি ইডেনে বাংলাদেশের সঙ্গে দিবারাতের ঐতিহাসিক পিঙ্ক বল টেস্ট সফলভাবে সম্পন্ন করেছেন সৌরভ। দেশের ক্রিকেট তো বটেই বিশ্বের ক্রিকেট মহলেও ব্যপক সাড়া ফেলেছে সৌরভের এই পিঙ্ক বল টেস্ট। সম্প্রতি তিনি এও বলেছেন, প্রতিটা সিরিজেই অন্তত একটা পিঙ্ক বল ম্যাচ খেলার পক্ষে সওয়াল করেছেন প্রিন্স অফ ক্যালকাটা। তবে সুপার সিরিজ নিয়ে রশিদ লতিফ যাই বলুন, এতে দাদার পরিকল্পনায় কোনও পরিবর্তন তো আসবেই না, বরং বিশ্ব ক্রিকেট সাদরে গ্রহণ করে নেবে মহারাজের মস্তিস্ক প্রসূত বিভিন্ন পরিকল্পনা।

সেক্রেড গেমস-এর নওয়াজউদ্দিনের স্টাইলে রোহিতের প্রশংসা করলেন সহবাগ

প্রথমে মহম্মদ শামি, পরে রোহিত শর্মার যুগলবন্দিতে সুপার ওভারে ম্যাচ জেতার ঘোর এখনও কাটেনি ভারতীয় ভক্তদের। হ্যামিল্টনের জয়ের পরেই যুবরাজ সিংহ-সহ একাধিক প্রাক্তন ক্রিকেটার প্রশংসা করেছেন ''হিটম্যান''-এর।এর মধ্যেই ভারতের প্রাক্তন ওপেনার বীরেন্দ্র সহবাগ সেক্রেড গেমস-এর নওয়াজউদ্দিন সিদ্দিকির মন্তব্য তুলে রোহিতের প্রশংসা করলেন। শামিরও উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করেলন ''নজফগড়ের নবাব''।তৃতীয় টি টোয়েন্টি ম্যাচে শেষ ওভারে জেতার জন্য কিউয়িদের দরকার ছিল ৯ রান। শামির প্রথম বলেই ছক্কা হাঁকান রস টেলর। তার পরে দারুণ ভাবে ফিরে আসেন শামি। ডট বল করেন, দুটো উইকেট তুলে নিয়ে ম্যাচ নিয়ে যান সুপার ওভারে। সুপার ওভারে রোহিত অসাধ্যসাধন করেন। শেষ দু''টি বল গ্যালারিতে ফেলে স্মরণীয় জয় এনে দেন হ্যামিল্টনে।সাতটির মধ্যে ছ''টিতেই হার, নিউজিল্যান্ডের সুপার ওভার ভাগ্য সর্বদাই খারাপ''সেক্রেড গেমস'' ওয়েব সিরিজে নওয়াজউদ্দিন সিদ্দিকি যে ভাবে ''কভি কভি লাগতা হ্যায় আপুন হি ভগবান হ্যায়'' বলতেন, ঠিক সে ভাবেই রোহিতকে উদ্দেশ করে বীরু বলেন, ''''অ্যায়সা লাগতা হ্যায় আপুন হি ভগবান হ্যায়! যে ভাবে অসম্ভবকে সম্ভব করল রোহিত শর্মা, তাতে এই কথাগুলো খেটে যায় ওর ক্ষেত্রে।'''' শামি সম্পর্কেও উচ্ছ্বসিত সহবাগ বলেন, ''''চার বলে ২ রান আটকে রাখা অবিশ্বাস্য প্রয়াস। এই জয় মনে থাকবে।''''মনে রাখার মতোই খেলছে এখন বিরাট কোহালির ভারত।

ধোনিকে স্মরণ করে আবেগী হলেন যজুবেন্দ্র চহেল, জানালেন বাসে এখনো খালি থাকে জায়গা

বিশ্বকাপের পর মহেন্দ্র সিং ধোনি ভারতীয় দলে যোগ দেননি আর তিনি ক্রিকেট থেকে দূরে রয়েছেন। কিন্তু দলের সতীর্থ খেলোয়াড়রা আর তার সমর্থকদের সেই অভাব অনুভূত হয়। এখন স্বয়ং ভারতীয় দলের স্পিনার যজুবেন্দ্র চহেল নিজের একটি শোতে জানিয়েছেন যে আজও ধোনির জায়গায় কেউ বসে না আর তার সিটটি খালিই থাকে।যজুবেন্দ্র চহেল জানালেন অনুভুত হচ্ছে মহেন্দ্র সিং ধোনির অভাবস্ট স্পিনার যজুবেন্দ্র চহেলকে খেলার মাঠের পাশাপাশি চহেল টিভিতেও দেখা যায়। যেখানে তিনি প্রাক্তন অধিনায়ক আর উইকেটকিপার ব্যাটসম্যান মহেন্দ্র সিং ধোনির অনুপস্থিতিতে টিম বাসের পরিস্থিতির কথা বলেছেন। চহেল জানিয়েছেন যে, যেখানে মহেন্দ্র সিং ধোনি বসতেন আজও সেই জায়গাটি খালি থাকে। তাছাড়াও চহেল এটাও বলেছেন যে তারকা ধোনির ইচ্ছা ছিল তিনি চহেল টিভিতে আসবেন কিন্তু তিনি শেষ পর্যন্ত সেখানে যাননি। ধোনি ইংল্যান্ডে খেলা হওয়া বিশ্বকাপের সেমিফাইনালের পর দলের সঙ্গে যোগ দেননি। রাঁচি টেস্ট চলাকালীন যদিও তিনি দলের খেলোয়াড়দের সঙ্গে দেখা করেছিলেন।জসপ্রীত বুমরাহকে ডিনারের জন্য জিজ্ঞাসা করলেন যজুবেন্দ্র চহেলএই শো চলাকালীন যজুবেন্দ্র চহেল জোরে বোলার জসপ্রীত বুমরাহের সঙ্গে কথা বলার সময় তাকে ডিনারে যাওয়ার জন্য বলেন। বুমরাহ জবাব দিয়ে বলেন যে তার জন্য তোমাকে তাড়াতাড়ি খেতে হবে নয়ত তোমার সময় পর্যন্ত আমি ঘুমিয়ে পড়ি। চহেল তারপর ঋষভ পন্থ আর মহম্মদ শামির সঙ্গেও কথা বলেন। যারপর তিনি কেএল রাহুলের কাছেও নিউজিল্যান্ডের ব্যাপারে কথা বলতে গিয়ে তিনি এই সফরের অভিজ্ঞতার ব্যাপারে প্রশ্ন করেন। চহেল আর তার সতীর্থ বোলার কুলদীপ যাদবও এই শো চলাকালীন এই সফর আর নিউজিল্যান্ডের দেশের ব্যাপারে আলোচনা করেছেন।সিরিজ জিতেছে ভারতরতীয় দল গত ২৯ জানুয়ারি হ্যামিল্টনে খেলা হওয়া টি-২০ সিরিজের তৃতীয় ম্যাচ সুপার ওভারে জিতে নিয়ে পাঁচ ম্যাচের এই সিরিজ ৩-০ ফলাফলে দখল করে নিয়েছে। এই সিরিজে এখনো দুটি টি২০ ম্যাচ খেলা বাকি রয়েছে। চতুর্থ ম্যাচটি আগামী ৩১ জানুয়ারি খেলা হবে।

ইংরাজি নিয়ে ভারতীয় ক্রিকেটারকে কটাক্ষ অজিদের, ম্যাচের পর পাল্টা দিল ভারতীয় ভক্তরা

অস্ট্রেলিয়ান তরুণ ক্রিকেটারদের বিরুদ্ধে উঠলো গুরুতর অভিযোগ। ভারতীয় ভক্তদের-কে বিদ্রুপ করে বিপাকে জড়ালেন তারা। ঘটনাটি ঘটে ভারত অস্ট্রেলিয়া কোয়ার্টার ফাইনালের আগে। অনূর্ধ ১৯ বিশ্বকাপ কোয়ার্টার ফাইনালে মুখোমুখি হয়েছিল ভারত এবং অস্ট্রেলিয়া। তার আগের দিন অস্ট্রেলিয়া দলের এক খেলোয়াড় ফ্রেশার ম্যাকগার্ক ইনস্টাগ্রামে একটি পোস্ট করেন। পোস্টটিতে তিনি লেখেন 'কোয়ার্টার ফাইনাল, আমরা আসছি'। এই পোস্টটির কমেন্ট সেকশন ঘিরেই গড়ে ওঠে বিতর্ক।পোস্টটির কমেন্ট সেকশনে কমেন্ট করেন ফ্রেশারের সতীর্থ ব্যাটসম্যান অলি ডেভিস, লিয়াম স্কট, লাচেন হার্নি-রা। তারা সেই কমেন্টগুলি করেন ভারতীয় ভক্তদের ভাঙা ভাঙা ইংরেজি কে নকল করে। স্পষ্ট বোঝা যায় কমেন্ট গুলি আসলে ব্যাঙ্গ করে করা। এতেই ক্ষুব্ধ হয় ভারতীয় ভক্তরা।এরপর ম্যাচে ভারতের কাছে হারতে হয় অস্ট্রেলিয়াকে। প্রিয়ম গর্গের নেতৃত্বাধীন ভারতীয় দল অস্ট্রেলিয়াকে হারায় ৭৪ রানে। অসাধারণ বোলিং করেন পেসার কার্তিক ত্যাগী। রান তাড়া করতে নেমে তার বোলিংয়ের সামনে ছত্রভঙ্গ হয়ে যায় অস্ট্রেলিয়ান ব্যাটিং লাইনআপ। এর পরে পালটা জবাব দিতে শুরু করেন ভারতীয় ভক্তরা। ভেসে আসতে থাকে নানান বাঁকা মন্তব্য। বাধ্য হয়ে পোস্টটির প্রাইভেসি পরিবর্তন করতে বাধ্য হয় ক্রিকেট অস্ট্রেলিয়া। ফ্রেশার ম্যাকগার্ক পরে তাদের ভুল স্বীকার করেন। বিশ্বকাপ থেকে ছিটকে গিয়ে যে তারা সকলেই হতাশ তাও জানান ফ্রেশার।

নিরপেক্ষ ভেন্যু চায় বাংলাদেশ

দশ বছর পর পাকিস্তানে ফিরেছে টেস্ট ক্রিকেট। সম্প্রতি পাকিস্তানের মাটিতে গিয়ে দুই ম্যাচের টেস্ট সিরিজ খেলেছে শ্রীলঙ্কা।এরপর পাকভূমে বাংলাদেশের টেস্ট সিরিজ খেলা নিয়ে আলোচনা হলেও এখনই তা হচ্ছে না।পাকিস্তানের মাটিতে টি-টোয়েন্টি সিরিজ খেলার বিষয়ে সম্মতি দিয়েছে বাংলাদেশ। তবে বাংলাদেশ দল টি-টোয়েন্টি পর টেস্ট সিরিজটি পাকভূমে খেলার বিষয়ে সরে দাঁড়িয়েছে। কম দিনে পাকিস্তানে সিরিজে খেলে দেশে ফিরতে চায় বাংলাদেশ। সেক্ষেত্রে টেস্ট সিরিজ হলে, তা নিরপেক্ষ ভেন্যুতে করার পক্ষে বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ডের পক্ষ থেকে বার্তা দেওয়া হয়েছে।বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ডের এক কর্মকর্তা বলেছেন, ''পাকিস্তান ক্রিকেট বোর্ডকে আমরা আমাদের দিকটা বুঝিয়ে বলেছি।

No.F.1(2)/SDM/UDP/BEUP/31-R K PUR/2019-20/2791-2801
dated, the 16th January, 2020

PRESS NOTICE INVITING QUOTATION

On behalf of the Government of Tripura, the undersigned is hereby invited the Sealed Quotation in prescribed format from the reputed & Authorized Dealers / Supplier / Farm / Agency / Co-Operative Society having valid trade license, GST Registration Certificate for supply of 25 nos Wooden Joint Benches, 6 nos Teacher's Table & 4 nos Mat (Sataranji) for Udaipur English Medium Higher Secondary School, Udaipur, Gomati District under 31- Radhakishorepur Assembly Constituency of BEUP Scheme during the Financial Year, 2019-20. The details of require materials, prescribes format of the Quotation and other term & condition of the Quotation including D-Call Amount can be seen from the Notice Board of Office of the Sub-Divisional Magistrate, Udaipur, Gomati District and State Government portal. If any bidders interested, may he / she collect the prescribed format from the In-Charge of Nazarat Section of this office at free cost.

The interest bidders are hereby requested to submit their Quotation document as per prescribed Format in gala sealed envelop (kham) by indicating the price in words & figures along with necessary documents will be dropped in Tender Box to the Office of the undersigned **w.e.f. 18th January, 2020 to 6th February, 2020 up to 4.00 PM except Govt Holiday. The same will be opened on 6th February, 2020 at 4.30 PM** in presence of authorized bidders or representative of the bidders.

ICA/C-2331/2019-20

(A. Roy)
Sub-Divisional Magistrate
Udaipur, Gomati District.

বেপাত্তা আসামীর সন্ধান চাই :

Ref : West Agartala women ps case no : 2020 WAW003
dated : 09/01/2020, u/s-498(A)/494/506 IPC.

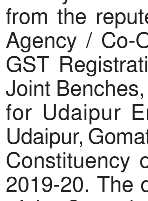

পাশের ছবিটি একজন বেপাত্তা আসামীর ছবি, নাম-শ্রী সান্তনু পাল, পিতা-শ্রী কানু রঞ্জন পাল, সাং-সোনামুড়া, ধনপুর, উত্তর শান্তিপূর, থানা-সোনামুড়া, গত ০৯-০১-২০২০ ইং তারিখের উপর উল্লেখিত মোকাদ্দমায় অপরাধ করার পর নিখোঁজ হইয়া যায়। অনেক খোঁজাখুঁজি করার পরও কোন সন্তান পাওয়া যায় নাই।

উপরে উল্লেখিত মোকাদ্দমার বেপাত্তা আসামী সম্বন্ধে কাহারো কোন তথ্য জানা থাকিলে নিম্ন লিখিত ঠিকানায় ও ফোন নম্বরে এবং আগরতলা পশ্চিম মহিলা থানার ভারপ্রাপ্ত কার্যকারক মহোদয়ার সাথে যোগাযোগ করার জন্য অনুরোধ করা হইল।

১। পুলিশ সুপার (পশ্চিম ত্রিপুরা) : ০৩৮১-২৩২-৩৫৮৬
২। সি. টি. কন্ট্রোল - ০৩৮১-২৩২-৫৭৮৪/১০০
৩। আগরতলা পশ্চিম মহিলা থানা - ০৩৮১-২৩২-৫৪৫৪

পুলিশ সুপার
পশ্চিম ত্রিপুরা

PRESS NOTICE INVITING e-TENDER NO: 26/EE/DWS/DMN/2019-20

The **Executive Engineer, DWS Division Dharmanagar, North Tripura** invites on behalf of the 'Governor of Tripura' **percentage rate e-tender** from the Central & State public sector undertaking / enterprise and eligible Bidders /Firms/Agencies of appropriate class registered with PWD/TTAADC/MES/CPWD/Railway/Other State PWD, having experience in similar nature of work **up to 3.00 P.M. on 14-02-2020** for the following work:-

SL NO	NAME OF THE WORK	ESTIMATED COST	EARNEST MONEY	TIME FOR COMPLETION	CLASS OF BIDDER
1	DNIe-T No: 135/EE/DWS/DMN/2019-20	Rs. 5,43,676.00	Rs. 5,437.00	180 days	Appropriate Class
2	DNIe-T No: 136/EE/DWS/DMN/2019-20	Rs. 18,25,176.00	Rs. 18,252.00	90 days	Appropriate Class
3	DNIe-T No: 137/EE/DWS/DMN/2019-20	Rs. 17,30,156.00	Rs. 17,302.00	90 days	Appropriate Class
4	DNIe-T No: 138/EE/DWS/DMN/2019-20	Rs. 16,28,086.00	Rs. 16,281.00	90 days	Appropriate Class
5	DNIe-T No: 139/EE/DWS/DMN/2019-20	Rs. 16,28,086.00	Rs. 16,281.00	90 days	Appropriate Class
6	DNIe-T No: 140/EE/DWS/DMN/2019-20	Rs. 19,94,836.00	Rs. 19,948.00	90 days	Appropriate Class
7	DNIe-T No: 141/EE/DWS/DMN/2019-20	Rs. 18,91,476.00	Rs. 18,915.00	90 days	Appropriate Class
8	DNIe-T No: 142/EE/DWS/DMN/2019-20	Rs. 12,49,456.00	Rs. 12,495.00	180 days	Appropriate Class
9	DNIe-T No: 143/EE/DWS/DMN/2019-20	Rs. 9,51,848.00	Rs. 9,518.00	90 days	Appropriate Class
10	DNIe-T No: 144/EE/DWS/DMN/2019-20	Rs. 12,04,559.00	Rs. 12,046.00	90 days	Appropriate Class

- Last Date and Time for Document Downloading and Bidding : 14-02-2020 up to 15.00 Hrs
- Date and Time for Opening of BID : 14-02-2020 at 16.00 Hrs
- Document Downloading and Bidding at Application : https://tripuratenders.gov.in
- Bid Fee : ₹ 1,000.00 each, (non refundable).

All details are available in the https://tripuratenders.gov.in

Executive Engineer
DWS Division Dharmanagar,
North Tripura.

Note : "NO NEGOTIATION WILL BE CONDUCTED WITH THE LOWEST BIDDER"

ICA/C-2336/2019-20

রাজ্যে ব্যবসা বাণিজ্যের অনুকূল পরিস্থিতি সৃষ্টি হচ্ছে ঃ মুখ্যমন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৩০ জানুয়ারি।। রাজ্যে ব্যবসা বাণিজ্যের অনুকূল পরিস্থিতি সৃষ্টি হচ্ছে। বহির্রাজ্য এমনকি বিদেশের মানুষও তা বুঝতে পারছেন। রাজ্যের মানুষ এখন রোজগারের কথাও চিন্তা করছে। মানুষের মধ্যে কাজ করার ও স্বনির্ভর হওয়ার মানসিকতা সৃষ্টি হয়েছে। আজ হাঁপানিয়াস্থিত আন্তর্জাতিক মেলা প্রাঙ্গণ ও প্রদর্শনী কেন্দ্রে আয়োজিত ৩০তম ত্রিপুরা শিল্প ও বাণিজ্য মেলার উদ্বোধন করে এই অভিমত ব্যক্ত করেন মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব। শিল্প ও বাণিজ্য দপ্তর আয়োজিত এই মেলা চলবে আগামী ১৫ ফেবয়ারি পর্যন্ত। প্রতিদিন মেলা দুপুর ২টা থেকে শুরু হয়ে রাত্রি ৯টা পর্যন্ত চলবে। অনুষ্ঠানে মুখ্যমন্ত্রী বক্তব্য রাখতে গিয়ে বলেন, নতুন সরকারের স্বল্প শাসনকালের মধ্যেই ত্রিপুরাবাসীর মানসিকতার পরিবর্তন ঘটেছে। মানুষের মধ্যে কাজের প্রতি আগ্রহ, স্বচ্ছতা, সময়ের কাজ সময়ে শেষ করার অভ্যাস ও দৃষ্টিভঙ্গি সৃষ্টি হয়েছে। রাজ্যে শিক্ষা, স্বাস্থ্য এবং তথ্য ও প্রযুক্তি হাব গঠিত হবে। বাড়বে কাজের সুযোগ ও রোজগার। উন্নত হবে রাজ্য। মুখ্যমন্ত্রী আরও বলেন, ২০১৭-১৮ সাল পর্যন্ত রাজ্যে কেবলমাত্র ৫,৪৯৩টি ইণ্ডাস্ট্রিয়াল ইউনিট ছিলো। নতুন সরকার আসার পর ২,৬৪৯টি নতুন ইণ্ডাস্ট্রিয়াল ইউনিট বসেছে। চালু হয়েছে সিঙ্গল উইণ্ডো সিস্টেম। যার মাধ্যমে শিল্প স্থাপনের জন্য প্রয়োজনীয় কার্যপ্রণালী ৩০দিনের মধ্যেই সম্পন্ন করা যাবে। ২০১৯-২০ অর্থবছরে ত্রিপুরার মাথাপিছু আয় বেড়ে ১ লক্ষ ৫১ হাজার টাকা হবে বলে আশা করা হচ্ছে। যা বিগত সরকারের আমলে ১ লক্ষ ১৬ হাজার টাকা ছিলো।

মুখ্যমন্ত্রী রাজ্যে শিল্প বিকাশের সম্পর্কে বলতে গিয়ে বলেন, রাজ্যে পর্যটনের অপার সম্ভাবনা থাকলেও প্রচার ও প্রসারের অভাবে সঠিকভাবে কখনওই মানুষের নজরে আসেনি। যার ফলস্বরূপ এর আশানুরূপ বিকাশ হয়নি। তিনি বলেন, বর্তমানে ছবিমুড়া, উজ্জয়ন্ত প্রাসাদ, ত্রিপুরেশ্বরী মা-র বাড়ি সহ বিভিন্ন পর্যটনস্থলগুলিতে পর্যটকের সংখ্যা উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে। পর্যটন শিল্পের বিকাশে সংশ্লিষ্ট দপ্তর কর্ত্তৃক অনেকগুলি অভিনব পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে। রাজ্যে রাবার শিল্পের সাথে প্রায় দেড় লক্ষ পরিবার যুক্ত রয়েছে। যাদের মধ্যে অধিকাংশই জনজাতি অংশের মানুষ। মুখ্যমন্ত্রী আরও বলেন, রাজ্যের সামগ্রিক বিকাশে যোগাযোগ ব্যবস্থা, পরিকাঠামোর উন্নয়ন একান্ত আবশ্যক। তাই প্রতিবেশী দেশ বাংলাদেশের সঙ্গে বন্দর ব্যবহার, প্রোটোকল রোড স্থাপন ইত্যাদি বিষয়ে চুক্তি হয়েছে। সাবমে সেজ স্থাপন করা হবে। ফেণী নদীর উপর সেতু তৈরি হয়ে গেলে ত্রিপুরা দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ার করিডোরে পরিণত হবে। মুখ্যমন্ত্রী বলেন, বর্তমান কেন্দ্র ও রাজ্য সরকার ভোট ব্যাঙ্কের রাজনীতি করে না। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি যেমন ২০৩০ সালের মধ্যে দেশকে সর্বশ্রেষ্ঠ করতে চাইছে, ঠিক তেমনি রাজ্য সরকারও ঐ সময়কালের মধ্যে ত্রিপুরাকে সর্বশ্রেষ্ঠ বানানোর লক্ষ্য নিয়ে কাজ করছে। বক্তব্যের শেষ পর্যায়ে তিনি ত্রিপুরার উন্নয়নে বাংলাদেশ যে সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিয়েছে এরজন্য বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে ধন্যবাদ জানান। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানের সভাপতি তথা ত্রিপুরা শিল্পোন্নয়ন নিগমের চেয়ারম্যান টিংকু রায় বলেন, রাজ্য স্বনির্ভর হওয়ার পথে এক কদম এগিয়েছে। এই মেলা পরিসরের নতুন যেসব পরিকাঠামো তৈরী করা হয়েছে তা সবকিছুই শিল্প ও বাণিজ্য দপ্তরের দু'বছরের আয়ের মাধ্যমে করা হয়েছে। কেন্দ্র ও রাজ্য সরকার থেকে কোন সহায়তা নেওয়া হয়নি। নাগিছড়াতে নতুন শিল্পনগরী স্থাপন করা হয়েছে। সাবমের সেজ-এ কাজ করার জন্য শিল্প ও বাণিজ্য দপ্তর অর্থ ম'রী দিয়েছে। রাজ্যকে স্বনির্ভর করার মুখ্যমন্ত্রীর যে স্বপ সে পথে রাজ্য এগিয়ে চলছে। বক্তব্য রাখতে গিয়ে তিনি বলেন, এবারের শিল্প ও বাণিজ্য মেলায় মোট স্টল হয়েছে ২৮২টি। যার মধ্যে সরকারী স্টল ২৬টি, আন্তর্জাতিক স্টল ৪৭টি, বহির্রাজ্যের ৪৫টি এবং স্থানীয় স্টল রয়েছে ১৬৪টি। বক্তব্য রাখতে গিয়ে অনুষ্ঠানের বিশেষ অতিথি বাংলাদেশের সহকারী হাইকমিশনার কিরীট চাকমা বলেন, ত্রিপুরার উন্নয়নে বাংলাদেশ পাশে থাকবে। বাংলাদেশের ব্যবসায়ীরা ত্রিপুরায় বিনিয়োগ করলে উভয়ই সমানভাবে লাভবান হবে। এছাড়াও, এদিনের অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন, বিধায়ক মিমি মজমদার, ত্রিপুরা চা উন্নয়ন নিগমের চেয়ারম্যান সন্তোষ সাহা, ত্রিপুরা হস্ততাঁত ও হস্তকারু শিল্প উন্নয়ন নিগমের চেয়ারম্যান বলাই গোস্বামী, শিল্প ও বাণিজ্য দপ্তরের সচিব কিরণ গিত্যে ও অধিকর্তা ড. পি কে গোয়েল প্রমুখ। উল্লেখ্য, স্বউদ্যোগী ও বেকার যুবক যুবতীদের স্বার্থে মেলা উপলক্ষ্যে ৩১ জানুয়ারি থেকে শুরু করে ১৩ ফেবয়ারি পর্যন্ত বিভিন্ন বিষয় যেমন রপ্তানী, এম এস এম ই, স্কিল ডেভেলপমেন্ট, রাবার, চা, বাঁশ, জি এস টি, তথ্য ও প্রযুক্তি প্রভ'তি বিষয় ভিত্তিক আলোচনাচক্র অনুষ্ঠিত হবে। এই কর্মসূচি প্রতিদিন ২টা থেকে ৪টা পর্যন্ত অনুষ্ঠিত হবে।

ধর্মনগরে গণঅবস্থান করল সিপিআইএম মহাকুমা কমিটি

নিজস্ব প্রতিনিধি, চুড়াইবাড়ি, ৩০ জানুয়ারি।। জাতির জনক মহাত্মা গান্ধীর মৃত্যু দিবস উপলক্ষে 'সংহতি ও সম্প্রীতি দিবস' উদযাপন করে দেড় ঘন্টার গণঅবস্থান করল সিপিআইএম ধর্মনগর মহাকুমা কমিটি। উত্তর জেলার ৫৪ কদমতলা কুর্তি বিধানসভা কেন্দ্রের চুড়াইবাড়ি বাজারে দুপুর ১২ টা থেকে ১:৩০ পর্যন্ত চলে এই গণঅবস্থান। দেড় ঘন্টা গন অবস্থানে উপস্থিত ছিলেন ৫৪ কদমতলা কুর্তি বিধানসভা কেন্দ্রের বিধায়ক ইসলাম উদ্দিন, প্রাক্তন বনমন্ত্রী ফয়জুর রহমান, অঞ্চল সম্পাদক হরিপদ গোস্বামী প্রমূখ। জাতির জনক মহাত্মা গান্ধীর মৃত্যুবার্ষিকী উপলক্ষে গোটা দেশব্যাপী সংহতি ও সম্প্রীতি দিবস কার্যসূচী হাতে নিয়েছে সিপিআইএম দল। তারই অঙ্গ হিসাবে উত্তরের ৫৪ কুর্তি কদমতলা বিধানসভা কেন্দ্রের সিপিআইএম নেতৃত্বরা চুরাইবারি বাজারে দেড় ঘন্টা গণঅবস্থান পালন করেন।কোন অবস্থানে বক্তব্য রাখতে গিয়ে উপস্থিত অতিথিরা মহাত্মা গান্ধীর আত্ন বলিদানের বার্তা তুলে ধরেন। পাশাপাশি কেন্দ্রের রাজ্যের বিজেপি সরকারের কড়া ভাষায় সমালোচনা করেন সিপিআইএম দলের শীর্ষ নেতৃত্ব।

এদিকে বক্তব্য রাখতে গিয়ে কুর্তি কদমতলা বিধানসভা কেন্দ্রের বিধায়ক ইসলাম উদ্দিন বলেন, কেন্দ্রের বিজেপি সরকার গত পার্লামেন্ট অধিবেশনে যে ঞ্জঞ্জ পাস করেছে তার প্রতিবাদে ছাত্র-যুবক কৃষক সকল স্তরের জনগণ দেশের বিভিন্ন রাজ্যে ঞ্জঞ্জ বিলের বিরোধিতা করে প্রতিবাদ সাব্যস্ত করেছিলেন।আর বিজেপি সরকার হিন্দু মুসলিম বৌদ্ধ খ্রিষ্টান সম্প্রদায়ের মানুষের মধ্যে বিভাজন তৈরীর একটা ষড়যন্ত্র চালাচ্ছে। তারই প্রতিবাদে ৩০ শে জানুয়ারি জাতির জনক মহাত্মা গান্ধীর মৃত্যুবার্ষিকী উপলক্ষে দেশের শান্তি-শৃঙ্খলা বজায় রাখার দাবিতে সিপিআইএম দল গোটা দেশব্যাপী সংহতি ও সম্প্রীতি দিবসের ডাক দিয়েছে।তারই অঙ্গ হিসাবে চুরাইবাড়িতে দেড় ঘন্টা গণঅবস্থান পালন করা হয়। বিধায়ক ইসলাম উদ্দিন আরও জানান,রাজ্যে বিজেপি আইপিএফটি জোট সরকার প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর থেকে বিরোধীদলের বিধায়করা সরকারি অনুষ্ঠানে কোনো নিমন্ত্রণ পাচ্ছেন না।সরকার সরকারি প্রটোকল ভেঙ্গে উনাদের মর্জিমাফিক অরাজকতা রাজ্যে কায়েম করছে। উদাহরণস্বরূপ বিধায়ক ইসলাম উদ্দিন নিজেও নাকি উনার বিধানসভা কেন্দ্রে অর্থাৎ ৫৪ কুর্তি কদমতলা বিধানসভা কেন্দ্রের সকল সরকারি অনুষ্ঠানে কোন নিমন্ত্রণ পাচ্ছেন না,এমনটাই অভিযোগ করে খুভ উগরে দিলেন বিধায়ক ইসলাম উদ্দিন। পাশাপাশি আজকের দেড় ঘন্টা গণঅবস্থানে দলীয় কর্মী-সমর্থকদের উপস্থিতি ছিল লক্ষণীয়।

বড়োল্যান্ডের ধাঁচে এডিসির ক্ষমতা বৃদ্ধির দাবি জানাল এনসিটি

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৩০ জানুয়ারি ।। বড়োল্যান্ডের ধাঁচে ত্রিপুরা স্বশাসিত জেলা পরিষদের ক্ষমতা বৃদ্ধির দাবি জানিয়েছে উপজাতি ভিত্তিক আঞ্চলিক সংগঠন এনসিটি। সংগঠনের সভাপতি প্রাক্তন বিধায়ক অনিমেষ দেববর্মা বুধবার আগরতলায় আয়োজিত সাংবাদিক সম্মেলনে এই দাবি জানান। তিনি অভিযোগ করেন, কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ জয়েন্ট মুভমেন্ট কমিটির নেতৃবৃন্দকে দিল্লিতে ডেকে নিয়ে তাদের সঙ্গে দেখা করেননি। তাতে তীব্র ক্ষোভ প্রকাশ করেছে এনসিটি। কেন্দ্রীয় সরকার, অসম সরকার ও বড়োল্যান্ডের ক্ষমতা বৃদ্ধির দাবিতে সশস্ত্র আন্দোলনকারীদের সঙ্গে ত্রিপাক্ষিক চুক্তি স্বাক্ষরকে স্বাগত জানিয়েছে এনসিটি। এই চুক্তির ফলে বলোড়্যান্ডের ক্ষমতা বৃদ্ধি করা হয়েছে। কেন্দ্রীয় সরকার বড়োল্যান্ডের উন্নয়নে আগামী তিন বছরে ১৫ হাজার কোটি টাকা খরচ করার সিদ্ধান্ত ঘোষণা করেছে। শুধু তাই নয়, বড়োদের জমির অধিকার, জমি কেনাবেচার অধিকার, বড়োল্যান্ডের আসন সংখ্যা বৃদ্ধির সিদ্ধান্তও গৃহীত হয়েছে। ত্রিপুরা স্বশাসিত জেলা পরিষদ এলাকার উন্নয়ন ও ক্ষমতাবৃদ্ধির জন্য রাজ্যের বিভিন্ন আঞ্চলিক সংগঠন দীর্ঘদিন ধরেই গণতান্ত্রিক উপায়ে আন্দোলন চালিয়ে আসছে। সিএএ ইস্যুতে রাজ্যে জয়েন্ট মুভমেন্ট ফোরাম গণতান্ত্রিক উপায়ে যখন বন্ধ পালন সহ অন্যান্য ধাঁচে আন্দোলন সংগঠিত করে তখনই কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী সংগঠনের নেতৃবৃন্দকে দিল্লিতে গিয়ে আলোচনা করার আমন্ত্রণ জানান। কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর আমন্ত্রণে দিল্লি যাবার পর কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ গণতান্ত্রিক উপায়ে আন্দোলনকারীদের সঙ্গে দেখাই করেননি বলে অভিযোগ করেন এনসিটি নেতা অনিমেষ দেববর্মা। এ ধরনের কার্যকলাপে তিনি তীব্র অসন্তোষ ব্যক্ত করেন। কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর ভূমিকায় অসন্তোষ্ট ত্রিপুরার আঞ্চলিকগুলি রাজ্যে বৃহত্তর আন্দোলন গড়ে তুলবে বলে হুঁশিয়ারি দিয়েছেন এনসিটি নেতা অনিমেষ দেববর্মা। তাতে ভয়ঙ্কর পরিস্থিতির সৃষ্টি হবে, জনজীবন হেস্তনেস্ত হবে।

নাথুরাম গডসে ও নরেন্দ্র মোদী একই মতাদর্শে বিশ্বাসী, প্রধানমন্ত্রীকে আক্রমণ রাহুলের

কালপেট্টা (কেরল), ৩০ জানুয়ারি (হি.স.): নাথুরাম গডসে এবং নরেন্দ্র মোদী একই মতাদর্শে বিশ্বাসী, উভয়ের মধ্যে কোনও পার্থক্যই নেই। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীকে তীব্র আক্রমণ করে বৃহস্পতিবার এমনই মন্তব্য করেছেন কংগ্রেস সাংসদ রাহুল গান্ধী। বৃহস্পতিবার কেরলের কালপেট্টায় জনসভা করেন ওয়ানাডের কংগ্রেস সাংসদ রাহুল। জনসভায় প্রধানমন্ত্রীকে আক্রমণ করে রাহুল গান্ধী বলেছেন, ''নাথুরাম গডসে এবং নরেন্দ্র মোদী একই মতাদর্শে বিশ্বাসী, উভয়ের মধ্যে কোনও পার্থক্যই নেই। শুধুমাত্র গডসেকে বিশ্বাস করি, এই কথা বলার সাহস নেই নরেন্দ্র মোদীর।''

তীব্র আক্রমণ করে রাহুল আরও বলেছেন, ''নাথুরাম গডসে মহাত্মা গান্ধীকে গুলি করেছিলেন, কারণ নিজের উপরেই গডসের কোনও আস্থা ছিল না, তিনি কাউকেই ভালোবাসতেন না, তিনি কাউকেই গুরুত্ব দিতেন না, তিনি কারও প্রতি বিশ্বাস রাখতেন না এবং আমাদের প্রধানমন্ত্রীর ক্ষেত্রেও এই বিষয়গুলি প্রযোজ্য, তিনিও শুধুমাত্র নিজেকে ভালোবাসেন, শুধুমাত্র নিজেকে বিশ্বাস করেন।'' প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীকে আক্রমণ করে রাহুল গান্ধী এদিন আরও বলেছেন, ''নরেন্দ্র মোদীকে যখনই বেকারত্ব ও কর্মসংস্থানের বিষয়ে জিজ্ঞাসা করা হয়, তখনই তিনি মনোযোগ ঘুরিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করেন। এনআরসি এবং সিএএ করলে আমাদের যুবসমাজের চাকরি হবে না।''

সিএএ এবং এনআরসি নিয়ে প্রধানমন্ত্রীকে খোঁচা দিয়ে রাহুল গান্ধী বলেছেন, ''ভারতীয়দেরই প্রমান করতে হচ্ছে তাঁরা ভারতীয় কি না, আমি ভারতীয় কি না সে বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেওয়ার কে নরেন্দ্র মোদী? কে ভারতীয় এবং কে ভারতীয় নয় সে বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য কে তাঁকে লাইসেন্স দিয়েছে? আমি জানি আমি একজন ভারতীয় এবং এ বিষয়ে আমাকে কারও কাছে প্রমান দেওয়ার প্রয়োজন নেই।''

নির্মীয়মাণ ফুট ওভারব্রীজ ভেঙে বিপত্তি মুম্বইতে

মুম্বই, ৩০ জানুয়ারি (হি.স.) : দাঁড়িয়ে থাকা দুইটি পণ্যবাহী ছোট ট্রাকের উপর ভেঙে পড়ল নির্মীয়মাণ ফুট ওভারব্রীজ। বুধবার রাতে মর্মান্তিক দুর্ঘটনাটি মুম্বইয়ের মানকর্হুদ এলাকায় ঘটেছে। আহত দুই।

নির্মীয়মাণ ফুট ওভারব্রীজ ভেঙে পড়ার বিকট শব্দ শুনে স্থানীয় বাসিন্দারা ছুটে আসে। খবর দেওয়া হয় পুলিশে। ঘটনাস্থল আসে পুলিশ, দমকল ও পূর্ত বিভাগের কর্মীরা। শুরু হয় উদ্ধার কাজ। আহতদের উদ্ধার করে স্থানীয় হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। চিকিৎসকেরা জানিয়েছেন যে আহতদের অবস্থা স্থিতিশীল।

পুলিশ ইনস্পেক্টর ট্রাফিক পুন্দলিক কায়গুদা জানিয়েছেন, ব্রীজটির

ছয়ের পাতায় দেখুন

রাজঘাটে গিয়ে জাতির জনককে শ্রদ্ধার্ঘ্য রাষ্ট্রপতি, প্রধানমন্ত্রীর

নয়াদিল্লি, ৩০ জানুয়ারি (হি.স.) : ৭২তম প্রয়াণ বার্ষিকীতে দিল্লির রাজঘাটে গিয়ে জাতির জনক মহাত্মা গান্ধীর প্রতি শ্রদ্ধা জানালেন রাষ্ট্রপতি রামনাথ কোবিন্দ, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। বৃহস্পতিবার সকালে রাজঘাটে গিয়ে জাতির জনকের প্রতি পুষ্পস্তবক দিয়ে শ্রদ্ধা নিবেদন করেন রাষ্ট্রপতি রামনাথ কোবিন্দ। তার আগে এদিন সকালে নিজের ট্যুইটবার্তায় রামনাথ কোবিন্দ লেখেন, সহনাগরিকদের প্রতি নিঃস্বার্থ ভালবাসাই গান্ধীজী শিখিয়ে গিয়েছিলেন। আরও বেশি করে গান্ধীজির প্রকৃত বার্তা খুঁজে পাবে দেশবাসী। এদিন রাজঘাটে গিয়ে গান্ধীজিকে শ্রদ্ধা জানান প্রতিরক্ষামন্ত্রী রাজনাথ সিং, সেনাপ্রধান মনোজমুকুন্দ নারাভানে, বায়ুসেনা প্রধান আরকেএস বাদোরিয়া, নৌসেনা প্রধান করমবীর সিং। শ্রদ্ধাজ্ঞাপন করেন চিফ অফ ডিফেন্স স্টাফ জেনারেল বিপিন রাওয়াত। প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী মনমোহন সিং, ইউপিএ চেয়ারপার্সন সোনিয়া গান্ধী, প্রাক্তন উপ-প্রধানমন্ত্রী লালকৃষ্ণ আডবানি রাজঘাটে গিয়ে জাতির জনকের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করেছেন। এদিন সকালে জাতির জনককে স্মরণ করে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী ট্যুইটবার্তায় লিখেছিলেন, বাপুর(মহাত্মা গান্ধী) ব্যক্তিত্ব, নীতিবোধ এবং আদর্শ সমৃদ্ধশালী ভারত গড়তে সর্বদা দেশবাসীকে অনুপ্রাণিত করে চলেছে। ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামে অন্যতম প্রধান নেতা হলেন মহাত্মা গান্ধী। অহিংসার পথ ধরে খিলাফত, অসহযোগ, ডাণ্ডি মিছিল, ভারত ছাড়োর মতো সারা জাগানো আন্দোলন করে ব্রিটিশ রাজের বিরুদ্ধে প্রবল প্রতিরোধ গড়ে তুলেছিলেন তিনি। জওহরলাল নেহেরু, নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসু, রাজেন্দ্র প্রসাদ, সর্দার বল্লভভাই প্যাটেল, মৌলানা আবুল কালাম আজাদের মতো ব্যক্তিত্বরা তাঁর অনুগামী ছিলেন। ১৯৪৮ সালের ৩০ জানুয়ারি দিল্লিতে নাথুরাম গডসে গুলিতে প্রাণ হারান তিনি।

শহীদ দিবস উপলক্ষে মূর্তিপ্রাঙ্গণে শ্রদ্ধার্ঘ্য

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৩০ জানুয়ারি।। শহীদ দিবস উপলক্ষে আজ আগরতলার মূর্তিপ্রাঙ্গণে ও গান্ধীঘাটে দেশের স্বাধীনতার জন্য যারা জীবন দিয়েছেন তাদের মরণে শ্রদ্ধার্ঘ্য অর্পণ করা হয়। সকাল ৮টা ১০মিনিটে মূর্তিপ্রাঙ্গণে মহাত্মা গান্ধীর মূর্তিতে পুপস্তবক অর্পণ করে শ্রদ্ধা জানান উপজাতিকল্যাণমন্ত্রী মেবার কুমার জমাতিয়া। সেখানে উপস্থিত ছিলেন সচিব সহদেব দাস, অতিরিক্ত জেলাশাসক তপন দাস, অতিরিক্ত মহকুমাশাসক বিনয় ভূষণ দাস ও অবর সচিব দেবজ্যোতি রায় প্রমুখ। উপস্থিত অতিথিগণও গান্ধী মূর্তিতে পুপস্তবক অর্পণ করে শ্রদ্ধা নিবেদন করেন।

সকাল ৮টা ২২মিনিটে গান্ধীঘাট শহীদবেদীতে পুপস্তবক দিয়ে শ্রদ্ধা নিবেদন করেন উপজাতিকল্যাণমন্ত্রী মেবার কুমার জমাতিয়া ও বিধায়ক ডা. দিলীপ দাস। এখানে উপস্থিত ছিলেন সচিব সহদেব দাস, অতিরিক্ত জেলাশাসক তপন দাস, অতিরিক্ত মহকুমাশাসক বিনয় ভূষণ দাস, অবর সচিব দেবজ্যোতি রায় প্রমুখ।

দিল্লিতে নির্বাচনী প্রচার করবেন যোগী আদিত্যনাথ

নয়াদিল্লি, ৩০ জানুয়ারি (হি.স.) : দিল্লি বিধানসভার নির্বাচনী প্রচারে এবার দলের দাপুটে নেতা তথা উত্তরপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী যোগী আদিত্যনাথকে কাজে লাগাতে চাইছে বিজেপি। ইতিমধ্যেই দিল্লিতে প্রচার করে গিয়েছেন গুজরাটের মুখ্যমন্ত্রী বিজয় রুপানী, হিমাচলপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী জয় রাম ঠাকুর। এবার পালা যোগী আদিত্যনাথের। পয়লা ফেব্রুয়ারি শনিবার দিল্লিতে জনসভা ভাষণ দিতে আসবেন যোগী আদিত্যনাথ। ভোট প্রচারের শেষ দফায় আরও বড় চমক থাকছে বিজেপির তরফে। ৩রা ফেব্রুয়ারি সোমবার পূর্ব দিল্লিতে নির্বাচনী জনসভা করবেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। বুধবার রাতে দিল্লিতে বিজেপির হয়ে নির্বাচনী প্রচারে এসে গুজরাটের মুখ্যমন্ত্রী বিজয় রুপানী জানিয়েছিলেন, গোটা এশিয়ায় স্বচ্ছতম নদীতে পরিণত হয়েছে সবরমতী নদী। সবরমতী তীরে ঘুরে গিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী, জাপানি প্রধানমন্ত্রী শিনজো আবে, ইজরায়েলি প্রধানমন্ত্রী বেঞ্জামিন নেতানিয়াহু। এবার আসবেন মার্কিন রাষ্ট্রপতি ডোনাল্ড ট্রাম্প। উল্লেখ করা যেতে পারে আগামী ৮ ফেব্রুয়ারি বিধানসভা নির্বাচন দিল্লি। ভোট নির্ঘণ্ট ঘোষণা হওয়া মাত্রই জোর কদমে নির্বাচনী প্রচার চালিয়ে গিয়েছেন বিজেপি সভাপতি জগত প্রকাশ নাড্ডা, কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ।

স্বত্বাধিকারী পরিতোষ বিশ্বাস কর্তৃক রেনবো প্রিন্টিং ওয়ার্কস আগরতলা থেকে মুদ্রিত ও জাগরণ কার্যালয় এল এন বাড়ী লেইন, আগরতলা ত্রিপুরা থেকে প্রকাশিত। সম্পাদক-পরিতোষ বিশ্বাস।